Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com
৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন-২০০৫

وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط

'যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সবই আল্লাহর আয়ত্বাধীন' (আলে ইমরান ১২০)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ	৯ম সংখ্যা
রবীঃ ছানী -জুমাদাল উলা	১৪২৬ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ -আষাঢ়	১৪১২ বাং
জুন	২০০৫ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - উদাত্ত আহ্বান ১০
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ ০৯
    -অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান *(৩য় কিস্তি)* ১৩
    -মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - জুলেখা বিভীষণ এবং মীরজাফরদের কবলে বাংলাদেশ *-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ* ১৭
  - বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে ৭৮৬ঃ একটি পর্যালোচনা ২০
    -মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান বিন মুছত্বফা
  - আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ডঃ গালিব সম্পর্কে দু'টি কথা ২২
    -শিহাবুদ্দীন আহমাদ
  - ছবরঃ বিপদ হ'তে মুক্তির চিরন্তন সোপান ২৫
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
- **মনীষী চরিতঃ** ২৮
  - আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)
    -নূরুল ইসলাম
- **হাদীছের গল্পঃ** ৩১
  - ষড়যন্ত্রের অন্তরালে চিরন্তন সত্যের বিজয়
    -হাসিবুদ্দৌলা
- **চিকিৎসা জগৎ** ৩২
  - অ্যাজমা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিকার
    -সংকলিত
- **কবিতাঃ** ৩৩
  (১) জোট সরকার জবাব চাই (২) ভয় কর
  (৩) মুছা যাবে না (৪) আমরা আহলেহাদীছ
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩৫
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৭
- **মুসলিম জাহান** ৪০
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১
- **সংগঠন সংবাদ** ৪২
- **জনমত কলাম** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

Contents

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০০৫

আহলেহাদীছ জামা'আতের উপরে এই অন্যায় নির্যাতনের শেষ কোথায়!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। কালক্রমে ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট যাবতীয় কুসংস্কার থেকে ইসলামকে মুক্ত করে মুসলিম মিল্লাতকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মূল আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য ছাহাবায়ে কেরাম ও তৎকালীন হক্বপন্থী মুসলমানগণ যে আন্দোলন শুরু করেন সেটিই মূলতঃ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**। ইসলামের নামে ধারণকৃত বিভিন্নমুখী বিকৃত দর্শনের কালো থাবায় মোহাবিষ্ট হয়ে যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ ইসলামের উপরোক্ত মূল 'রূহ' থেকে বিচ্যুত হ'লেও আহলেহাদীছরা কখনো সেই আদিরূপ বা স্বচ্ছ জান্নাতী পথ থেকে ছিটকে পড়েনি। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিশ্বের যে প্রান্তেই অবস্থান করুক না কেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র এই অভ্রান্ত পথকে আঁকড়ে ধরেই তারা সম্মুখপানে অবিরত ধারায় এগিয়ে চলেছে। অনুরূপভাবে আধুনিকতার নামে সৃষ্ট যেকোন জাহেলী মতবাদকেও তারা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। সেকারণ সর্বযুগেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণের একচ্ছত্র প্রশংসা কুড়িয়েছে তারা।

আহলেহাদীছদের উক্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই যুগে যুগে পথভোলা অসংখ্য মানুষকে নিজেদের আচরিত বিভিন্ন মাযহাব, মতবাদ, ইজম ও তরীক্বার বেড়াজাল ছিন্ন করে নির্ভেজাল এই জান্নাতী প্লাটফরমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত হ'তে দেখা গেছে। যার ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে, বরং পূর্বের তুলনায় বিশেষ করে বাংলাদেশে তা আরো গতিশীল হয়েছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতিকে নস্যাৎ করার এবং এর ঈর্ষণীয় গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ইতিপূর্বে যেমন ষড়যন্ত্র হয়েছে, তেমনি আজও গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। সর্বোপরি আজ জঙ্গীবাদের মত একটি মিথ্যা, সাজানো ও পরিকল্পিত অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে এবং প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অভিযোগ সত্যায়নের। এর মাধ্যমে সরকার প্রকারান্তরে বিশ্বের সকল আহলেহাদীছের উপরই কালিমা লেপন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

দুর্ভাগ্য, কথিত ইসলামী মূল্যবোধের এই সরকার আহলেহাদীছ আন্দোলন ও জঙ্গীবাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরন্তন সত্যের ঝাণ্ডাবাহী আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সন্ত্রাসী জঙ্গীবাদের সঙ্গে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছে। অথচ উভয়ের মধ্যে রয়েছে আসমান-যমীন, রাত-দিন ও আলো-অন্ধকারের পার্থক্য। মূলতঃ এই ধৃষ্টতার মাধ্যমে সরকার বৃটিশ বেনিয়াদের ধূর্ত চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। বৃটিশরা তাদের এদেশীয় গোলামদের যোগসাজশে যেমন আহলেহাদীছদেরকে 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করে হত্যা, গ্রেফতার ও জেল-যুলুমের মত বর্বরোচিত নির্যাতন চালিয়েছিল, তেমনি বর্তমান সরকারও আহলেহাদীছদের উপরে 'জঙ্গীবাদের' মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে একই পথে অগ্রসর হ'তে চলেছে। জানা উচিত যে, সেদিন বৃটিশ-বেনিয়াদের মিথ্যা অভিযোগ কোনই কাজে আসেনি, বরং আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আহলেহাদীছ অকুতোভয় সিপাহসালারদের মাধ্যমেই বালাকোট, বাঁশেরকেল্লা, পেশোয়ার প্রভৃতির অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি আহলেহাদীছদের উপরে চিরশত্রু কর্তৃক আরোপিত আজকের রাষ্ট্রদ্রোহী জঙ্গীবাদের অভিযোগও নিঃসন্দেহে একদিন মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং সেদিনের ন্যায় বর্তমানে দেশদ্রোহী যাবতীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের হিমাদ্রিসম অবস্থানের মাধ্যমে জাজ্জ্বল্যমান ইতিহাস রচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনদ্বয়ের কোন নেতাকেই সরকার অদ্যাবধি গ্রেফতার করেনি। কর্মী পর্যায়ের কেউ কেউ গ্রেফতার হ'লেও দু'চারদিন জামাই আদরে রেখে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের ইতিমধ্যেই সাড়ে তিন মাস অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে পূর্ণ একমাসই তাঁদেরকে রিমাণ্ডে রাখা হয়েছে। মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁদেরকে পঙ্গু করে আহলেহাদীছ জামা'আতকে প্রজ্ঞাহীন ও নেতৃত্বশূন্য করার একটি নীলনকশা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অথচ দেশের বহু শীর্ষ সন্ত্রাসীর ক্ষেত্রেও এত দীর্ঘ রিমাণ্ড হ'তে দেখা যায় না। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, তাঁদের মত দ্বীনদার-পরহেযগার নিরপরাধ ব্যক্তিগণের গ্রেফতারের মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশে জঙ্গী দমনের একটি মিথ্যা ও সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করে আন্তর্জাতিক বিশ্বের বাহবা কুড়াতে চাচ্ছে। এর পরিণাম নিঃসন্দেহে শুভ হবে না।

আমাদেরকে হতবাক করেছে সরকার পক্ষের জনৈক পিপির বক্তব্য। যামিনের আবেদনের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করেতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ডঃ গালিবকে গ্রেফতারের পর দেশে বোমা হামলা ও কোন নাশকতামূল কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে না। বিরোধিতা করাই যার মুখ্য, তার নিকটে সত্য-মিথ্যা, বিবেক-বুদ্ধি মূল্যহীন। আমাদের ধিক্কার তাদের জন্য যারা খুবই আত্মতৃপ্তির সাথে এমন উদ্ভট বক্তব্যে একমত পোষণ করে। পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে কেবল মে'০৫ মাসের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খুন, ডাকাতি ও বোমাবাজির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে হ'ল- সাভার ক্যান্টনমেন্টে সোনালী ব্যাংকে ডাকাতি, দুইজন খুন *(ইনকিলাব, ৩রা মে)*, বয়রা (খুলনা) পুলিশ লাইনের পাশে ডাকাতি *(ঐ, ১০ মে)*, সাতক্ষীরায় এনজিও অফিসে ডাকাতি (১২ *মে)*, বাগেরহাটে বাণিজ্যমেলায় বোমা হামলা *(১৬ মে)*, সিরাজগঞ্জে সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ *(২৯ মে)* এবং চুয়াডাঙ্গায় বোমা হামলা (২রা জুন)। এতদ্ব্যতীত গত ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত একমাসে খোদ রাজধানীতেই ২৫ টি খুন ও শতাধিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে *(ঐ, সম্পাদকীয় ১৫ মে)*। এরপরও কি তথাকথিত ঐ আইনজীবি বলবেন যে, দেশে কোন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে না? তবে কি তিনি আইনী পেশায় এতটাই ব্যস্ত যে, পেপার-পত্রিকার পাতায় দু'চোখ রাখারও সময় পান না?

জানা আবশ্যক যে, আহেলহাদীছ আন্দোলন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আন্দোলন নয়। ক্বিয়ামত উষার-উদয়কাল পর্যন্ত এ আন্দোলন টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আহলেহাদীছরা ভীত ও কাপুরুষ নয়। আজও কোন বহিঃশত্রু কর্তৃক স্বাধীন ও সার্বভৌম এই মুসলিম ভূখণ্ডটি আক্রান্ত হ'লে সর্বাগ্রে আহলেহাদীছরাই শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বৃটিশ বিরোধী জিহাদ আন্দোলনই যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সম্ভবত এই চেতনার কারণেই এবং দেশের আর দশটি সংগঠন থেকে পৃথক ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় শান্তিপূর্ণ এই সংগঠনটি দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের টার্গেটে পড়ে। আভ্যন্তরীণ কোন্দলের মাধ্যমে যার সূত্রপাত ঘটানো হয়। অতঃপর জন্মগতভাবে আহলেহাদীছ অপরিণামদর্শী একশ্রেণীর অজ্ঞ তরুণ ও যুবককে মিথ্যা জিহাদের সুড়সুড়ি দিয়ে ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর গ্রেফতার ও ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তিমূলক পরিকল্পিত যবানবন্দী এবং নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনকে' এদেশ থেকে চিরতরে বিদায় করার একটি সুগভীর নীলনকশা বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

হে আহলেহাদীছ জামা'আত সাবধান! তোমার ঘরে-বাইরে এখন শত্রুর আনাগোনা পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বেশী। তোমার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ম্লান করে দেওয়ার জন্য আজ তোমাদের উপর জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। তোমাদের সুযোগ্য নেতৃবৃন্দ আজ অন্যায় নির্যাতনের শিকার। অতএব আর বসে থাকার অবকাশ কোথায়? ঈমানী মশাল হাতে নিয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে দাওয়াতী ময়দানে এগিয়ে চল। বিজয়মাল্য তোমার গলাতেই ঝুলবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দেশের সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনকে' পৃথিবীর সকল খ্যাতিমান মনীষী এমনকি ইহুদী-খৃষ্টানরা পর্যন্ত চিনতে পারল, আর ইসলামী মূল্যবোধের ধ্বজাধারী হয়েও আপনারা চিনতে পারলেন না। বরং ষড়যন্ত্রের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়টি রচনা করলেন। দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সকলের নিকটে আপনাদের কালো মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। এক্ষণে অনতিবিলম্বে নিরপরাধ বিশ্ববরেণ্য আলেমগণকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণই হবে সময়োপযুগী পদক্ষেপ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

প্রবন্ধ

উদাত্ত আহ্বান

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

একই ভাষাভাষী ও একই বঙ্গীয় বদ্বীপ অঞ্চলের শরীক পশ্চিম বঙ্গ হ'তে পূর্ব বঙ্গ পৃথক হয়ে পাকিস্তানের স্বাধীন রাষ্ট্র সত্তায় মিশে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মানচিত্রের উপরে বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার মূল আদর্শিক প্রেরণা ছিল **'ইসলাম'**। বর্ণভেদ প্রথার অত্যাচারে অতিষ্ঠ সাধারণ হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাজাদের অবর্ণনীয় শোষণ ও নিপীড়নে জর্জরিত এতদঞ্চলের সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণ প্রথমতঃ আরব বণিকদের মাধ্যমে প্রচারিত ইসলামের উদার ও সাম্য নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে এদেশে মুসলিম জনগণের সংখ্যা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তারও বহু পরে আফগান বীর ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামের সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয় ঘটে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের অবসান হয়। সেই থেকে এদেশ আফগান, পাঠান, মোগল, আরবী, ইরানী, সুন্নী, শী'আ প্রভৃতি স্বাধীন মুসলিম সালত্বানাতের অধীনে শাসিত হয়। পরবর্তীতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কী শী'আ অবাঙ্গালী স্বাধীন দেশপ্রেমিক নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯০ বৎসর বঙ্গদেশ মূলতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা খৃষ্টান ইংরেজ শাসনাধীনে থাকলেও এদেশের ইসলামী চেতনা বিনষ্ট করতে পারেনি। ফলে দ্বি-জাতি তত্ত্বের (Two nation theory) ভিত্তিতে ইসলামের স্বাধীন আবাসভূমি হিসাবে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন পাকিস্তানের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়।

সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন পাকিস্তানের অভ্যুদয় আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র প্রথম থেকেই সুনযরে দেখেনি। তাই চক্রান্ত অব্যাহত থাকে। একখানা আস্ত রুটি একত্রে গিলে খাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাকে ছিঁড়ে দু'টুকরা করার ষড়যন্ত্র হ'ল। মিঃ গান্ধী এক সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষার জন্য বলেছিলেন, We are first Indian, then we are Hindu or Muslim. অর্থাৎ 'আমরা প্রথমে ভারতীয় অতঃপর হিন্দু অথবা মুসলিম'। তার উত্তরে এককালে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত' বলে খ্যাত প্রথমে কংগ্রেস ও পরে মুসলিম লীগ নেতা কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিক কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ (জন্মঃ ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৭৬ ইং, মৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন, We are first Muslim, then we are Indian. 'আমরা প্রথমে মুসলিম অতঃপর ভারতীয়'। কায়েদে আযমের মুখ দিয়ে উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলিম জনসাধারণের হৃদয়ের মণিকোঠায় লালিত আপোষহীন ইসলামী স্বাতন্ত্র্যের কথাই সেদিন বিঘোষিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ইসলামের স্বার্থেই একটি স্বাধীন দেশের জন্মলাভ আধুনিক পৃথিবীতে সম্ভবতঃ একটি অতুলনীয় ঘটনা ছিল। মুসলিম উম্মাহ তো বটেই, সমগ্র পৃথিবী গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের অগ্রযাত্রার পানে। কিন্তু না কুচক্রী ইংরেজ এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটানোর সময় তার হাতে গড়া ক্রীড়নক অমুসলিম কাদিয়ানী যাফরুল্লাহ খানকে করে গেল ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে আইনমন্ত্রী। ফলে দেশের মূল হৃৎপিণ্ডে ক্যান্সার হ'ল। ওদিকে মুসলিম এলাকা কাশ্মীরকে করে গেল দ্বিধাবিভক্ত; যাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ীভাবে রক্ত ঝরার ব্যবস্থা হয়। তাদের দূরদর্শী পরিকল্পনা স্বার্থক হয়েছে। পাকিস্তানী শাসনযন্ত্র কখনই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী চলেনি। সেখানে কুরআন-সুন্নাহ্র শ্লোগান উচ্চারিত হয়েছে, এই নামে জনগণের ভোট আদায় করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহতে পারদর্শী কোন আলেম বা কুরআন-সুন্নাহ্র সনিষ্ট অনুসারী কোন যোগ্য ব্যক্তিকে কখনই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয়নি। পরিণাম স্বরূপ পাকিস্তান তার ঐক্য রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

পাকিস্তান বিভক্ত হয়েছে এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভূখণ্ডগত কোন মিল ছিল না। আড়াই হাযার মাইল দূরত্বের দু'টি ভূখণ্ডকে এক করে রেখেছিল শুধুমাত্র একটি আদর্শ- **'ইসলাম'**। আর কিছুই নয়। শাসকরা যখন সেই মূল সূত্রটিকেই দুর্বল করলেন ও সেই সাথে চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করলেন, তখন আর ঐক্য টিকিয়ে রাখার কোন সূত্র বাকী রইল না।

স্বাধীনতার ভিত্তি

আজকের যে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে আমরা গর্ববোধ করছি, এর স্বাধীনতার ভিত্তি কিসের উপরে? ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, না অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ? যদি প্রথমটি হয়, তাহ'লে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের সাথে মিলে প্রাচীন যুগের বৃহত্তর বঙ্গদেশ গড়তে বাধা কোথায়? যদি দ্বিতীয়টি হয়, তবে তার স্থায়ীত্ব অত সময়, যত সময় নিজের শক্তি ও সামর্থ্য বলে এ দেশটি তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখতে পারবে। তিনদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত ও একদিকে বঙ্গোপসাগর দিয়ে ঘেরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত এই দুর্বল স্বাধীন ছোট্ট দেশটি আয়তনে তার অন্যূন ২২ গুণ বড় বৃহৎ প্রতিবেশীর সাথে মিশে একাকার হয়ে বৃহত্তর ভারতবর্ষ গড়তে আপত্তি কোথায়? মূলতঃ এখানেও কোন পৃথক প্রেরণা নেই। 'বাঙ্গালী' ও 'বাংলাদেশী' উভয় বিবেচনায় ভারতবর্ষ থেকে পৃথক হয়ে থাকার জন্য আমাদের কোন যুক্তি নেই। কেবলমাত্র একটি কারণেই আমরা ভারতবর্ষ থেকে পূর্বেও পৃথক হয়েছিলাম এবং আজও পৃথক থাকতে পারি, সেটা হ'ল আমাদের প্রাণপ্রিয়

ধর্ম- **'ইসলাম'**। ইসলামের কারণেই আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড বাংলাদেশ লাভ কঙরছি, ইসলামের কারণেই বাংলাদেশ তার স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে পারে এবং ইসলামের স্বাধী" অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই ম্লামরা আমাদের এ ভূখণ্ডের প্রতি ইঞ্চি মাটির স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টিত থাকব ইনশাআল্লাহ। ইসলামের জন্যই স্বাধীনতা পেয়েছি- এটি যেমন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সত্য, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও ইসলাম অপরিহার্য- এটাও তেমনি অকাট্ট সত্য। আর একারণেই আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির প্রধান টার্গেট হ'ল 'ইসলাম'।

প্রতিবেশী দেশে মুসলমানদের অবস্থা

ইউরোপের একমাত্র ইসলামী দেশ জাতিসংঘের স্বাধীন সার্বভৌম সদস্য রাষ্ট্র 'বসনিয়া'কে ইউরোপের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য যেভাবে খৃষ্টান ও অমুসলিম বিশ্ব অঘোষিত 'ক্রুসেড' চালিয়ে যাচ্ছে, প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্রটি তেমনি তার দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণকে বিতাড়িত ও নিশ্চিহ্ন করার যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেদেশের প্রগতিশীল পত্রিকা Front Line ১৫ই নভেম্বর ১৯৯১-এর হিসাব মতে ১৯৬১ থেকে '৯১ পর্যন্ত ৩০ বছরে সেখানে ৭৯৪৬টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে... এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হয়েছে প্রায় ১৩,৯০৫টি দাঙ্গা। ১৯৭৮ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাদেশিক বিধান সভায় প্রদত্ত তালিকায় বলেন যে, ঐ সময় পর্যন্ত খোদ কলিকাতা শহরেই ৪৬টি মসজিদ এবং ৭টি মাযার ও গোরস্থান হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে।[১] উক্ত হিসাব মতে দেখা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ 'গণতান্ত্রিক' দেশ বলে খ্যাত ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে কথিত ভারতে তার স্বাধীনতা লাভের ৪৫ বছরে গড়ে প্রতি বছর ৩০৯টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। জান-মাল-ইয্যত হারিয়েছে কত অগণিত মুসলিম ভাই-বোন তার সঠিক হিসাব কে রাখে? ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরে ৪৬৫ বছরের সুপ্রাচীন 'বাবরী মসজিদ' ভেঙ্গে সেখানে তারা 'রামমন্দির' গড়েছে। এখনো প্রতিদিন কাশ্মীরে মুসলিম নিধন চলছে, চলছে আসামে বোড়ো মুসলিম হত্যা ও বিতাড়ন। সারা ভারত থেকে বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে হাঁকিয়ে এনে বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করার চেষ্টা চলছে হরহামেশা। বি,এস,এফ-এর গুলীতে নিহত হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় প্রতিদিন দু'একজন করে বাংলাদেশী নাগরিক। ফারাক্কা সহ ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে এবং দক্ষিণ তালপট্টি ও মুহুরীর চর দখল করে এই স্বাধীন মুসলিম দেশটিকে গ্রাস করার সকল রাজনৈতিক পাঁয়তারা ইতিমধ্যেই সে প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। এরপরেও পর্বত প্রমাণ অসম বাণিজ্য ও ব্যাপক চোরাচালানীর মাধ্যমে এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক খরা পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে বছরে সর্বমোট অন্যূন ১৫ হাযার কোটি টাকার সম্পদ ঘরে তুলে নিয়ে তারা এদেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে এবং এভাবে ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে তাদের নিকটে করুণার ভিখারী হয়ে থাকার সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। এখন আবার রেল ও নৌ ট্রানজিট সুবিধা আদায়ের পাঁয়তারা করছে। আমাদের এই প্রিয় দেশটির বিরুদ্ধে তাদের এই আক্রোশের মূল কারণ হ'ল **'ইসলাম'**। কারণ একই ভাষাভাষী পশ্চিমবঙ্গ হ'তে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাওয়ার মূল কারণ ছিল **'ইসলাম'**। ইসলাম তাই স্বাধীনতা রক্ষার মূল গ্যারান্টি। ইসলাম আমাদের গর্ব, ইসলাম আমাদের অহংকার।

আন্দোলনের ধারা

বাংলাদেশে বর্তমানে মূলতঃ দু'ধরনের আন্দোলন চলছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'ইসলামী'। প্রত্যেকটিই দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির একভাগ ব্যক্তিজীবনে আস্তিক বা ধর্মভীরু, কিন্তু বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক বা ধর্মহীন। ব্যক্তিজীবনে ধর্মের অনুসারী হ'লেও বৈষয়িক জীবনে তারা ধর্মহীন বিজাতীয় মতাদর্শের অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন। ফলে রাজনীতির নামে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বৈরাচর এবং অর্থনীতির নামে সূদ-ঘুষ-জুয়া-লটারী, মওজুদদারী ইত্যাদি পুঁজিবাদী শোষণ নির্যাতনকে তারা বৈধ ভেবে নেন, এই কারণে যে এগুলি ধর্মীয় বিষয় নয়; বরং বৈষয়িক ব্যাপার। আর তাই হারাম পয়সা দিয়ে রসগোল্লা কিনে নিজ মা'ছুম সন্তানের মুখে তুলে দিতেও এদের হাত কাঁপে না। রাজনীতির নামে ধর্মঘট-অবরোধ-হরতাল করে জনগণের ক্ষতি সাধন করতে, সূদ-ঘুষ ও ব্যভিচারের মত প্রকাশ্য হারামকে হালাল করতে, অন্যদলের লোকের বুকে চাকু বসাতে, রগ কাটতে ও বন্দুকের গুলীতে তার বুক ঝাঁঝরা করে দিতে এইসব রাজনীতিকদের বিবেকে একটুও বাধে না। কারণ এসব ধর্ম নয় বরং বৈষয়িক ব্যাপার। এই ভাগের লোকের সংখ্যাই সর্বত্র বেশী।

ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির অন্য ভাগটি ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় জীবনে 'নাস্তিক'। অর্থাৎ উভয় জীবনে তারা ধর্মহীন বিজাতীয় মতাদর্শের অনুসারী। যদিও তাদের কেউ কেউ ইসলামী নাম নিয়েই ময়দানে চলাফেরা করেন। এদের জনৈক নেতা কয়েক বৎসর পূর্বে মারা গেলে একজন মৌলভী ছাহেবকে ডেকে নিয়ে জানাযা দেওয়া হয়েছে বটে। তবে এদের নমস্য পার্শ্ববর্তী ভারতের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেদেশের সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি হেদায়াতুল্লাহ বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে মারা গেলে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তার মৃতদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সে দেশের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম, করীম চাগলা এবং বিশিষ্ট নেতা হামীদ দেলওয়াঈকেও একইভাবে পোড়ানো হয়। কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড মুযাফফর আহমদকে লাল কাপড় জড়িয়ে জানাযা ছাড়াই পুঁতে ফেলা হয়। সেদেশের বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট

১. হারুনুর রশীদ, খোলা চিঠি (ঢাকাঃ জুন ১৯৯৩) পৃঃ ৪৮-৪৯।

তাত্ত্বিক আবদুল্লাহ রাসূল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ূন কবীর-এরও জানায়া হয়নি।[২]

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ইসলামী দলগুলি। ইসলামী দলগুলি মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগের দলগুলি তাক্বলীদের অনুসরণে এবং অধিকাংশ জনগণের আচরিত মাযহাব অনুযায়ী ব্যক্তি ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী আইন ও শাসন চান। এঁরা বাহ্যিকভাবে বিশেষ একজন সম্মানিত ইমামের তাক্বলীদের দাবীদার হ'লেও বাস্তবে পরবর্তী ফক্বীহদের রচিত বিভিন্ন ফিক্বহ এবং পীর-মাশায়েখ, মুরব্বী ও ইসলামী চিন্তাবিদ নামে পরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তির অনুসারী। কুরআন পরিবর্তনের মত একটি মৌলিক প্রতিবাদের ইস্যুতেও এঁরা এক হয়ে কয়েকটি ঘণ্টার জন্য এক মঞ্চে বসতে পারেননি। গত ২৯শে জুলাই '৯৪ শুক্রবার বাদ জুম'আ একই দিনে একই সময়ে রাজধানীর মানিক মিয়াঁ এভেনিউ ও বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে প্রধানতঃ একই মাযহাবের অনুসারী ইসলামী দলগুলির দু'টি মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ইসলামী দলগুলির আপোষ বিভক্তির এই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ইসলাম বৈরী শক্তির নিকটে স্বস্তির বিষয় বৈ কি!

আর এক ভাগে রয়েছেন তাঁরাই যারা তাক্বলীদমুক্ত ভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা কামনা করেন। যারা ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় ও বিজাতীয় উভয় প্রকার তাক্বলীদ হ'তে মুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে চান, এরাই হ'লেন **'আহলেহাদীছ'**। যদিও তাদের অনেকের মধ্যে বর্তমানে বিভিন্ন জাহেলী মতবাদ ঢুকে পড়েছে। পবিত্র কুরআন সংশোধন ও পরিবর্তনের উদ্ভট দাবীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ঈমানী তাকীদেই আমরা বিগত ২৯শে জুলাই '৯৪ মানিক মিয়াঁ এভেনিউয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' আহূত লংমার্চ শেষে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে নিজস্ব উদ্যোগে সাংগঠনিকভাবে যোগদান করেছিলাম। আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাজধানী ঢাকার বুকে জাতীয় পর্যায়ে সকল ইসলামী দলের মধ্যে নিজেদেরকে **'আহলেহাদীছ'** হিসাবে আত্মপরিচয়ের সাথে সাথে এদেশের অন্যূন দেড়কোটি আহলেহাদীছ জনতার পক্ষ থেকে আমাদের মৌলিক বক্তব্য জাতির সামনে দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছিলাম। দুর্ভাগ্য, অবাধ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী প্রগতিবাদী বা ইসলামপন্থী কোন জাতীয় পত্রিকা আমাদের মূল বক্তব্যটুকু তুলে ধরেনি। এমনকি ঐ মহাসমাবেশের প্রধান মুখপত্র বলে পরিচিত জাতীয় দৈনিকটি আমাদের অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা প্রদানের খবরটুকুও ছাপেনি। ঐ মহাসমাবেশ থেকে ফেরার পথে এদেশের একটি চিহ্নিত ধর্মনিরপেক্ষ দলের একটি জমায়েত থেকে আমাদের কর্মীদের বহনকারী ২৬টি বাস ও ট্রাক বহরের এক অংশের উপরে বোমা ছুঁড়ে মারা হয় এবং আরেকটি চিহ্নিত বামদলের ঢাকা জিপিও-র সম্মুখস্থ অফিসের দোতলা থেকে চোরাগুপ্তাভাবে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। যাতে আমাদের মোট ছয়জন তরুণ কর্মী গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হয়। ১৯৭৯ সালে কবর পূজারীদের বিরুদ্ধে মিছিল করতে গিয়ে তাদের নিক্ষিপ্ত ইট-পাথরের আঘাতে সর্বপ্রথম আমাদের দু'জন সাথী ভাইয়ের রক্ত ঝরেছিল। আর এবারে কুরআন বিরোধী নাস্তিক-মুরতাদদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করতে গিয়ে আমাদের ৬ জন সাথীর রক্ত ঝরল। আল্লাহ তোমার দ্বীনের বিজয়ের স্বার্থে আমাদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আত্মত্যাগ কবুল করে নাও এবং আমাদের সময়, শ্রম ও আর্থিক কুরবানী সমূহকে পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে নাও- আমীন!

আমরা সকল জাতীয় ইস্যু ও সামগ্রিক ইসলামী স্বার্থে সকল ইসলামী দলকে যাবতীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ও সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আন্দোলনের লক্ষ্য

দেশের ও জাতির উপরোক্ত প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এক্ষণে আহলেহাদীছদের ভূমিকা কি হবে, তা আমাদেরকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। কোন আন্দোলন পরিচালিত হ'তে পারে না, যতক্ষণ না তার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। একটি গাড়ী চালনাও সম্ভব নয় যতক্ষণ না তার গন্তব্য নির্দিষ্ট হয়। এক্ষণে আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য কি? একটিমাত্র বাক্যে যা আমরা ঘোষণা করেছি তা এই, 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা'। আরও সংক্ষিপ্তভাবে ঢাকার মহাসমাবেশে মাত্র দু'মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণে যা আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে জাতির সম্মুখে পেশ করেছি তা হ'ল- **'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'**।[৩]

অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান কায়েম করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। যে লক্ষ্যে জাতীয় বা বিজাতীয় কোন মতাদর্শের মিকশ্চার থাকবে না। যে লক্ষ্য হবে নির্ভেজাল ও নিষ্পংক। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত যে লক্ষ্য অর্জনের বিনিময়ে আর কিছুই চাওয়ার নেই, আর কিছুই পাওয়ার নেই। এই লক্ষ্যের পথিকদের জন্য দা'ওয়াত ও জিহাদে ব্যয়িত সময়টুকুর মূল্য দুনিয়ার সকল আনন্দঘন মুহূর্তের চাইতে মূল্যবান। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হালাল পথে উপার্জিত দু'মুঠো চিড়া-মুড়ি, হারাম পথে উপার্জিত লক্ষ্য টাকার চেয়েও তার নিকটে অধিক মূল্যবান। আল্লাহ্র রাস্তায় মেহনত করতে গিয়ে নিজ দেহ থেকে ঝরে পড়া দু'ফোটা ঘর্ম বা এক

২. *খোলা চিঠি, পৃঃ ৬১।*

৩. *'ঈমান'-এর উপরে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বক্তৃতার ক্যাসেটের শেষাংশে উক্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণটি সংযুক্ত করা হয়েছে। -সম্পাদক।*

ফোঁটা রক্তবিন্দু তার নিকটে দুনিয়ার মহামূল্যবান হীরক খণ্ডের চাইতে অমূল্য। এই মহান লক্ষ্যে আগুয়ান মুজাহিদ দুনিয়ার সকল লোভনীয় পদ ও বস্তুসম্ভারের চেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসের এক কোনে স্থান পাওয়াকে সবচাইতে সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করে। তার জীবন, তার মরণ, তার ইবাদত, তার কুরবানী সব কিছুই হয় স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য, স্রেফ তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

'তুমি বল! নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত' *(আন'আম ১৬২)*।

আমরা এদেশের আহলেহাদীছ জামা'আতের সকল ভাইবোনকে ও আপামর মুসলিম জনসাধারণকে উক্ত মহান লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ় কদমে এগিয়ে আসার আন্তরিক আহ্বান জানাই।

লক্ষ্যে উত্তরণের মাধ্যম

আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়ার পরে তা অর্জনের জন্য প্রথম যে বিষয়টি যরূরী তাহ'ল সচেতন ও নিবেদিতপ্রাণ একদল নেতা ও কর্মী সৃষ্টি করা। যারা অবশ্যই হবেন শারঈ জ্ঞানে অভিজ্ঞ, সমসাময়িক জ্ঞানে পরিপক্ক ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। শারঈ বিধানের অনুসরণে তারা লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাবেন। গন্তব্য যত ভাল হৌক, গাড়ীটি যত সুন্দর হৌক, যদি তার চালক যোগ্য ও অভিজ্ঞ না হয় এবং চালকের সাথে কিছু নিবেদিতপ্রাণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহযোগী না থাকে, তাহ'লে যেমন একটি ছোট গাড়ীও চালানো সম্ভব নয়। আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই মহান পরিবহণ পরিচালনার জন্য তেমনি অবশ্যই প্রয়োজন জান্নাতী গুণাবলী সম্পন্ন কিছু যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ নেতা কর্মীর। এই নেতা ও কর্মীদল নিশ্চয়ই আসমান থেকে নেমে আসবেন না বা যমীন থেকে উত্থিত হবেন না। আপনাদের মধ্য থেকেই তাঁদেরকে বেছে বেছে সামনে আনতে হবে। তারা কখনোই দায়িত্ব নিতে চাইবেন না, কখনই সামনে আসতে চাইবেন না, কখনই কোন কিছুর প্রার্থী বা প্রত্যাশী হবেন না। কিন্তু আপনাদেরই দায়িত্ব তাদেরকে বাছাই করে সামনে আনার ও যথাযোগ্য স্থানে তাদেরকে বসিয়ে দেওয়ার। যেমন বসিয়েছিলেন আবুবকর (রাঃ) ওমর ফারূককে। হাসিমুখে তাঁকে বরণ করেছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম ও সকল মুসলিম জনসাধারণ। আসুন! আমরা দো'আ করি আল্লাহ্‌র নিকটে আল্লাহ্‌র ভাষায়-

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا-

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হ'তে একজন নেতা দাও ও তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ কর' *(নিসা ৭৫)*।- আমীন!!

কর্মীদের গুণাবলী

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রত্যেক সদস্য ও সদস্যাকে প্রধানতঃ চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হ'তে হবে। খালেছ তাওহীদে বিশ্বাস, সুন্নাতের পূর্ণ ইত্তেবা, সর্বদা জিহাদী জায্‌বা ও সর্বোপরি আল্লাহ্‌র নিকেট বিনীত হওয়া। উপরোক্ত চারটি গুণ একত্রিত হওয়া ব্যতীত জাতির জন্য কল্যাণকর কিছু অর্জিত হওয়া সম্ভবপর নয়। আখেরাতেও তেমন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন দলের দিকে দেখুন। সেখানে তাওহীদ আছে তো ইত্তেবায়ে সুন্নাত নেই। ইত্তেবায়ে সুন্নাত আছে তো জিহাদের জায্‌বা নেই। যিক্‌র-ফিক্‌র আছে তো ইত্তেবায়ে সুন্নাত নেই। যদি কোথাও তিনটি গুণ একত্রে পাওয়া যায়, তবে হয়ত দেখা যাবে আল্লাহ্‌র নিকটে বিনীত হওয়ার গুণ নেই। শ্রবণ করুন রোম সম্রাটের প্রেরিত গুপ্তচরের দেওয়া সেই সারগর্ভ রিপোর্টটি- যে রিপোর্ট তিনি ভুখা-নাঙ্গা মুসলিম সেনাবাহিনীর বিজয় লাভের অন্তর্নিহিত মৌলিক কারণ হিসাবে বর্ণনা করতে গিয়ে পেশ করেছিলেন একটি মাত্র বাক্যে-

وَهُمْ فِي اللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَّفِي النَّهَارِ فُرْسَانٌ-

'তারা রাতের বেলায় ইবাদতগুযার ও দিনের বেলায় ঘোড়সওয়ার'। মুসলমানদের এই নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ প্রবল ঈমানী শক্তির সম্মুখে সে যুগের উন্নত মারণাস্ত্র সমৃদ্ধ পরাশক্তিগুলি যেমন পরাজয় বরণ করেছিল, পুনরায় সেই আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাতে পারলে এ যুগের পরাশক্তিগুলিও হার মানতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। ১২ কোটি জনতার বিপুল সম্ভাবনাময় এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা ইসলামী দেশটিতে একদল আল্লাহ্‌র বান্দা যখন উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলবেন, তখনই আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত নেমে আসবে। যেমন নেমে এসেছিল বদরের প্রান্তরে, সিন্ধুর দেবল রণভূমিতে, ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর ১৭ জনের ছোট্ট বাহিনীর উপরে বাংলার সবুজ মাটিতে। এদেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে উপরোক্ত গুণসম্পন্ন যোগ্য ও ক্ষুদ্র দলের হাতেই দেশের দায়িত্বভার অর্পণ করবেন। যদি অনুরূপ দলের সংখ্যা একাধিক হয়, তবে অবশ্যই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর সমাজশক্তিতে পরিণত হবে। এইভাবে বিশেষ বিশেষ 'ইমারতে শারঈ'-র পথ বেয়েই বৃহত্তর 'ইমারতে মুল্‌কী' কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ।

বিজয়ীদের বৈশিষ্ট্য

চিরকাল সংখ্যালঘু যোগ্য বান্দারাই সংখ্যাগুরুর উপরে জয়লাভ করেছে ও তাদেরকে পরিচালিত করেছে। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী প্রতিভাবান ও নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দার সংখ্যা চিরকালই কম থাকে। ক্লাসে প্রথম হওয়ার

সৌভাগ্য একটা ছেলেরই হয়ে থাকে। এতে অন্যদের হিংসা করলে চলে না। ইচ্ছায় হৌক অনিচ্ছায় হৌক সমাজের সংখ্যাগুরু জনগণ নিজেদের স্বার্থেই তাদের মধ্যকার যোগ্য ব্যক্তিকে সবসময় সম্মুখে এগিয়ে দিয়েছে ও তার আনুগত্য করেছে। এটাই জগত সংসারের চিরন্তন নিয়ম। আল্লাহ্র ঘোষণা শুনুন-

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-

'কতই না সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগুরু দলের উপরে জয়লাভ করেছে, আল্লাহ্র হুকুমে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন' *(বাক্বারাহ ২৪৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করুন-

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'ইসলাম এসেছিল গুটিকতক মানুষের মাধ্যমে। আবার অনুরূপ সংখ্যক মানুষের মধ্যেই তা ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ সেই অল্পসংখ্যক মুমিনের জন্যই'।[৪] এই অল্পসংখ্যক উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হবে? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ-

'যে সব লোকেরা আমার ঐসব সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করবে, যেগুলিকে আমার মৃত্যুর পরে লোকেরা বিনষ্ট করে ফেলেছে'।[৫] এক্ষণে ঐসব সংখ্যালঘু সংস্কারবাদীর নিরন্তর প্রচেষ্টার ফল কি দাঁড়াবে? এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করুন-

ফলাফল

وَعَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَايَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَّلَاوَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَّذُلِّ ذَلِيْلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِّنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا، قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ-

মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা তাঁবু থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দিবেন না- সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের যোগ্য করে দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন, তারা (জিযিয়া দানে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে'। আমি বললাম, তাহ'লে তো দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে' (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপরে ইসলাম বিজয় লাভ করবে)।[৬]

এই হাদীছে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসারের সাথে সাথে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে। যা আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীগুলিতে-

রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা

একদা মা আয়েশা (রাঃ) সূরায়ে ছফ-৯ আয়াতে[৭] বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, হে রাসূল (ছাঃ)! আমার ধারণা মতে আপনার আগমনের ফলে ইসলামের বিজয় পূর্ণতা লাভ করেছে। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ- 'ভবিষ্যতে এটা বাস্তবায়িত হবে যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করবেন' *(মুসলিম প্রভৃতি)*। তিনি আরও বলেন,

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُوْدَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَّ أَنْهَارًا-

'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আরব উপদ্বীপ চারণভূমি ও নদীনালার দেশে রূপান্তরিত হবে' *(মুসলিম)*। অন্য হাদীছে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের কালানুক্রমিক বর্ণনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে (১) নবুঅত থাকবে যতদিন আল্লাহ পাক ইচ্ছা করবেন, অতঃপর তা উঠিয়ে নিবেন (২) এরপরে নবুঅতের তরীক্বায় খেলাফত কায়েম হবে। যতদিন ইচ্ছা আল্লাহ পাক সেটা রেখে দিবেন, অতঃপর উঠিয়ে নিবেন'।[৮] অন্য বর্ণনায় এই খেলাফতের মেয়াদকাল স্পষ্টভাবেই চার খলীফার আমলের ৩০ বছরের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে'।[৯] (৩) অতঃপর অত্যাচারী রাজাদের আগমন ঘটবে। আল্লাহ পাক যতদিন ইচ্ছা তাদেরকে বহাল রাখবেন। অতঃপর উঠিয়ে নিবেন (৪) এরপর জবর

৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯।*
৫. *আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত-আলবানী হা/১৭০।*
৬. *আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত-আলবানী হা/৪২।*
৭. هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ *'তিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন। যাতে উহাকে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী রূপে প্রতিষ্ঠা দান করেন। যদিও মুশরিকগণ তা অপসন্দ করে থাকে'।*
৮. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ প্রভৃতি।*
৯. *আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫৯।*

দখলকারী শাসকের আমল শুরু হবে। আল্লাহপাক যতদিন ইচ্ছা তাদেরকে বহাল রাখবেন। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন (৫) এরপরে নবুঅতের তরীক্বায় পুনরায় খেলাফত কায়েম হবে। এ পর্যন্ত বলার পরে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) চুপ হয়ে গেলেন'।[১০]

উপরে বর্ণিত হাদীছের আলোকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিশ্বব্যাপী এখন নামে ও বেনামে অধিকাংশ দেশেই ৪র্থ যুগ অর্থাৎ জবর দখলকারী শাসকদের যামানা চলছে। গণতন্ত্রের নামে দলীয় স্বৈরাচার ও নেতৃত্বের লড়াই এখন ঘরে ঘরে ও অফিসের চার দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার সবকিছুই এযুগে দলীয় শক্তিমানদের একচ্ছত্র অধিকারে। জাহেলী যুগের গোত্রদ্বন্দ্ব এখন নগ্ন রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে। বিশ্বের সর্বত্র যালেমদের জয়জয়কার চলছে, মযলূম মানবতা সর্বত্র কেঁদে ফিরছে।

হে মযলূম! জেগে উঠ- পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানবতা আজ ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে এক সর্বব্যাপী রেনেসাঁর দিকে, পূর্ণাঙ্গ সামাজিক বিপ্লবের দিকে, একটি নির্ভেজাল আদর্শ ও তার নির্ভেজাল অনুসারীদের দিকে। সেই আদর্শ আর কিছুই নয়- সে হ'ল **ইসলাম**। আল-হেরা ও আল-মদীনার ইসলাম, আল-কিতাব ও আল-হাদীছের ইসলাম। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক ইলাহী জীবনবিধান।

সেই জীবন বিধানের অতন্দ্র প্রহরী ও নির্ভেজাল অনুসারী হওয়ার দাবীদার **হে আহলেহাদীছ জামা'আত!** উঠে এসো, জড়তা ঝেড়ে ফেল, অলসতার চাদর ছুঁড়ে ফেল, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সকল ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে এগিয়ে চল। তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থ ও ভোগবিলাসের মায়া ছাড়। জান্নাত যে তোমায় ডাকছে বারবার হাতছানি দিয়ে, একবার তাকিয়ে দেখ।

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَلاَتَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ-

'হে চাদরাবৃত! উঠ, দাঁড়াও, লোকদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখাও, তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, তোমার কাপড়কে (শিরক-বিদ'আতের নাপাকী হ'তে) পবিত্র কর, যাবতীয় গুনাহ থেকে হিজরত কর, অধিক দুনিয়াবী প্রতিদানের আশায় কাউকে কিছু অনুগ্রহ করো না, আল্লাহ্র বিধান পালনে নিজেকে সংযত রাখ' *(মুদ্দাছছির ১-৭)*।

ওহে অলস মুসলিম সমাজ! আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবে, আর কতকাল কুটতর্কে সময় কাটাবে। তোমার ঘর-বাহির সব যে বিজাতীয়দের দখলে চলে গেল। তোমার তরুণদের মুখে বিজাতীয় শ্লোগান, তোমার নারীদের সর্বাঙ্গে ও তোমার গৃহের চার দেওয়ালে নগ্নতার হিংস্র ছোবল, তোমার খাদ্যের প্লেটে হারামের ক্রিমিকীট কিলবিল করছে। কোথায় তোমার সেই জিহাদী জায্বা, কোথায় সেই বালাকোট আর নারিকেলবাড়িয়ার জিহাদী হুংকার, কোথায় বিজাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তোমার তীব্র ঘৃণাবোধ-যা আপোষহীন যুদ্ধ ঘোষণা করবে সূদ-জুয়া-লটারীর হারামী অর্থনীতির বিরুদ্ধে, অহি-র বিধান বিরোধী যাবতীয় অপতৎপরতার বিরুদ্ধে। তওবা কর, পাপ-তাপ ঝেড়ে ফেল। নবুঅতের তরীকায় খেলাফত কায়েমের চূড়ান্ত লক্ষ্যে জান-মাল বাজি রেখে সম্মুখ-পানে এগিয়ে চল।

আসুন! আমরা সমাজ সংস্কারে ব্রতী হই! সাথে সাথে স্ব স্ব চরিত্র সংস্কারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। খেয়ানতকারী ও ফাসেকী চরিত্রের নেতৃত্বে জান্নাতী কাফেলার অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আল্লাহভীরু সৎ নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্র নিকটে দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন অধিক প্রিয়। নির্দিষ্ট ইসলামী লক্ষ্যে একটি 'ইমারতের' অধীনে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী একদল মুমিনকে একটি 'জামা'আত' বলা হয়। যার উপরে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত থাকে। আসুন! আমরা আমাদের বিচ্ছিন্ন প্রতিভাগুলিকে, বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে একত্রিত করে অধিকতর শক্তিশালী জনশক্তিতে পরিণত হই। সর্বত্র 'শক্তিশালী ও আমানতদার' নেতৃত্ব *(নাম্ল ৩৯, ক্বাছাছ ২৬)* কায়েম করি। কেননা শক্তিশালী নেতৃত্ব যদি খেয়ানতকারী হয়, তাহ'লে সে সবকিছু খেয়ে হযম করে ফেলবে। পক্ষান্তরে আমানতদার নেতৃত্ব যদি দুর্বল হয়, তাহ'লে তার সাথীরাই তাকে ভক্ষণ করবে।

উদাত্ত আহ্বান

পরিশেষে আমি আমাদের সম্মানিত আলেম সমাজ, সম্ভাবনাময় তরুণ ও যুব সমাজ, মনি-কাঞ্চনের উৎস সম্মানিতা মা-বোনদেরকে উপরে বর্ণিত সার্বিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে অন্যদের সাথে মিশে যাওয়ার আত্মঘাতি প্রবণতা পরিত্যাগ কর নিজস্ব আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহর ওয়াস্তে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

[illegible] عِبَادِ، الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ [illegible] أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ-

'হে রাসূল! আপনি জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন আমার ঐ সকল বান্দাকে, যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে ও তার মধ্যে সুন্দরগুলির অনুসরণ করে। তারাই হ'ল ঐসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ১৭-১৮)*। আল্লাহ সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

[১৯৯৩ সালে প্রকাশিত লেখকের 'উদাত্ত আহ্বান' বই অবলম্বনে]

১০. আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫।

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

মূলঃ ডঃ নাছের বিন সুলাইমান আল-ওমর
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৭ম কিস্তি)

বিজয় সম্পর্কিত হাদীছ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এমন কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যার দ্বারা বিজয়ের মর্ম ও পরাজয় সম্পর্কিত আমাদের ভুল ধারণা অনুধাবন করতে পারি। নিম্নের হাদীছগুলির প্রামাণ্য আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হবে।

১নং হাদীছঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْأُمَمُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيْرٌ قُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ هٰؤُلَاءِ أُمَّتِيْ قَالَ لَا وَلٰكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيْرٌ قَالَ هٰؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিভিন্ন উম্মতকে আমার সামনে উত্থাপন করা হ'ল। নবীগণ এক এক করে অতিক্রম করতে লাগলেন। দেখা গেল, কোন নবীর সাথে রয়েছে একটি দল, কোন নবীর সাথে রয়েছে দশ জন, কোন নবীর সাথে রয়েছে পাঁচ জন, আর কোন নবী অতিক্রম করছেন একাকী। তারপর আমি তাকিয়ে হঠাৎ দেখলাম অনেক দল। আমি বললাম, 'জিবরীল! এরা কি আমার উম্মত? তিনি বললেন, না। আপনি বরং দিগন্তের দিকে তাকান। আমি তাকিয়ে দেখলাম অনেক দল। তিনি বললেন, এরা সব আপনার উম্মত। এদের সামনে রয়েছে ৭০ হাযার লোক। তাদের না হবে হিসাব, না হবে আযাব' *(বুখারী হা/৬৫৪১)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عُرِضَتْ عَلَىَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ-

'বিভিন্ন উম্মতকে আমার সামনে পেশ করা হ'ল। দেখা গেল, একজন নবী অতিক্রম করছেন তাঁর সাথে রয়েছে একজন লোক। আরেক নবীর সাথে রয়েছে দু'জন, আরেক জনের সাথে রয়েছে অনধিক দশ জনের একটি দল। কোন নবী এমনও রয়েছেন সাথে একজনও নেই' *(বুখারী হা/৫৭৫২)*।

মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের বাচনিক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে-

عُرِضَتْ عَلَىَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِيْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ-

'বিভিন্ন উম্মতকে আমার সামনে পেশ করা হ'ল। আমি দেখলাম, একজন নবীর সাথে রয়েছে (অনধিক দশজনের) ক্ষুদ্র একটি দল। আরেক নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে রয়েছে একজন বা দু'জন লোক। আরেক নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে একজনও নেই। ইতিমধ্যে আমার সামনে তুলে ধরা হ'ল একটি বিরাট দল' *(মুসলিম)*।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অত্র হাদীছগুলির সম্পর্ক নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে একটি বা বেশী মানুষের দল কিংবা বৃহৎ দল দেখতে পান। তারপর আরেকটি বেশী মানুষের দল দেখতে পান, যারা দিগন্ত জুড়ে ছিল। প্রথম দল ছিল মূসা (আঃ)-এর উম্মত এবং দ্বিতীয় দল হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত। এই দৃশ্য মহানবী (ছাঃ)-এর প্রকাশ্য বিজয়ের এক প্রতিচ্ছবি। কেননা দ্বীনের প্রসার ও লোকদের উত্তরোত্তর ঈমান আনয়নের ফলেই এমন একটা পর্যায় ও সংখ্যায় তারা উপনীত হয়েছিল। এটাই সেই প্রথম শ্রেণীর বিজয়, যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এমনিভাবে ঐ নবীও বিজয়ী, যাঁর সাথে একটি দল রয়েছে।

হাদীছে এসেছে, কোন নবী দশজন অনুসারী সহ অতিক্রম করেছেন, কোন নবীর সাথে ছিল পাঁচ জন, কারও সাথে ছিল মাত্র একজন, কেউবা ছিলেন একা। কিন্তু আমরা নবী-রাসূলগণের কারও বিজয়ে সন্দেহ করি না। আল্লাহ তো আমাদের সে রকমই বলেছেন,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ-

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণ ও মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবন ও ক্বিয়ামত দিবসে সাহায্য করব' *(মুমিন ৫১)*।

লক্ষ্য করুন, আমরা কোন নবীকে পাচ্ছি যে তিনি ক্বিয়ামত দিবসে দশজন অনুসারী নিয়ে হাযির হবেন। দ্বিতীয় জন হাযির হবেন পাঁচজনকে নিয়ে, তৃতীয় জন দু'জনকে নিয়ে, চতুর্থ জন একজনকে নিয়ে এবং পঞ্চম জন একাই।

আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই নবীগণের দশ-পাঁচ বা দু-একজন অনুসারীর অনেকেই নবীগণের জীবনাবসানের পর ঈমান এনেছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ

* *কামিল (হাদীছ); সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

(ছাঃ) তাঁর যে সকল উম্মতকে দেখেছিলেন তারা কেবলই তাঁর জীবদ্দশায় ঈমান আনয়নকারী নন; বরং তারা অনেকে তাঁর জীবদ্দশায় ঈমান এনেছিলেন এবং অনেকে তাঁর জীবনাবসানের পর ঈমান এনেছিলেন। যদিও তিনি অন্য নবীগণের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন, ছিলেন শেষ ও মোহরাঙ্কিত নবী।

এতে করে আমরা বুঝি, বিজয় শুধুই অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য ও হুড়হুড় করে জনগণের ঈমান গ্রহণের মাঝে সীমিত নয়। এটা বিজয়ের নানা শ্রেণীর একটি। বিশেষ করে অনুসারীরা যখন সঠিক কর্মনীতির উপর বহাল থাকবে। ফলে সংখ্যার কম-বেশীতে কিছু আসবে-যাবে না। আর প্রত্যেক নবীরই আখেরাতের আগে দুনিয়াতেই আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য প্রাপ্তি সম্পর্কে আমরা কোন সন্দেহ করতে পারি না। তাঁরা যে স্বল্প সংখ্যক অনুসারী বানাতে পারলেন কিংবা মোটেও পারলেন না তবে কি তাঁরা আল্লাহ্র সাহায্য পাননি? অবশ্যই পেয়েছেন, কিন্তু অনুসারীদের সংখ্যা হিসাব করলে তা বোঝা যায় না।

অতএব ফলকথা এই দাঁড়াচ্ছে যে, এখানে সাহায্য ও বিজয়ের আরও অনেক শ্রেণী রয়েছে, যার এক বা একাধিক শ্রেণী ঐ নবীগণ পেয়েছেন। কিন্তু অনেকের মগযে এমনকি কোন কোন প্রচারকের নিকটও তা ধরা পড়ে না।

এই সত্য ও বাস্তবতাকে উপলব্ধিতে আনা ও উহার আঙ্গিকে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া, বিজয় ও সাহায্যের অন্যতম শ্রেণী। বরং বিজয় নিশ্চিত করার প্রথম পদক্ষেপ।

২নং হাদীছঃ

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَوتَدْعُوْلَنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ مَا يَبْعَدُهُ ذلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّهِ لَيُتِمَّنَّ اللّهُ تَعَالَى هذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضَرَمَوْتَ فَلاَ يَخَافُ إِلاَّ اللّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ-

'খাব্বাব বিন আরাত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বার চত্বরে চাদরকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে ছিলেন। ইত্যবসরে আমরা তাঁর নিকট অভিযোগ করে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দো'আ করবেন না? তিনি এ কথা শুনে বললেন, 'তোমাদের পূর্ব যুগে কোন ঈমানদার লোককে ধরে আনা হ'ত, তার জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে তাকে রাখা হ'ত। তারপর করাত আনা হ'ত এবং তার মাথার উপর রেখে তাকে চিরে দু'ভাগ করে ফেলা হ'ত। আবার কোন সময় লোহার চিরুনী দিয়ে তার গোশত হাড্ডি আলাদা করে ফেলা হ'ত। এতসব কিছু সত্ত্বেও তাকে তার দ্বীন থেকে বিচ্যুত করা যেত না। আল্লাহ্র শপথ, অবশ্যই আল্লাহ এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন আরোহী (ইয়ামনের রাজধানী) ছান'আ হ'তে হাযারামাউত (ইয়ামনের অন্য একটি শহর) পর্যন্ত দীর্ঘ পথ সফর করবে। এই সুদূর পথে সে আল্লাহ ও তার ছাগপালের উপর নেকড়ের ভয় ব্যতীত আর কোন ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়া করছ' *(বুখারী হা/৩৬১২)*।

উক্ত হাদীছের পর্যালোচনা থেকে আমরা নীচের বিষয়গুলি জানতে পারিঃ

(১) খাব্বাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আল্লাহ্র সাহায্যের নিমিত্ত দো'আ চাইতে এসেছিলেন। তাঁর কথায় বোঝা যায় কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণকে যে নানারূপ কষ্ট দিত, তার প্রতিকার বিধানের জন্য দো'আ করতে বলেছিলেন। এরূপ প্রতিকার ও প্রতিবিধান প্রকাশ্য বিজয়ের অংশ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে মোড় ঘুরিয়ে আরেক বিজয়ের বার্তা প্রদান করেছেন। তা হ'ল যাবতীয় কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেও আল্লাহ্র দ্বীনের উপর অবিচল থাকা। আর তাতে দ্বীন ও আক্বীদা রক্ষায় যদি একজন মুসলমানের জীবন কুরবানী হয়ে যায়, তবুও কোন পরওয়া নেই। এতে বাহ্যিকভাবে পরাজয় মনে হ'লেও মূলে বিজয় অর্জিত হবে। সে শহীদী মৃত্যুবরণ করবে এবং জান্নাত লাভ করবে।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরে তাঁকে প্রকাশ্য বিজয়ের কথাও বলেছেন। সেটা যে হবে তাও নিশ্চিত। কিন্তু এও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, দ্বীনের উপর অবিচলতা ও ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ব্যতীত তা লাভ করা যাবে না।

(৩) আমরা লক্ষ্য করলে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা উল্লেখ করেছেন এবং যে জন্য কসম খেয়েছেন তা হ'ল দ্বীন ইসলামের পূর্ণতা লাভ। ইসলাম যে তাঁরই হাতে পূর্ণতা লাভ করবে সে কথাই তিনি কসম করে উল্লেখ করেছেন। এই পূর্ণতা লাভ এক প্রকার বিজয়। তবে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারকের জীবদ্দশায় নাও ঘটতে পারে। ছান'আ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত একজন আরোহীর নির্বিঘ্নে ভ্রমণ নিশ্চিত হয়েছিল; কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর। সুতরাং একজন প্রচারকের এ'সম্পর্কে সজাগ থাকা কর্তব্য। তার খেয়াল রাখা দরকার যে, দ্বীনের বিজয় তার একার জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

(৪) 'কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ' রাসূলের এই উক্তিটি খুবই বাস্তব। দ্বীন বিজয়ের উদগ্র বাসনায় অনেক প্রচারক এমন কিছু করে বসে, যা উহার বিজয়কে পিছিয়ে দেয়। তাড়াহুড়া এমনই একটি কাজ। এই প্রচারকরা তাদের কাজের ফলাফল দুনিয়ার জীবনেই শুধু নয়; বরং কাজে নামার প্রথমেই দেখতে চায়। অথচ এটা কোন নবী-রাসূলের জীবনেও ঘটেনি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ্র সাহায্য, প্রচারকের ধৈর্য, চিত্তের দৃঢ়তা ও বৈরী অবস্থাকে মানসিকভাবে মেনে নেওয়া এবং সেই সঙ্গে তাড়াহুড়া না করার সাথে যুক্ত। তিনি আমাদেরকে এও শিখিয়েছেন যে, আমাদের মন-মগযে বিজয় বলতে যা অতি দ্রুত ভেসে ওঠে, বিজয় আসলে তার থেকেও ব্যাপকতর। উহা শুধু প্রকাশ্য বিজয়ের তথা শত্রুকে পদানত করার মাঝে সীমাবদ্ধ নয় এবং প্রকাশ্য বিজয় প্রচারকের জীবদ্দশায় নিশ্চিত হওয়াও যরূরী নয়।

৩নং হাদীছঃ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَنْ عَادَى لِىْ وَلِيًا فَقَدْ أٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাচনিক হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যে ব্যক্তি আমার কারণে আমার কোন ওয়ালী বা বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা রাখবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে রাখছি' *(বুখারী হা/৬৫০২)*।

অত্র হাদীছ হ'তে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, মুমিন যখন দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তার সাথে আছেন আর এ বিশ্বাস তার জন্য অপরিহার্যও বটে, তখন সে আল্লাহ্র বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বন্ধু আল্লাহ তো অবশ্যই তার সাথে থাকবেন। আল্লাহ যখন তার সাথে থেকে তার কষ্টদাতা ও শত্রুতাকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন, তখন আল্লাহ যে তাকে সাহায্য করবেন সে বিশ্বাসও তাকে সন্দেহাতীতভাবে রাখতে হবে। কেননা এ সংঘর্ষ তো কেবল প্রচারক ও তার শত্রুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। বরং আল্লাহ পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এরূপ সংঘর্ষে কে বিজয়ী হবে আর কে পরাজিত হবে তা নির্ণয় করতে কোন যুক্তি-বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন পড়ে না। বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে একই রকম। কেননা বিজয়ের ধরণ, স্থান ও কাল আল্লাহই নির্ধারণ করেন। যদিও অনেক ধরনের বিজয় আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি, সীমাবদ্ধ কামনা ও মানবীয় চিন্তা-গবেষণায় ধরা পড়ে না।

অবশ্য আমাদের নিশ্চিত জেনে রাখতে হবে যে, এই সংঘর্ষ প্রথম থেকেই ছিন্নমূল, শুরুর আগেই এর ফলাফল পরিজ্ঞাত। এই বিশ্বাস সহ আমরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যাব। আমরা তাড়াহুড়াও করব না, হতাশও হব না এবং এমন কোন পদক্ষেপও নেব না, যাতে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত নিশ্চিত সাহায্য থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়।

৪ নং হাদীছঃ

ইয়াসির (রাঃ) তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া ও পুত্র আম্মার (রাঃ) প্রথম যুগের মুসলমান ছিলেন। যেহেতু ইয়াসির (রাঃ) মক্কার আদি বাসিন্দা ছিলেন না তাই মক্কার নির্দয় নিষ্ঠুর মুশরিকরা তাঁদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। এহেন অত্যাচারের ফলেই সুমাইয়া (রাঃ) সর্বপ্রথম শহীদ হয়ে যান। কিন্তু তাদেরকে অত্যাচার মুক্ত করার ক্ষমতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছিল না। মুশরিকরা তাঁদের যে স্থানে নির্যাতন করত সেই পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মাঝে মাঝে যেতেন। তিনি তাঁদের ধৈর্যধারণে মানসিক সাহায্য যোগাতেন। উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّبِهِمْ وَهُمْ يُعَذَّبُوْنَ يَقُوْلُ صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ-

ওছমান বিন আফফান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাঁদের উপর শাস্তি প্রদানকালে অতিক্রম করতেন তখন বলতেন, 'ইয়াসির পরিবার! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। কেননা তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হ'ল জান্নাত' *(মুস্তাদরাক হাকেম ৩/৩৮৮-৮৯; শায়খ আলবানী ছহীহ বলেছেন- দ্রঃ ফিকহুস সিরাহ, ১০৭ পৃঃ)*।

ধৈর্য-সহিষ্ণুতা বড় রকমের বিজয়। ধৈর্যের মাধ্যমে মানুষ তার কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে; পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। মহৎ মানুষদের চিহ্নই ধৈর্য। আল্লাহ বলেন, نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ 'সে কত না ভাল বান্দা! সে ভীষণভাবে আল্লাহভিমুখী'।

ধৈর্যশীল মানুষ ধৈর্যের মাধ্যমে প্রথমতঃ নিজের উপর দ্বিতীয়তঃ শত্রুর উপর জয়ী হয়, তৃতীয়তঃ সে তার বিশ্বাসের উৎসকে সাহায্য করে। আমরা যখন ইসলামের প্রথম দিকের বিজয়ের কথা আলোচনা করি তখন ইয়াসির (রাঃ) পরিবারের ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মারের কথা স্মরণে উদিত হয়। এই পরিবারটি দ্বীনের জন্য তাঁদের ধৈর্য, সংগ্রাম ও জীবন কুরবানীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন হেতু সেই সব লোকের কাতারে শামিল হয়েছিলেন, যাঁরা দ্বীন ইসলামের গৌরব ও বিজয়ের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন। তাঁরা প্রথমতঃ নিজেরা জয়ী হয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মুশরিকদের উপর জয়ী হয়েছিলেন, তৃতীয়তঃ ইসলামকে সাহায্য করেছিলেন। এরপর তাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ মিলেছে। আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

'যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হ'ল এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হ'ল, সেই তো সফল হ'ল' *(আলে ইমরান ১৮৫)*।

সূরা আছর ঃ বিজয়ের মর্মবাণী

সূরা আছর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সূরা। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন,

لَوْتَدَبَّرَ النَّاسُ هٰذِهِ السُّوْرَةَ لَوَسَعَتْهُمْ-

'মানুষ যদি এই সূরা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করত, তাহ'লে আল্লাহ্র পথে চলার ক্ষেত্রে তাদের জন্য এ সূরাই যথেষ্ট হ'ত। *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪/৫৪৭ পৃঃ)*।

উক্ত সূরায় খুব স্পষ্টভাবে বিজয়ের কর্মনীতি অঙ্কন করা হয়েছে। বিজয়ের পথ ও পদ্ধতি যে একটাই, সে কথার ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে সব রকম ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কসম খেয়ে বলেছেন, মানুষ মাত্রই ক্ষতির মধ্যে। সবাই ধ্বংসের মধ্যে। তারপর তিনি এক শ্রেণীর লোককে ক্ষতিগ্রস্ত মানবমণ্ডলী থেকে ব্যতিক্রম হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এই ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিরাই কেবল সফল, লাভবান ও বিজয়ী। অন্যরা নয়।

এই ব্যতিক্রধর্মীদের মাঝে বিজয় ও সাফল্যের একত্রে চারটি গুণ বা শর্তের সমাবেশের কথা বলা হয়েছে। যথাঃ

(ক) ঈমানঃ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -'যারা ঈমান এনেছে'।

(খ) সৎকর্মশীলতাঃ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ 'যারা সৎকর্ম করে'।

(গ) হক পথে থাকার জন্য পরস্পরে উপদেশ দানঃ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ 'যারা একে অপরকে হক পথে চলার উপদেশ দেয়'।

(ঘ) হক পথে চলতে ধৈর্যধারণের জন্য পারস্পরিক উপদেশ দানঃ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 'এবং যারা একে অপরকে ধৈর্য-সহিষ্ণুতার উপদেশ দেয়'।

এগুলিই হ'ল বিজয় লাভের শর্ত। যে বা যারা এই শর্তগুলি পূরণ করবে সে বা তারাই ক্ষতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং মুক্তি পাবে। অর্থাৎ সে বা তারা বিজয়ী ও সফল হবে।

লক্ষ্যণীয় হ'ল, আল্লাহ তা'আলা বিজয়ের শর্তাবলীতে প্রচারের ফলাফল হাতে নাতে পাওয়ার কোন শর্ত আরোপ করেননি। এ শর্তও করেননি যে, প্রচারের ফলে সব লোকের হেদায়াত পেতে হবে বা প্রচারকদের আহ্বানে সবাইকে সাড়া দিতে হবে। মুসলমান যখন অত্র সূরায় উল্লেখিত চারটি শর্ত পূরণ করবে, তখনই তাদের ক্ষতির হাত থেকে মুক্তি ও বিজয় লাভের ফায়ছালা আল্লাহ শুনিয়েছেন। অন্যরা মুসলমানের দাওয়াতে সাড়া দেবে কিংবা তার লক্ষ্য অর্জিত হবে নইলে সে যে ক্ষতি থেকে মুক্তি পাবে না, এমন কথা এখানে নেই। এসব কাজ প্রচারকের দায়িত্বে বর্তায় না। সাহায্য ও বিজয় লাভে এটি কোন আবশ্যকীয় দিকও নয়। এটি আল্লাহ্রই অনুগ্রহ ও অনুকম্পা *(বাক্বারাহ ১০৫)*। বরং এই সূরায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। বিজয়ের সাথে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

(১) একে অপরকে হক পথে চলার উপদেশ দানঃ মানুষ অনেক সময় হক পথে চলতে দুর্বলতা বোধ করে। কখনও তার পদস্খলন ঘটে; কখনও সে হক পথ থেকে একেবারে বিচ্যুত হয়ে যায়। এ জন্যই হক পথে চলতে তার জন্য এমন সহযোগী দরকার যে তাকে সঠিক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ দেবে, তার দেখভাল করবে এবং বিচ্যুতি হ'তে রক্ষা করবে।

অধিকাংশই মনে করে তারা হক পথে রয়েছে, অথচ কখন যে তারা হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভুল পথের অনুগামী হয়েছে তা তারা মোটেও বুঝতে পারে না। তারপরও তারা বলে, আমরা কেন বিজয়ী হ'তে পারলাম না? আমাদের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য পিছিয়ে যাওয়ার রহস্য কি? ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ 'আপনি বলুন, তাতো তোমাদের নিজেদেরই কারণে' *(আলে ইমরান ১৬৫)*।

সুতরাং হক পথে চলতে পারস্পরিক উপদেশ দান করা বিজয় ও সাহায্য নিশ্চিত করার অন্যতম উপায়, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। এরূপ উপদেশ দান সমাজে চালু থাকলে মানুষ 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম' বা ইসলামের অভ্রান্ত সরল পথে অবিচল থাকতে সক্ষম হয়। বিচ্যুতির ভয় থাকে না।

(২) হক পথে চলতে পারস্পরিক ধৈর্য-সহিষ্ণুতার উপদেশ দানঃ কোন জিনিসের সময় না হ'তেই উহার ত্বরিত ফল প্রত্যাশীদের জন্য বিজয় লাভ কখনই সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় আল্লাহ্র রহমত থেকে হতাশ ব্যক্তির পক্ষে বিজয় লাভ। ধৈর্য-সহিষ্ণুতার পারস্পরিক উপদেশে তাড়াহুড়া করার প্রবণতা দূর হয় এবং মুমিন হতাশা ও নৈরাশ্যের চোরাবালি থেকে মুক্তি পায়। এজন্যই কোন মুমিন বান্দা যখন হক পথ অবলম্বন করে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিহার করে দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে থাকে; লক্ষ্য অর্জনে তাড়াহুড়া করে না এবং তা বিলম্বিত হ'তে দেখে হতাশ হয় না বরং ধৈর্য ধরে, তখন বিজয় অবশ্যই তার পদচুম্বন করে। বরং এই হক পথ ও ধৈর্যকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারাই বিজয়। কেননা বিজয় অর্জন করতে হ'লে উক্ত দু'টি ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়।

[চলবে]

ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান!

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

(৩য় কিস্তি)

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রক্ষমতা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি

রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের মোহজালে আবদ্ধ হয়ে চরমপন্থীরা যে কুরআন-সুন্নাহ্‌রও মূল রূপ বিকৃত করে এবং নিজেদের মন মত যথেচ্ছ ব্যবহার করে সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা পেশ করেছি। এক্ষণে মুসলিম প্রধান দেশের শাসকগোষ্ঠী, জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে চরমপন্থীদের বিভ্রান্তিকর ও ধ্বংসাত্মক দর্শন নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

(ক) গোনাহগার শাসক ও শাসিতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব এবং তাদের জান-মাল হালাল।

কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি ঈমানশূন্য কাফের, হত্যাযোগ্য অপরাধী এবং তওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী, এই আক্বীদার ভিত্তিতে সামান্য অপরাধের কারণে তারা শাসককে কাফের সাব্যস্ত করে এবং তাকে হত্যা করাই একমাত্র সমাধান মনে করে।[৫৭] এমনকি প্রজা সাধারণ যদি কোন অপরাধ করে আর তারা যদি সেই অপরাধের প্রতিরোধ না করে তবুও শাসক চূড়ান্ত অপরাধী হিসাবে কাফের।[৫৮] সামান্য অপরাধের জন্য তারা যেকোন সাধারণ ব্যক্তিকেও কাফের, মুরতাদ সাব্যস্ত করে। তাদের রক্ত, জান-মালকে হালাল মনে করে নৃশংসভাবে হত্যা করে, ধন-সম্পদ দখল করে।

তারা বিশেষতঃ বিদ্রোহ করে শাসকদের বিরুদ্ধে। আর যারা তাদের আক্বীদা সম্পন্ন বা দলভুক্ত নয় এবং যারা তাদের এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে, সংশোধন হওয়ার পথ বাতলিয়ে দেয় তাদের বিরুদ্ধে। মূলতঃ নিজেদের যেকোন স্বার্থের কেউ এতটুকু বিরোধিতা করলেই তারা তার বিরুদ্ধে কাফের, মুরতাদের মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জারী করে এবং নিঃসঙ্কোচে হত্যা করার মত চরম পন্থা বেছে নেয়।[৫৯] শুধু তাই নয় তাদেরকে সরাসরি মুশরিক ও জাহান্নামী পর্যন্ত মনে করে।[৬০] ঐ ব্যক্তি যত বড় হক্বপন্থীই হোন না কেন, যত বড় মুহাদ্দিছ, আলেম, ইসলামের কর্ণধার হোননা কেন, সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। মনে হয় যেন তাঁরাই সবচেয়ে বড় অপরাধী, পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইসলামের গৌরবান্বিত খলীফা ওছমান ও আলী (রাঃ) এবং ইবনু খাব্বাব সহ অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরামের নির্মম হত্যাকাণ্ড। তাদের অহমিকাবোধ এতো উচ্চমার্গীয় যে, তারা নিজেদের দলীয় যেকোন তুচ্ছ স্বার্থেও অন্য মুসলমানকে নির্দ্বিধায় হত্যা করতে পারে। যদি নিজেদের কেউ নিহত হয় তাহ'লে শহীদ বলে আখ্যায়িত করে। শাহাদাত যেন তাদের নিকটে বড় সস্তা ও সহজলভ্য বিষয়।

এছাড়া তাদের দৃষ্টিতে যে সমস্ত মুসলমান চারিত্রিক স্খলনের দোষে দুষ্ট এবং যারা সূদ-ঘুষ, গান-বাজনার মত বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িত, তারা কাফের ও হত্যাযোগ্য অপরাধী। অনুরূপভাবে যারা বিধর্মীয় কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত, যারা গণতন্ত্রসহ অন্যান্য মানব রচিত মতবাদে বিশ্বাসী, এমনকি শরী'আত বিরোধী দেশের সংবিধানের অধীনে যারা এমপি, মন্ত্রী, দায়িত্বশীল হিসাবে শপথ গ্রহণ করে তারাও সরাসরি কাফের বা মুশরিক। তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব, তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া বৈধ। যদিও সেই শাসকগোষ্ঠী এবং জনগণ ছালাত, ছিয়াম সহ অন্যান্য ইসলামী বিধি-বিধানও পালন করে থাকে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব সমূহ, পরকাল ও তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

চরমপন্থী খারেজীদের উক্ত আক্বীদার সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছদের আক্বীদার কোনরূপ সম্পর্ক নেই, বরং সম্পূর্ণই বিপরীত। এমনকি শাখা-প্রশাখার দিক থেকেও কোন মিল নেই। আহলেহাদীছদের মতে কেউ কোন কুফরী কাজ করলেই তৎক্ষণাৎ কাফের হয়ে যায় না। সে ফাসেক, যালেম কিংবা পাপী। ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُوْلُ إِنَّ كُلَّ مَنْ كَفَرَ فَهُوَ فَاسِقٌ ظَالِمٌ عَاصِيٌ وَلَيْسَ كُلُّ فَاسِقٍ ظَالِمٍ عَاصٍ كَافِراً بَلْ قَدْ يَكُوْنُ مُؤْمِنًا بِاللّهِ التَّوْفِيْقَ.

'আমরা বলি প্রত্যেকেই যারা কুফরী করে তারা ফাসেক, যালেম, পাপী। আর প্রত্যেক ফাসেক, যালেম, পাপী কাফের নয়, বরং আল্লাহ্‌র মর্জি অনুযায়ী কিছুটা হ'লেও

---

৫৭. (وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة و تخليده فى النار... وقالوا من كذب كذبة صغيرة أوعمل ذنبا صغيرًا فأصر على ذلك فهو كافر وكذالك أيضا فى الكبائر) *আল-মিলাল ওয়ান নিহান, ১/১১৪ পৃঃ; আল-ফিছাল ফিল মিলাল, ৩/১২৫ পৃঃ 'খারেজীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের বর্ণনা' অধ্যায়।*

৫৮. وإذا صدر منه أقل ذنب فإما أن يعتدل ، يلعن توبته وإلا فالسيف جزاؤه العاجل... فقد اعتبر هؤلاء كفر الإمام سببا فى كفر رعيته فإذا تركه رعيته دون إنكار فإنهم يكفرون أيضا *-ফিরাকুন মু'আছিরাহ ১/২৭৫ ও ২৮৯; আল-ফারকু বায়নান ফিরাক্ব, পৃঃ ৮৮; আল-মিলাল ১/১২৬।*

৫৯. إنهم يرون أن المخالفين لهم كفار... وحرموا دماءهم فى السر واستحلوها فى العلانية *-আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব, পৃঃ ৮২-৮৩; ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২৫৯ পৃঃ।*

৬০. بل يرون أنهم مشركون مخلدون فى النار *-মুহাম্মাদ আহমাদ আবু যাহরাহ, আল-মাযাহিবুল ইসলামিয়াহ (মিসরঃ ইদারাতুছ ছাক্বাফিয়াহ আল-আম্মাহ, তাবি), পৃঃ ১২০।*

মুমিন থাকে'।[৬১] তাদের মতে কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তি ফাসেক বা অপূর্ণাঙ্গ মুমিন। পাপের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকায় ঈমান শূন্য হ'লেও সে ইসলাম থেকে খারিজ নয় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামীও নয়। জাহান্নামে পাপের শাস্তি ভোগের পর কালেমার বরকতে একসময় সে জান্নাতে যাবে। ইবনু হাযম আন্দালুসী *(৩৮৪-৪৫৬ হিঃ)* বলেন,

ذَهَبَ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَالْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَاسِقٌ نَاقِصُ الْإِيْمَانِ-

'আহলেহাদীছ ও ফক্বীহগণের নিকটে ঐ ব্যক্তি ফাসেক মুমিন ও অপূর্ণাঙ্গ ঈমানদার'।[৬২]

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ) বলেন, এ ব্যাপারে মধ্যমপন্থী বক্তব্য হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য। তাই তাঁদের ন্যায় আমরাও বলি,

هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيْمَانِ أَوْمُؤْمِنٌ عَاصٍ أَوْمُؤْمِنٌ بِإِيْمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيْرَتِهِ.

'ঐ ব্যক্তিও মুমিন তবে অপূর্ণাঙ্গ মুমিন অথবা পাপী মুমিন কিংবা তার ঈমানের বলয়ে সে মুমিন আর কাবীরা গোনাহের কারণে সে ফাসেক'।[৬৩]

আল্লামা ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) বলেন, فهو مؤمن ناقص الإيمان أومؤمن بالإيمان فاسق بالكبيرة ... فلا يشهد على أحد من أهل القبلة أنه فى النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها ولانخرجه عن الإسلام بعمل.

'ঐ ব্যক্তিও মুমিন তবে অপূর্ণাঙ্গ মুমিন অথবা ঈমানের কারণে সে মুমিন এবং কাবীরা গোনাহের কারণে ফাসেক।... সুতরাং আহলে ক্বিবলার কারো উপর কোন পাপের কারণে জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দেয়া যাবে না, এমনকি সে কাবীরা গোনাহ করলেও। আমরা তাকে কোন অপকর্মের জন্য ইসলাম থেকেও বের করে দেই না'।[৬৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, لَايُكَفِّرُ أَهْلُ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِيْ وَالْكَبَائِرِ 'কাবীরা গোনাহ বা অন্যান্য পাপ সমূহের কারণে আহলে ক্বিবলার কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যায় না'।[৬৫]

ইমাম ত্বাহাবী (২৩৯-৩২১ হিঃ) বলেন,

ولانكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله ولانقول لايضرمع الإيمان ذنب لمن عمله.

'আমরা এমন কোন অপরাধের কারণে আহলে ক্বিবলার কাউকে কাফের আখ্যায়িত করি না, যে অপরাধ তার (জান-মাল) হালাল করে না। আবার এটাও বলি না যে, সে যে অপরাধ করে তা তার ঈমানের ক্ষতি করে না'।[৬৬]

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন,

اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُ يَشْفَعُ فِيْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَأَنَّهُ لَايَخْلُدُ فِيْ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ أَحَدٌ.

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ঐক্যমত পোষণ করেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করবেন। আর আল্লাহকে এক বলে স্বীকারকারী তাওহীদের অনুসারীদের কেউই জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না'।[৬৭]

তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের উপমা পেশ করতে গিয়ে সালাফী বিদ্বানগণের কথা তুলে ধরেন,

يقول علماء السلف فى المقدمات الاعتقادية لانكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولانخرجه من الإسلام بعمل وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيهم حكم من كفر.. بل جلد هذا.

'সালাফী মনীষীগণ আক্বীদার ক্ষেত্রে ভূমিকাতেই বলে থাকেন যে, আমরা কোন অপরাধের কারণে আহলে ক্বিবলার কাউকে কাফের আখ্যায়িত করি না এবং কোন অপকর্মের জন্যও ইসলাম থেকে কাউকে খারিজ করে দেই না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে অনেক মানুষের দ্বারা ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপানের মত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের ব্যাপারে কাফের হওয়ার বিধান পেশ করেননি। ..বরং তিনি এক্ষেত্রে শাস্তির বিধান করেছেন।[৬৮]

আহলেহাদীছগণ উক্ত আক্বীদার কারণে যেকোন প্রকার অপরাধের বিরুদ্ধে শারঈ বিধানের আলোকেই চূড়ান্ত ফায়ছালা পেশ করে থাকেন। নিজস্ব প্রবৃত্তির আলোকে কোন সিদ্ধান্ত পেশ করেন না। যারা অন্যায়ভাবে মানুষ

৬১. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আল-ফিছাল, ২/২৫৫।*
৬২. *আল-ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, ২/২৫০ পৃঃ।*
৬৩. *শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৭/৬৭৩ পৃঃ।*
৬৪. *ঐ, কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ৮৫।*
৬৫. *কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ৮৪।*
৬৬. *শরহে আল-আক্বীদাতুত ত্বাহাবীয়াহ, পৃঃ ৩৫৫।*
৬৭. *মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ১/১০৮ পৃঃ।*
৬৮. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ৭/৬৭০-৬৭৬ পৃঃ।*

হত্যা করে তাদের বিরুদ্ধে হত্যার বদলে হত্যা, খুনের বদলে খুন আল্লাহ্র এই বিধানের আলোকে তাদের রক্ত হালাল মনে করেন। অনুরূপভাবে যতক্ষণ কেউ আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে ইসলামী শরী'আতকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে কাফের না হবে এবং ইসলাম ধর্ম বর্জন করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে মুরতাদ না হবে, ততক্ষণ তাঁরা কারো জান-মাল হালাল মনে করেন না। তবে এ সমস্ত বিধান বাস্তবায়ন করবে দেশের সরকার। কারো পক্ষে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার অধিকার ইসলামে নেই।

ইসলাম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না রেখে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন কলাকৌশলে হত্যা করা পরিষ্কার হারাম। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্ত খুবই চূড়ান্ত পর্যায়ের। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا-

'যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তার উপর অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন' *(নিসা ৯৩)*। অন্যত্র এর ফলাফল সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا.

'যে কেউ সীমালংঘন এবং যুলম করবে তাকে আমি জাহান্নামে দগ্ধ করব' *(নিসা ৩০)*। তিনি অন্য আয়াতে বলেন,

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا- يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا.

'যে ইহা করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানজনক অবস্থায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' *(ফুরক্বান ৬৮-৬৯)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلاَتَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.

'আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা কর না' *(বণী ইসরাঈল ৩৩, আন'আম ১৫১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

'যে আমাদের উপর অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৬৯] তিনি বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. 'মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরী'।[৭০]

অন্যত্র তিনি বলেন,

لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ وَالْمُفَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

'এমন কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়, যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। তবে তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া। (এক) যার জানের বদলে জান ওয়াজিব হয়ে গেছে (দুই) বিবাহিত ব্যভিচারী (তিন) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে যে ব্যক্তি মুসলিম জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যায়'।[৭১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلاَعَدْلاً.

'যে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে অতঃপর তাতে উল্লাস করে, আল্লাহ তা'আলা তার কোন ফরয এবং নফল ইবাদত কিছুই কবুল করবেন না'।[৭২]

অন্যত্র তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বলেন,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ اجْتَمَعُوْا عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ لَكَبَّهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا عَلَى وُجُوْهِهِمْ فِىْ النَّارِ.

'যদি আসমান-যমীনের সমস্ত অধিবাসী একত্রিত হয়ে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তবুও আল্লাহ তা'আলা সমস্ত অধিবাসীকেই মুখের উপর ভর করিয়ে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৭৩] তিনি বলেন, كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلَ يَمُوْتُ كَافِرًا (مُشْرِكًا) أَوْيَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. 'আশা করা যায়

৬৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৬৮৭৪; মুসলিম হা/১৬১; মিশকাত হা/৩৫২০।*

৭০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/১১৬; মিশকাত হা/৪৮১৪।*

৭১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৬৮৭৮; মুসলিম হা/১৬৭৬; মিশকাত হা/৩৪৪৬।*

৭২. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৭০।*

৭৩. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৬২৯ পৃঃ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৪৬৪।*

প্রত্যেক পাপীকেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তবে যে ব্যক্তি কাফের বা মুশরিক অবস্থায় মারা যাবে অথবা যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তাকে নয়'।[৭৪] অনুরূপ কোন মুসলিম দেশের যিম্মীকেও শরী'আত অনুমোদিত কারণ ছাড়া হত্যা করা মহা অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا. 'যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে (বিনা কারণে) হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। যদিও তার সুগন্ধি চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব পর্যন্ত পাওয়া যাবে'।[৭৫] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِيْ غَيْرِ كُنْهَةٍ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. 'যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন'।[৭৬]

সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর (হাফিযাহুল্লাহ) জিহাদের নামে বর্তমান বিশ্বে কতিপয় তরুণ বিভিন্ন স্থাপনা সহ অন্যান্য বিষয়কে লক্ষ্য বস্তু নির্ধারণ করে বোমা হামলা, ব্রাশ ফায়ার ইত্যাদি তৎপরতার মাধ্যমে যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শিরোনাম দিয়েছেন,

بأى عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادًا؟

অর্থাৎ 'কোন জ্ঞান এবং কোন দ্বীনের আলোকে বিস্ফোরণ ঘটানো এবং ধ্বংস সাধন করা জিহাদ হ'তে পারে?' মাননীয় লেখক এ সমস্ত হত্যাকাণ্ডকে চরমপন্থী জ্ঞানহীন খারেজীদের আক্বীদার সাথে তুলনা করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহ্র বলিষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

তিনি উক্ত গ্রন্থের এক স্থানে বলেন, নিশ্চয়ই শয়তান দ্বীনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যেই ইবাদতকারীদের মধ্যে প্রবেশ করে। এজন্য তার একমাত্র রাস্তা হ'ল, দ্বীন সম্পর্কে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করা। যেমন খারেজী এবং অন্যান্য ফের্কা থেকে স্পষ্ট হয়েছে, যারা নিজেদের রায়ের মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ১৪২৪ হিজরীতে সঊদী আরবের রাজধানী রিয়ায এবং মক্কা-মদীনাতে বোমা বিস্ফোরণ ও অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, তাতে পূর্ণিমার রাতের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে যে, এগুলি শয়তানের দ্বারা পথভ্রষ্ট, সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির পরিণতি মাত্র (هونتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه لإفرا والغلو) তিনি বলেন, এগুলি পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও বিপর্যয় সৃষ্টিরই নামান্তর। যে ব্যক্তি এটাকে জিহাদ মনে করে নিঃসন্দেহে শয়তান তাকে প্ররোচনায় সজ্জিত করে

(أن يزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهاد)

লেখক বলেন, কোন্ জ্ঞান এবং কোন্ দ্বীনের আলোকে জনসাধারণকে, মুসলমান ও যিম্মীদেরকে হত্যা করা, নিরাপদ ব্যক্তিদের আতংকিত করা, মহিলাদের স্বামীহারা করা, শিশু সন্তানদের ইয়াতীম করা, বিশাল বিশাল স্থাপনা ধ্বংস সাধন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড জিহাদ হ'তে পারে?[৭৭]

মাননীয় লেখক পরিশেষে তরুণদের নছীহতের স্বরে সম্বোধন করে বলেন,

واتقوا الله أيها الشباب فى أنفسكم لاتكونوا فريشة للشيطان يجمع لكم بين خزى الدنيا وعذاب الآخرة واتقوا الله فى المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب... أفيقوا من سباتكم وانتبهوا من غفلتكم ولاتكونوا مطية للشيطان للإفساد فى الأرض.

'হে তরুণ সমাজ! তোমরা নিজেদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, শয়তানের আশ্রমে পরিণত হইয়ো না। নইলে তোমাদের জন্য দুনিয়াবী লাঞ্ছনা এবং পরকালীন শাস্তি উভয়ই একত্রিত হবে। তোমরা মুসলমানদের সম্মানীয় জ্ঞানী, মুরব্বীবর্গ এবং তরুণদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।... তোমরা তোমাদের অজ্ঞ নিদ্রা হ'তে জাগ্রত হও, উদাসীনতা হ'তে সতর্ক হও। সাবধান! পৃথিবীতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে তোমরা শয়তানের বাহনে পরিণত হইয়ো না'।[৭৮]

সঊদী আরবের উচ্চতর ওলামা পরিষদের পক্ষ থেকে শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)-এর নেতৃত্বে মোট ২১ জন বিখ্যাত পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটি লিফলেট প্রকাশ করা হয়। এর শিরোনাম হ'ল, خطورة التسرع فى التكفير والقيام بالتفجير বা ত্বরিত কাফের সাব্যস্ত করা ও বোমা বিস্ফোরণের সিদ্ধান্তের ভয়াবহতা। উক্ত লিফলেটের মাধ্যমেও যেকোন অপরাধে যাকে তাকে কাফের আখ্যায়িত করে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করাকে শরী'আত বিরোধী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অতএব কোন মুমিন-মুসলমানকে কাফের আখ্যায়িত করার মত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হ'তে সাবধান! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَايَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوْقِ وَلَايَرْمِيْهِ

৭৪. আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৪৬৮।
৭৫. বুখারী হা/৩১৬৬।
৭৬. আবুদাঊদ হা/২৭৬০; সনদ ছহীহ, নাসাঈ হা/৪৭৪৭।
৭৭. ঐ, পৃঃ ১৫-১৬।
৭৮. ঐ, পৃঃ ৩৬-৩৭।

بِالْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَالِكَ.

'কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ফাসেক এবং কাফের বলে অপবাদ দিবে না। কারণ সেই ব্যক্তি যদি তা না হয় তবে ঐ অপবাদ তার নিজের উপরই প্রত্যাবর্তন করবে'।[৭৯] কালেমা পাঠকারী কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর কঠোরতা অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন- এক জিহাদে জুহায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) আঘাত করার জন্য উদ্যত হ'লে সে কালেমা পাঠ করে। এর পরও উসামা (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে আঘাত করেন এবং হত্যা করেন। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তুলে ধরা হ'লে তিনি অতি বিস্ময়ের সাথে বার বার বলতে থাকেন, তুমি কি সে কালেমা পড়ার পর হত্যা করেছ? উত্তরে উসামা (রাঃ)ও কয়েকবার বলেন, সে নিজের জান বাঁচানোর জন্য কালেমা পড়েছে। অবশেষে তিনি চুপ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَهَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟ 'তুমি কেন তার হৃদয় ফেড়ে দেখলে না?! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতে লাগলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সে যখন কালেমা নিয়ে উপস্থিত হবে তখন তোমার কি করণীয় থাকবে'?[৮০] খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর দ্বারাও অনুরূপ ঘটনা ঘটলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণ ভিক্ষা করেন।[৮১] এমনকি কোন কাফের যদি কোন মুসলমানের দু'খানা হাত কেটে নেয়ার পরও যদি কালেমা পাঠ করে তবুও তাকে হত্যা করা যাবে না বলে রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন।[৮২] অনেকে মৌখিকভাবে স্বীকার করলেও অন্তরে কুফরী করে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন إِنِّىْ لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوْبَ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ 'নিশ্চয়ই আমাকে মানুষের হৃদয় চিরে ফেলা এবং পেটকে ফেড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়নি'।[৮৩] এজন্যই ওহোদ যুদ্ধ থেকে তিনশ' জন ব্যক্তি মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবায়ের নেতৃত্বে ফিরে আসলেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি।

[চলবে]

৭৯. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১৬।*
৮০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৫০; বঙ্গানুবাদ ৭ম খণ্ড, হা/৩৩০৩ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়।*
৮১. *বুখারী হা/৭১৮৯।*
৮২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৪৯; বঙ্গানুবাদ হা/৩৩০২।*
৮৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, হা/৪৩৫১।*

জুলেখা বিভীষণ এবং মীরজাফরদের কবলে বাংলাদেশ

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

জুলেখা একটি ঐতিহাসিক নাম। মিশর রাজ আযীয পত্নীর নাম জুলেখা। ইউসুফ (আঃ) ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। সূরা ইউসুফে এই কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। তাঁর সুন্দরতম চেহারা দেখে পাগল হয়ে যায় জুলেখা। সৃষ্টি হয় কামভাব। পূরণ করতে চায় সে তার খায়েশ। কিন্তু আল্লাহ্র নবী ইউসুফ (আঃ) মনে করলেন এটা সীমালংঘন। মনোভাবের বৈরিতা সত্ত্বেও জুলেখা কুমতলব হাছিল করতে চায়। ইউসুফ (আঃ) বেঁচে যেতে সর্বশেষ দরজা খুলে দৌড় দেন। সামনে পড়েন মিশররাজ। তাৎক্ষণিকভাবে জুলেখা ফন্দি আঁটে ও উত্থাপন করে তার অভিযোগ। নিজের দোষ-ত্রুটির দায়ভার চাপিয়ে দেয় ইউসুফ (আঃ)-এর উপর। ইউসুফ (আঃ) তখন নিরূপায়। অবশেষে কে কুমতলব হাছিল করতে চেয়েছিল তাও প্রমাণিত হ'ল। জামার পিছন দিক থেকে ছেঁড়া দেখে শালিশে দোষ চাপল জুলেখার উপরই। কারণ ইউসুফ (আঃ) যদি অপকর্ম করতে চাইতেন এবং জুলেখা যদি বাঁচতে চাইত, তবে সামনাসামনি ধস্তাধস্তিতে ইউসুফ (আঃ)-এর জামার সামনের দিক ছেঁড়া থাকত। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন আর জুলেখা পিছন দিক থেকে জামা টেনে ধরেছিল বলেই জামার পিছন দিক ছেঁড়া ছিল। তথাপিও রাজরোষের শিকার হন ইউসুফ (আঃ)। জেলখানায় যেতে হয় তাঁকে। দোষ একটাই, রাজপত্নীর অভিযোগ।

ইউসুফ (আঃ) এত সুন্দর ছিলেন, যার রূপে মগ্ন হওয়া জুলেখার জন্য ছিল স্বাভাবিক। শহরবাসী রমণীরা যখন জুলেখাকে নিয়ে সমালোচনা করল, তখন জুলেখা তাদেরকে দাওয়াত করল। তাদেরকে আপ্যায়নে দেওয়া হ'ল আপেল ও আপেল কাটার ছুরি এবং ইউসুফ (আঃ)-কে তাদের সামনে দিয়ে যেতে বলা হ'ল। অতঃপর দেখা গেল রমণীরা প্রত্যেকেই আপেলের পরিবর্তে আংগুল কেটে ফেলেছে। ইউসুফ (আঃ)-এর রূপে জুলেখার পাগল হওয়াকে তারা মেনে নিল। যখন ইউসুফ (আঃ)-কে ফুসলিয়ে কোনভাবেই প্রেম নিবেদনে বাধ্য করা গেল না, তখন জুলেখা জেলের শাস্তি দিল ইউসুফ (আঃ)-কে। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি মুক্তি পান এবং রাজ্যের অর্থ ও খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে সম্মানিত হন।

বাংলাদেশেও সম্প্রতি **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রসঙ্গে এমনটি ঘটে গেল। রাষ্ট্রযন্ত্রের জুলেখারূপী পরামর্শকদের পরামর্শে ডঃ গালিবসহ 'আহলেহাদীছ

* *বুড়িচং, কুমিল্লা।*

আন্দোলনে'র ৪ শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। তখন পরামর্শকরা কি করেছে? ঐ মুহূর্তে কি তাদের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল? নইলে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলতা নিয়ে অন্য ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের যামিনের পথ বন্ধ করে দেয়ার বিবৃতি কেন? আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকায় বিশাল সমাবেশ করে কেন ডঃ গালিবের কুৎসা রটনা? কেন একটা বিবৃতিও তাদের পক্ষ থেকে আসল না? গত ১৬ এপ্রিল ২০০৫, দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত রফিকুল ইসলামের লেখাটি পড়ে আরো নিশ্চিত হয়েছি, এই ষড়যন্ত্র কে করেছে। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে ডঃ গালিবকে কারাগারে নেয়া গেলেও ৫৪ ধারার মামলা খারিজের পর দেশের মানুষের তো বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, ডঃ গালিব নির্দোষ। অন্য মামলাগুলিতে ডঃ গালিবকে বিনা প্রমাণে এভাবে জড়ানো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নামান্তর। পুলিশ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে না। এরকম বিশ্ববরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিদের খুন, ডাকাতির মত মামলায় জড়ানো সরকারের অদূরদর্শিতা ও আত্মমর্যাদাহীনতাকেই ইঙ্গিত করে। সরকারের এই কর্মকাণ্ডে যদি জুলেখাদের ভূমিকা মুখ্য হয়ে থাকে, তবে বিএনপি সরকারই বরং পা দিয়েছে জুলেখাদের পাতা ফাঁদে।

প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন বলতে আমরা কি বুঝি? প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন মানে কি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠনকে বুঝব? এই শর্তে আহলেহাদীছ আন্দোলন বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন হ'তে তারা চায়ও না। অন্যদিকে যাদের বয়স প্রায় দেড় হাযার বছর, তাদেরকে যদি ষাট বা ঊনষাট বছরের অধিকারীরা 'প্রতিষ্ঠিত' পদ সামনে এনে চ্যালেঞ্জ করেন, তবে এটা রীতিমত হাস্যকর। সুতরাং অপরাধ চাপিয়ে দেয়ার কারণে পরবর্তী নির্বাচনে ৩ কোটি আহলেহাদীছদের ভোটে ভরাডুবি হবে বিএনপি সরকারের। আর জুলেখারা থাকবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এবারে আসি বিভীষণের কথায়। দেশপ্রেমিক রাবণের ভাই বিভীষণ যে কি পরিমাণে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা কেবল একটি বাক্যেই সব সমাজে প্রচারিত। 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। দেশের একটি চিহ্নিত মহল বিদেশে এদেশের বদনাম করে বলে পত্রিকাসহ প্রচার মাধ্যমে বার বার দেখি ও শুনি। দেশের মানুষকে অনুদান দিতে দাতাদের নিষেধ করে। সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণে তারা নিশিদিন চেষ্টা করছে। বিদেশের মাটিতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। কখনো সংখ্যালঘুদের ইস্যুতে, আবার কখনো জঙ্গীবাদের ইস্যুতে আদা-জল খেয়ে লেগে পড়া এই বাহিনীর প্রধান অস্ত্রই হ'ল কতিপয় চিহ্নিত সংবাদ মাধ্যম। সংখ্যালঘুদের পক্ষে কাজে লাগাচ্ছে- হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ ও বামপন্থী কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিকে। তারা প্রতিনিয়তই লিখছে এবং বলে বেড়াচ্ছে এদেশের বিরুদ্ধে। এগুলো রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয়। তাদের কারণে একদিন রাবণের ন্যায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কবলে পড়তে হবে খোদ সরকারকেই। সুতরাং সরকারী ব্যবস্থাপনায় রেকর্ড সংগ্রহ করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অতি যরূরী। নইলে দেশের অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। আর ইরাক বা আফগানিস্তানের মত এ দেশেও তারা যদি প্রভু আমেরিকাকে ডেকে আনে, তাহ'লে তো জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার কি হাল হবে উক্ত দেশগুলির চলমান বিভীষিকাই তার প্রমাণ। বিভীষণরা মূলতঃ এ কাজটিই করে।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং তিনদিক থেকে ভারত ঘেরা। দুর্নীতিতে চারবার প্রথম স্থানের অধিকারী। কিছুদিন আগে প্রেস নোটের মাধ্যমে জঙ্গীবাদীদের দেশ হিসাবে আখ্যা পেল। এখন এদেশে প্রবেশ করার উপযুক্ত পরিবেশ তারা ইতিমধ্যে অনেকটা তৈরী করে ফেলেছে। আমরা শংকিত যে, দেশের উপায় তখন কি হবে। সরকারের সামর্থ্য থাকতেই এ বিভীষণদের প্রতিরোধে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। নিশ্চেষ্ট অপেক্ষা আর তামাশা দেখা যে জাতির জন্য বিপদ ডেকে আনবে তা নিশ্চিত।

জঙ্গীবাদের ধুয়া তুলে বিশ্ব দরবারে এদেশকে জঙ্গীবাদী সন্ত্রাসী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করার হীন চেষ্টায় তারা লিপ্ত। অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত কতিপয় যুবককে অর্থের বিনিময়ে হাত করে নিয়ে জিহাদের অপব্যাখ্যার গোলকধাঁধায় ফেলে জিহাদের জন্য পাগলপরা করে এই যুবকদের অস্ত্র তৈরী ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। ডঃ গালিব এসবের চরম বিরোধিতা করে এই নীলনকশার হাত থেকে দেশ ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য বই রচনা করেন। বিভিন্ন স্থানে এগুলির ঘোর বিরোধিতা করে বক্তৃতা-বিবৃতি দেন। পায়ের নীচে মাটি নেই দেখে জঙ্গীরা প্রথমেই টার্গেট করে ডঃ গালিবকে। তারা তাকে ফাঁসানোর কলা কৌশল পরিকল্পিতভাবে সাজায়। ধরা পড়লে অমুকের নাম বলবি বলে সবক দেয়। কথা অনুযায়ী কাজ হয়। একই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়ে অনেক জঙ্গী এবং হঠাৎ করে তাদের নেতা বনে যান ডঃ গালিব। এটা পুলিশের যোগসাজসে হয়েছে কি-না, এ নিয়েও পক্ষে-বিপক্ষে কথা রয়েছে। তবে এটা যে পরিকল্পিত নাটকেরই একটি অংশ দেশ-বিদেশের জ্ঞানী মহল তা পরিচ্ছন্নভাবে বুঝতে পেরেছেন।

ডঃ গালিব যদি তাদের নেতাই হ'তেন, তাহ'লে এই দুই মাসে তারা তাদের নেতার জন্য কি করল? না কোন বিবৃতি, না কোন প্রতিবাদ আর না কোন বোমা হামলা। তারা এতগুলি বোমা হামলা করল আর নেতার জন্য একটা বোমা হামলাও করল না। এরপর কি কোন সুস্থ মানুষকে বুঝানো সম্ভব যে, ডঃ গালিব তাদের নেতা? ডঃ গালিব ও আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বিভীষণদের পাতা ফাঁদে আটকানো হয়েছে। শত্রুর পরবর্তী টার্গেট কে? এটা কি বিচক্ষণ সরকার একটিবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ

করবে না? অন্যদিকে বাংলাভাই ও আবদুর রহমান যদি জঙ্গীদের মূল নেতা হয়, তবে তাদের ধরা যায় না এর মানে কি? সরকার কি তাদের ধরতে পারে না, না ধরে না- এ নিয়েও এখন দেশব্যাপী আলোচনা চলছে। ধরার সদিচ্ছা থাকলে সরকারের র‍্যাব, চিতা, কোবরা, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতার দায়ভার তাহ'লে কে নেবে? ধরতে পারি না বললে কি সরকার বলে কিছু থাকে? 'ধরতে পারি না' কি আসলেই 'ধরব না' পর্যন্ত গিয়ে ঠেকবে? শত্রুর জালে আটকে যাবার আগে তাদেরকে গ্রেফতার করুন। কঠোরভাবে জিজ্ঞেস করুন- তাদের কে সৃষ্টি করেছে? তারা কেন দেশে নৈরাজ্য এবং অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরী করছে? এটাই হবে সরকারের জন্য ও জাতির জন্য বেশী নিরাপদ। সাথে সাথে ডঃ গালিবসহ আহলেহাদীছ আন্দোলনের চার শীর্ষ নেতাকে অযথা গ্রেফতার করে আটকিয়ে রেখে সেই হিংস্র শাসকদের হিংস্রতার পুনরাবৃত্তি এভাবে আর করবেন না। আর এভাবে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করবেন না।

এবারে আসি মীরজাফরের নবাব বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের দিকে। নবাবী ও অর্থের নেশায় অন্ধপ্রায় মীরজাফর ১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতা সূর্যকে অস্তমিত করে। মীরজাফররা চিরদিনই ইতিহাসে 'মীরজাফর'। ডঃ গালিব গ্রেফতার হওয়ার পরও নিমক হারামরা কি করে বিপক্ষে বিবৃতি দেয়- এটা ভাবতেই অবাক লাগে। ট্রাষ্টের ইয়াতীম বিভাগের ৩৯ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করলেও তাদের ব্যাপারে তদন্ত হচ্ছে না। ঐ টাকাই কি সাংবাদিকদের সিন্ডিকেটেড রিপোর্ট লেখতে ম্যানেজ করা হয়? সবই এখন পরিস্কার যে, মীরজাফররা যুগে যুগে ছিল। এখনও আছে এবং থাকবে। বদরের প্রান্তরে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই যা করেছে, পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফররা যা করেছে, নারিকেল বাড়িয়ায় আবদুল জলীলরা যা করেছে, গুজরাটে আবদুল লতীফরা যা করেছে এবং বালাকোটে ইংরেজ পোষা নামধারী মুসলমান গোলামরা যা করেছে, উক্ত গংরা তা থেকে নিবৃত থাকবে কেন? বঙ্কিম কি আর সাধে বলেছেন 'উপকারকারীকে বাঘে খায়'? মীর মোশারফ কি আর সাধে বলেছেন, 'বিড়াল তপসী, কপট ঋষী, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলভী জগতে অনেকেই আছেন'।

মীরজাফর আর জুলেখার কারণে নবাব সিরাজুদ্দৌলা এবং ইউসুফ (আঃ)-এর মর্যাদা কমেনি; বরং বেড়েছে। কোন মানুষের মর্যাদা দান বা মর্যাদা হনন সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে। ইচ্ছা করলে অন্য কেউ তা কমাতে বা বাড়াতে পারে না। এই বিশ্বাস আজ কোথায় যে হারিয়ে গেল তা বোধগম্য নয়। পৃথিবীর বড় বড় প্রায় সকল মনীষীকেই শাসকগোষ্ঠী, সমাজ কর্তৃক যুলুমের শিকার হ'তে হয়েছে। বিনা অপরাধেই জেল-যুলম, জরিমানার শিকার হয়েছেন তারা অনেকেই। তারপরও সত্যের পথ থেকে একচুল পরিমাণ নড়চড় হননি। এতে তাদের গ্রহণযোগ্যতা, মানমর্যাদা বেড়েছে বহুগুণ। আমরা সত্যসেবী সেই মযলূম মানুষগুলির সাথেই আছি। একদিন সত্য ঠিকই প্রকাশিত হবে। মিথ্যা অপসৃত হবেই। আমরা এই মুহূর্তে ডঃ গালিবকে নিয়ে ভাবি না। আমরা ভাবি দেশ নিয়ে। উৎকণ্ঠায় আছি দেশের বিরুদ্ধে শত্রুর ষড়যন্ত্র নিয়ে। যে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে পরিস্থিতির শিকার হ'লেন ডঃ গালিব। জেএমবি বা জেএমজেবির সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের তো সম্পর্ক নেই-ই; বরং দু'টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার সরকারী সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। তথাপিও জঙ্গীদের ছদ্মাবরণে গ্রেফতার, রিমাণ্ড ও হয়রানি করে দেশের আলেম সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করা হ'ল কার স্বার্থে? এখনও যামিন নামঞ্জুরের ঘটনায় দেশে আইনের শাসনের পরিবর্তে শাসনের আইন চলছে বলে মনে হয়। যামিন মানে মামলা খারিজ নয়। দেশে থেকে আইনী লড়াই করার জন্য শর্ত সাপেক্ষে সুযোগ দেয়াই যামিন। এটা বিচারকের ইচ্ছাধীন।

এই মুহূর্তে জোটের ভবিষ্যত নিয়েও সচেতন মানুষেরা সন্দিহান। ডঃ গালিব প্রসঙ্গে সরকারকে দ্রুত একটি সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। নইলে আরেকটি অনিবার্য পরিস্থিতি হয়ত শত্রুপক্ষ তৈরী করতে পারে। কারণ পরিস্থিতি যাই হোক জুলেখা বিভীষণ ও মীরজাফররা যুগে যুগে থাকবেই এবং তারা তাদের কাজ করবেই। আত্মবাদ ও স্বার্থবাদের প্রশ্নে দেশ তাদের নিকট কিছুই না। দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থ তাদের কাছে অনেক বেশী। এদের জন্যই একদিন দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হ'তে পারে। প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে পারে এ দেশের সার্বভৌমত্ব। যাদের কারণে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন তাদের সাথে কিসের এত সখ্যতা? দেশ বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র রুখতে সরকারকে অবশ্যই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অনতিবিলম্বে চিহ্নিত করার জন্য সরকারের বিচক্ষণ, চৌকষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০
ফোনঃ ৭৭৩০৬৬

শাপলা প্লাজা
গৌরহাঙ্গা, ষ্টেশন রোড, (রেলগেইট)
রাজশাহী-৬৩০০

বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে ৭৮৬ঃ একটি পর্যালোচনা

*মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান বিন মুছত্বফা**

বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে একটি মারাত্মক বিদ'আত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্র, জনসাধারণ তো বটেই এমনকি এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী আলেমরাও 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'-এর পরিবর্তে ৭৮৬ লিখতে আরম্ভ করেছেন। বাস, লরি, ট্রেকার, রিক্সা, দোকান, যত্রতত্র ৭৮৬ লেখা স্টিকার শোভা পাচ্ছে। এমনকি মসজিদ, মাদরাসার দেওয়ালেও নক্সা করে ৭৮৬ লেখা হচ্ছে। আর পত্রের শুরুতে ৭৮৬ লেখা তো একটি অতি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুধী পাঠকবৃন্দ! আপনারা যারা 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'-এর স্থলে ৭৮৬ লেখেন, কখনো ভেবে দেখেছেন কি তা লেখা শরী'আত সম্মত কি-না, সুন্নাত না বিদ'আত? আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু প্রামাণ্য আলোচনা পেশ করার প্রয়াস পাব।

'বিসমিল্লাহ্‌র' স্থলে ৭৮৬ লেখা একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত এবং ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নামান্তর, যাতে মুসলিম জাতির একটি বৃহত্তর অংশ দীর্ঘদিন যাবৎ লিপ্ত। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ইসলাম কোন গাণিতিক ধর্ম নয় এবং কুরআনও কোন গাণিতিক গ্রন্থ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

'যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে অন্য কোন পথ গ্রহণ করবে সেটা কখনই গৃহীত হবে না এবং ক্বিয়ামতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

'আবজাদ' (أَبْجَدْ) পদ্ধতির সূত্রমতে 'বিসমিল্লাহ'-র পরিবর্তে ৭৮৬ লেখার যে প্রচলন শুরু হয় তা কোন শারঈ পদ্ধতি তো নয়ই, এমনকি মুসলমানেরা এই পদ্ধতির প্রবর্তকও নয়। পদ্ধতিটির আবিষ্কারক হ'লেন গ্রীসের প্রখ্যাত দার্শনিক পিথাগোরাস (Pythagoras)। তিনি ইহুদী ছিলেন এবং মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু ছিলেন। সূত্রটির ব্যবহার প্রধানত সম্রাটদের এবং সরকারী কর্মচারীদের তোষামোদীর জন্য ব্যবহৃত হ'ত। যেমন তাদের সিংহাসন আরোহণের তারিখ অমুক পুণ্য বাক্যের কোডের সঙ্গে, জন্মগ্রহণের তারিখ অমুক পুণ্য বাক্যের কোডের সঙ্গে, মৃত্যু তারিখ অমুক কোডের সঙ্গে ইত্যাদি। পিথাগোরাস প্রবর্তিত এই 'আবজাদ' পদ্ধতিকে নাম সর্বস্ব মুসলিম বিদ'আতী আলেমরা গ্রহণ করে নিয়ে পেট-পূজা ও রুটি-রুযীর মাধ্যম বানিয়ে নেয়। এই সূত্র মতেই তা'বীয, তখতি ও দোকান ঘরের জন্য বিভিন্ন সংখ্যাতাত্ত্বিক বোর্ডেরও উদ্ভাবন করে তারা।

ইহুদী পিথাগোরাসের আবিষ্কৃত এই পদ্ধতিকে গ্রহণকারীরা হাদীছের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর'।[১] পাঠক বন্ধু! আপনারা কি মুশরিক-ইহুদী প্রবর্তিত ৭৮৬ কে গ্রহণ করে নিজের নাম শিরক্বী খাতায় লেখাতে চান? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'কেউ যদি কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে তাহ'লে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২]

'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'-এর মধ্যে 'রহমান' ও 'রহীম' আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি গুণবাচক নামের মধ্যে অন্যতম দু'টি নাম। এই সমস্ত নামের দ্বারাই তাঁকে স্মরণ করার হুকুম দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى، فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ أَسْمَاءِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'আল্লাহ তা'আলার বহু সুন্দর নাম রয়েছে। সুতরাং তাঁকে সেই নামেই সম্বোধন কর এবং সেই সমস্ত লোকদের পরিত্যাগ কর যারা আল্লাহ্‌র নামকে বিকৃত করে। অনতিবিলম্বে তারা তাদের কৃতকার্যের ফল ভোগ করবে' *(আ'রাফ ১৮০)*।

লক্ষ্যণীয় হ'ল, আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম সমূহকে বিকৃত করা জঘন্য অপরাধ। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ্‌র সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপের শামিল। আমাদের সমাজে কিছু বিদ'আতী, আশেকে নবীর দাবীদার আলেমদের বক্তব্য হচ্ছে যে, আমরা ৭৮৬ এই কারণে লেখি যাতে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'-এর বেইযযতি না হয়। এই সমস্ত লোকদের নিকট আমাদের প্রশ্ন, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, সালফে ছালেহীনের চেয়েও ইসলামকে বেশী বুঝে ফেলেছেন? তাদের হৃদয়ে কি আল্লাহ্‌র নামের জন্য সম্মান, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ছিল না? যদি আল্লাহ্‌র নামের বেইযযতির প্রশ্নই হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অমুসলিম বাদশাহদের নিকট লিখিত পত্র 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' দ্বারা শুরু করতেন কেন? আল্লাহ, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এসব শব্দ চিঠিতে থাকত কেন? আহলে-কিতাবদেরকে লিখিত চিঠিতে কুরআনের আয়াত লিখতেন কেন? পারস্যের সম্রাট কিসরা

---

* *ফযীলত, প্রথম বর্ষ, জামে'আ দারুস সালাম, ওমরাবাদ, তামিলনাড়ু, ভারত।*

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১।*
২. *আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭।*

তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রেরিত চিঠিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল। তাহ'লে কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাফেরদেরকে লিখিত চিঠিতে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' লিখে আল্লাহ্র নামের সম্মান হানি করেছিলেন? (নাঊযুবিল্লাহ)। যদি তাই হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আঃ)-এর দ্বারা নবী করীম (ছাঃ)-কে কেন সাবধান করলেন না যে, অমুসলিমদের লিখিত চিঠিতে এইসব শব্দ যেন আর না লেখা হয়। তাছাড়া বর্তমানে তো শুধু অমুসলিম নয়, মুসলমানদেরকে লিখিত চিঠিতেও ৭৮৬ লেখা হচ্ছে। যদি এই ধরনের 'কোড' ব্যবহার উত্তমই হ'ত তাহ'লে স্বর্ণ যুগের সোনার মানুষগুলির মধ্যে কেউই এমন 'কোড' ব্যবহার করলেন না কেন? নিঃসন্দেহে এটা সুস্পষ্ট বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ– 'কেউ যদি দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন প্রথার প্রচলন ঘটায় আর সেটা তার মধ্যে না থাকে, তাহ'লে তা পরিত্যাজ্য হবে'।[৩]

আমাদের সমাজের একটা বৃহত্তর অংশ ইমামগণের তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণে বিশ্বাসী। তাদের নিকটেও সবিনয়ে জানতে চাই যে, ৭৮৬ লেখার ব্যাপারে আপনারা চার ইমামের মধ্যে কোন ইমামের অনুসরণ করেন? ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) কি 'বিসমিল্লাহ্র' স্থলে ৭৮৬, আল্লাহ্র জন্য ৬৬ এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য ৯৬ লেখার জন্য কোন নির্দেশ দিয়েছেন? যদি আপনারা বলেন যে, আমরা বাপ-দাদাদের এইভাবেই লিখতে দেখেছি, তাহ'লে সেটা নিঃসন্দেহে মক্কার কাফেরদের সাদৃশ্য। যাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানানো হ'লে বলত, بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 'বরং আমরা তারই অনুসরণ করব, যা আমাদের বাপ-দাদাদের করতে দেখেছি' *(লোকমান ২১)*।

'বিসমিল্লাহ' নয়, বরং 'হরে কৃষ্ণ' এরই প্রতিধ্বনিঃ সুপ্রিয় পাঠক! যে সমস্ত লোকেরা ৭৮৬ লেখার স্বপক্ষে দলীল পেশ করে নিঃসন্দেহে তারা নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞতাকেই প্রকাশ করে। কারণ আবজাদ সূত্র মতে 'রহমানের' আলিফকে ধরলে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'-এর কোড ৭৮৬ এর পরিবর্তে ৭৮৭ হবে। অনুরূপ 'আল্লাহ' শব্দের 'লাম'-এর উপরে যে আলিফ রয়েছে তার কোড যোগ করলে হবে ৭৮৮। মূলতঃ ৭৮৮-ই সঠিক কোড ৭৮৬ নয়। সাথে সাথে বিসমিল্লাহ্র প্রথমে যে একটি গোপন আলিফ রয়েছে সেটিও বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং ৭৮৬-এর হিসাব মিলানোর কোন সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে হিন্দুদের ভগবান 'হরে কৃষ্ণ' (هرى كرشنا)-এর সরাসরি ও সন্দেহাতীতভাবেই কোড হয় ৭৮৬। সংখ্যাতত্ত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি পরে বর্ণনা করেছি। সুতরাং যারা পত্র-পত্রিকায়, মসজিদ-মাদরাসায় ৭৮৬ লেখে তারা নিজেদের অজ্ঞতার জন্যই এক আল্লাহকে ছেড়ে হিন্দুদের ভগবানের নাম লিখে শিরকে লিপ্ত হয়। অতএব এই ধরনের শিরকী কাজ নিঃসন্দেহে শয়তানী ধোঁকা ও আত্মপ্রবঞ্চার শামিল। আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ–

'যে আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করবে তার উপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম' *(মায়েদাহ ৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে প্রতিটি কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে বলেছেন। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে চিঠি-পত্র লেখা সমস্তই এর অন্তর্গত। এখন আমরা যদি দয়াময় আল্লাহ্র নামের পরিবর্তে এমন সংখ্যা ব্যবহার করি, যা 'হরে কৃষ্ণ' অর্থ বহন করে, তাহ'লে আমরা ছওয়াবের অধিকারী হব, না ধ্বংসাত্মক শিরকী পাপের ভাগী হব?

অপসন্দনীয় নাম দ্বারা সম্বোধনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ 'তোমরা একে অপরকে অপসন্দনীয় নাম দ্বারা সম্বোধন কর না' *(হুজুরাত ১১)*।

যে সমস্ত ভাই ৭৮৬ লেখেন তাদের নিকট জানতে চাই, যদি আপনাদেরকে নামের পরিবর্তে কোড দ্বারা সম্বোধন করা হয়, তাহ'লে আপনি কি খুশি হবেন? নম্বরের দ্বারা তো জেলের আসামীদেরও ডাকা হয়। মনে করুন আপনার নাম 'ওমর আলী'। তাহ'লে আপনার নামের কোড হবে ৪২০। এখন যদি আপনাকে Four twenty বলে ডাকা হয় তাহ'লে আপনি কি সন্তুষ্ট হবেন? আপনার স্ত্রীর নাম যদি শাকিলা বানু এবং পুত্রের নাম শাহিদ আলী হয় তাহ'লে তাদের নামের কোডও হবে ৪২০। আপনি কি পসন্দ করেন যে লোকেরা আপনাকে, আপনার পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তানকে নামের পরিবর্তে সংখ্যা দ্বারা আহ্বান করুক? নিঃসন্দেহে প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী লোকের নিকটই এটা হবে অপসন্দনীয় বিষয়। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, যেটা আপনি নিজের জন্য অপসন্দ করেন না সেটা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য কোন আক্বীদার কারণে পসন্দ করেন?

আবজাদ পদ্ধতিঃ

أَبْجَدْ	هَوَّزْ	حُطِّىْ	كَلَمَنْ
৪৩২১	৭৬৫	১০,৯৮	৫০, ৪০, ৩০, ২০

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*

ضَظَّغْ ثَخَذْ قَرَشَتْ سَعْفَصْ

১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

'আলিফ' থেকে 'ইয়া' পর্যন্ত বর্ণমালাকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে সাজিয়ে প্রতিটি বর্ণের জন্য একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন কোন শব্দকে কোর্ডে রূপান্তরিত করতে হ'লে ঐ শব্দের বর্ণগুলির মান সমষ্টিই হবে ঐ শব্দের কোড। উদাহরণ স্বরূপ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' এর বর্ণমালার মান সমষ্টি 'রাহমা-ন' ও আল্লাহ শব্দের লাম -এর আলিফকে বাদ দিলে ৭৮৬ হবে এবং উক্ত আলিফদ্বয়কে যোগ করলে ৭৮৮ হবে। যেমন-

بسم الله الرحمن الرحيم

ب س م ال ل ه الرحمن الرح ى م

৪০. ১০. ৮. ২০০. ৩০ ৫০. ৪০. ৮. ২০০. ৩০.১ ৫.৩০.৩০.১ ৪০. ৬০. ২

যোগফলঃ ৪০+১০+৮+২০০+৩০+১+৫০+৪০+৮+২০০+৩০+১+৫+৩০+৩০+১+৪০+৬০+২ = ৭৮৬।

এবার 'হরে কৃষ্ণ'-এর কোড লক্ষ্য করুনঃ

ه ر ى ك ر ش ن ا

১০. ২০০. ৫ ১. ৫০. ৩০০. ২০০. ২০.

যোগফলঃ
১+৫০+৩০০+২০০+২০+১০+২০০+৫=৭৮৬।
উল্লেখ্য, রবি শংকরের কোর্ডও ৭৮৬ হবে।

পরিশেষে বলব আর কতকাল তাক্বলীদ, বিদ'আত, কুসংস্কার ও শিরকের ঘূর্ণিপাকে চক্কর খাবেন? আর কতদিন মুসলমানদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে গুমরাহ করতে থাকবেন? সময় বাকী থাকতেই খালিছ অন্তরে তওবা করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। প্রতিজ্ঞা করুন ৭৮৬, ৯৬, ৬৬-এর আসল স্বরূপ জেনে নেওয়ার পর আর লিখব না, বলবও না অপরকেও লিখতে ও বলতে দিব না। যদি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও একগুঁয়েমি না ছাড়েন তাহ'লে জেনে রাখুন, كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ। (দ্বীনের বিষয়ে সংযোজিত) 'প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণামই হচ্ছে জাহান্নাম'।[৪]

৪. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১; ছহীহ নাসাঈ হা/১৫৭৭ 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায় 'খুৎবা কেমন হবে' অনুচ্ছেদ।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ডঃ গালিব সম্পর্কে দু'টি কথা

*শিহাবুদ্দীন আহমাদ**

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বহু জগদ্বিখ্যাত মনীষী আছেন, যাদের অমূল্য অবদান ও উন্নত চরিত্র ও অনুপম গুণাবলী জাতির জীবনে সীমাহীন কল্যাণ, নিষ্কলুষ নির্দেশনা এবং সর্বোত্তম হকের প্রবাহ সৃষ্টি করে। ন্যায়ের পথ, সত্যের আলোকবর্তিকার অব্যাহত অনুসন্ধানে তাঁরা উন্মোচিত করেন নব নব দিকদর্শন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সুযোগ্য রাহবার,'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন। জ্ঞানের এই বিশাল মহীরুহকে জড়িয়ে আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যখন জঘন্য অপপ্রচারণার জোয়ার চলছে, আর সেগুলির উপর নির্ভর করেই বহু নামী-দামী কলামিষ্টগণ তাদের জ্ঞানের বহর যেভাবে প্রমাণ করে চলেছেন তখন তাঁর একজন ছাত্র হিসাবে সচেতন পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমার দু'টি কথা। যদিও এ মুহূর্তে এ ধরণের প্রসঙ্গের উত্থাপন স্যারের সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি দারুণ অবিচার তারপরও শুধুমাত্র শুভাকাঙ্খী পাঠকদের কৌতুহল নিবৃত্তার্থে এবং কিঞ্চিৎ ধারণা প্রদানের অভিপ্রায়েই আমার এ খণ্ডিত প্রয়াস।

পরিচিতিঃ

তাঁর জন্ম বর্তমান সাতক্ষীরা যেলার সদর থানাধীন বুলারাটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত 'মন্ডল' বংশের 'মৌলভী' বাড়ীতে। তাঁর পিতা মাওলানা আহমাদ আলী ছিলেন দক্ষিণ বঙ্গের নিবেদিতপ্রাণ স্বনামধন্য আহলেহাদীছ আলেম। সুসাহিত্যিক, অনন্য শিক্ষক, খ্যাতিমান বাগ্মী ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে যিনি এ আঞ্চলের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। বাংলা ১৩৫৪ সালের ২রা মাঘ পিতামাতার পরপর ১২ জন সন্তানের অকাল মৃত্যুবরণের পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের নিকটেই তাঁর লেখা-পড়ার হাতে খড়ি। তারপর বাড়ী হ'তে ১৪ মাইল দূরে পাথরঘাটা গমন করেন এবং সেখানে পিতার নিকটে মসজিদে থেকে আরবী, উর্দূ, ফারসী বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। স্থানীয় কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা হ'তে দাখিল, আলিম ও ফাযিল এবং পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে জামালপুর যেলাধীন আরামনগর আলিয়া মাদরাসা হ'তে কামিল পাশ করেন। সকল পরীক্ষাতেই তিনি ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। আলিমে

* এম.এ. আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা এডুকেশন বোর্ডে ১৬তম এবং কামিলে ১ম শ্রেণীতে ৫ম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া কলেজ হ'তে আই, এ ও খুলনা এম, এম, সিটি কলেজ হ'তে বি, এ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ১৯৭৮ সনে আরবীতে এম,এ ১ম শ্রেণীতে ১ম হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী 'মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায়' শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউটে খণ্ডকালীন 'লেকচারার' হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর একই সালের ১০ই ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগে 'লেকচারার' হিসাবে যোগদান করেন। সর্বশেষ ১৯৯২ সালে তিনি **'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সর্বোচ্চ সম্মান সূচক পি.এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৫ সালে বিভাগ বিভক্ত হওয়ার পর বর্তমানে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে 'অধ্যাপক' হিসাবে কর্মরত আছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়েই তিনি ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** নামক যুবসংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের দ্বিধাবিভক্ত আহলেহাদীছদেরকে সমবেত করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পথভোলা সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনের জন্য দ্বীনী দা'ওয়াত প্রচারের একটি সার্বজনীন কেন্দ্র গড়ে তোলা। অতঃপর ১৯৮১ সালের ৭ই জুন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'** কায়েম করেন। ১৯৮৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় 'তাওহীদ ট্রাষ্ট' (রেজিঃ) নামে একটি সমাজকল্যাণ সংস্থা এবং ১৯৯২ সালের ১৫ই নভেম্বর রাজশাহীতে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** নামে একটি প্রকাশনা সংস্থার গোড়াপত্তন করেন। অতঃপর ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবারে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** নামক জাতীয় ভিত্তিক আহলেহাদীছ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাঁর উপর 'ইমারত'-এর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়। একই দিনে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বা ইসলামের আদর্শে সচ্চরিত্রবান, মেধাবী ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি **'সোনামণি'** নামক একটি জাতীয়ভিত্তিক শিশু-কিশোর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা ও সঊদী আরব, আরব আমিরাত, কুয়েতসহ বেশ কয়েকটি দেশে আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে সফর করেছেন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমূহে ভাষণ প্রদান করেছেন। গত ২০০০ সালে তিনি সৌদি সরকারের রাজকীয় অতিথী হিসাবে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন এবং সরকারী পদস্থ কর্মকর্তাসহ সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের সাথে উচ্চ পর্যায়ের মতবিনিময় বৈঠকে যোগদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি এবং প্রচুর সাংগঠনিক ব্যস্ততার মাঝেও তিনি কঠিন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও লেখনী পরিচালনা করে চলেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর তেইশেরও অধিক বই বাজারে বেরিয়েছে। দেশী ও বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় তিন শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। সত্যিকার অর্থেই তিনি একাধারে একজন সুপণ্ডিত, আদর্শ শিক্ষক, সুসাহিত্যিক, অন্যতম ভাষাবিদ, প্রসিদ্ধ লেখক, অনন্য গবেষক, খ্যাতনামা দার্শনিক, সুচিন্তিত বাগ্মী, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, সমাজ সংস্কারক, দক্ষ সংগঠক এবং একজন সুযোগ্য নেতা হিসাবে আপামর জনগণের নিকট পরিচিত।

তাঁর সান্নিধ্যে আমিঃ

এই মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করার মত সুবর্ণ সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিভিন্নভাবে তাঁর সঙ্গে মিশেছি, তাঁর নিকটে বহুবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি এবং সচ্চরিত্রবান ও আদর্শবান হয়ে গড়ে ওঠার যথাযথ নির্দেশনা পেয়েছি। প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার উত্তম দিকনির্দেশনা পেয়ে ধন্য হয়েছি।

(ক) কর্মী ও দায়িত্বশীল হিসাবেঃ

একজন সুমহান নেতা ও সুসংগঠক আমার স্যারকে দায়িত্ববোধে এবং কর্ম সম্পাদনে তিনি সদা অগ্রজ দেখেছি। কথা, কর্মে, আলাপচারিতায়, চিন্তা-চেতনায়, সিদ্ধান্তগ্রহণে ও নেতৃত্ব প্রদানে তিনি অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একজন সাধারণ কর্মী ও দায়িত্বশীল হিসাবে তাঁর এসব উন্নত বৈশিষ্ট্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে দারুণভাবে। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে উন্নত কর্ম এবং সাংগঠনিক চিন্তাধারা আয়ত্ত করার রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পর্ব অত্যান্ত সুশৃংখল এবং কঠোর কর্তব্যপরায়নতায় পরিচালিত। এ জন্য তাঁর সান্নিধ্যে অত্যান্ত দায়িত্ব সচেতন থাকতে হয়। তাঁর নিকটের নিম্নমানের কর্মীও অন্যস্থানে গিয়ে নেতৃত্বে প্রধান ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ে এত কাজের কথা বলেন যে, সেগুলি সম্পূর্ণ মনে রাখাই কষ্টকর। কিন্তু মনে ভয় থাকত যে, পরক্ষণেই সব কাজের কথা পুংখনাপুঙ্খ জিজ্ঞেস করবেন। উত্তর দিতে ব্যর্থ হ'লে ভদ্র ভাষায় মার্জিতভাবে ধমক দেন। লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, তা কি গভীর শিশুসুলভ সারল্যে মাখা। প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের মাঝে এ অকৃত্রিম সারল্যের পরিস্ফুটন তাঁকে করেছে মহিমান্বিত।

তিনি যখন বক্তৃতা রাখেন তখন তাকে দেখা যায় একজন বৈশ্বিক নেতৃত্বের স্বার্থক ভূমিকায়। প্রতিটি বিষয়ে ইতিহাসের ভূমিকা টেনে ওভাল স্কীম নিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যাস্তভাবে তিনি যে অসাধারণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন তাতে গোটা মুসলিম জাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ফুটে উঠে। বিষয়বস্তুর গভীরতায়, আত্মবিশ্বাসের প্রাবল্যে ঝংকৃত হয়ে উঠে প্রতিটি শ্রোতার হৃদয়। সার্বিকভাবে চিন্তা-চেতনা ও কথাবার্তায় যাবতীয়

সংকীর্ণতার বহু উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান। মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এজন্য নিতান্ত শত্রুকেও তিনি অবিশ্বাস করতে পারেননা। গভীর মমতা, অকৃত্তিম ভালবাসা, নিখাদ আন্তরিকতা দিয়ে সীক্ত করেছেন সকলকে। অত্যান্ত সহজ-সরল, সদালাপি মানুষটি দীর্ঘ প্রায় চার দশকের সাংগঠনিক জীবনে যেমন বহু শুভাকাঙ্খী পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন হিংসুকের হিংসার কঠিন আঘাত-প্রত্যাঘাত, পদে পদে চরম বাধাসংকুল পরিবেশ। কত অমিত সম্ভাবনা, স্বপ্ন, সাফল্যের অপমৃত্যু ঘটেছে এভাবে। কিন্তু তাতে কোনদিন তিনি বিড়ম্বিত হন নি। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাঁর ছিল না। দেখিনি কোনদিন কোন বিষয়ে হতাশা বা আক্ষেপ প্রকাশ করতে। অন্যায়-দুর্নীতির বিরূদ্ধে তিনি অত্যান্ত আপোষহীন এবং দৃঢ়চিত্ত। নীতির উপর তিনি কঠোর প্রত্যয়ী। তবে কখনই তা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিক্রম করে নয়। তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য যে কেবল সচেতনতাকে প্রশ্রয়দানের ফলশ্রুতি তা নয় বরং স্বভাব-বৈশিষ্ট্যভাবেই তিনি এরূপ। এভাবে তাঁর আচার-বৈশিষ্ট্য, চিন্তা-চেতনা, বক্তব্য-লেখনী সর্বত্র এই আন্তরিকতা ও অকৃত্তিমভাব সুস্পষ্ট লক্ষ্যনীয়।

১৯৮৬ সালে সংগঠনের সংস্পর্শে আসার পর ১৯৯৯ সালে 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি এবং ২০০০ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যপদ লাভে ধন্য হয়েছি। এরপর হ'তে জামাআতবদ্ধ জীবন যাপনের অঙ্গীকার নিয়ে তাঁর আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাধ্যমত সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে আসছি।

(খ) ছাত্র হিসাবেঃ

আমার শিক্ষা জীবনে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতিক্রম করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করছি। আরো ধন্য হয়েছি আরবী বিভাগের ছাত্র হ'তে পেরে। গ্রামের মক্তব হ'তে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, ক্বওমী মাদরাসা, আলিয়া মাদরাসা, আরব-কুয়েত পরিচালিত আরবী ভাষায় ২ বছরের শরী'আহ কোর্স, সাময়িক আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষার কোর্স ইত্যাদি সম্পন্ন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এরূপ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য শিক্ষাগুরুর সান্নিধ্য লাভেও ধন্য হয়েছি। কিন্তু একথা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, আমার জীবনের সুস্পষ্ট ও স্বার্থক দিক-দর্শন পেয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দেশের বহু শিক্ষকের যিনি শিক্ষক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ-আল-গালিবের সান্নিধ্যে এসেই। যাঁর সাথে অন্যান্য শিক্ষাগুরুদেরকে তুলনা করা যায় না। ১৯৯৯ সাল হ'তে ২০০৪ সাল পর্যন্ত আমি তাঁর নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। শিক্ষক হিসাবে তাঁর মাঝে এমন কতক বৈশিষ্ট্য অনুভব করতাম, যা অন্য কোথাও পাইনি। তিনি যখন পড়ান মনের অজান্তেই মন্ত্রমুগ্ধের মত আচ্ছন্নতা নেমে আসে পুরো ক্লাস জুড়ে। দরসের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে জ্ঞানের কথা বলে ছাত্রদের নিখাঁদ আন্তরিকতার সাথে উৎসাহ প্রদান করেন। পরিপূর্ণ সময় দারস দেন। দারসের অভ্যন্তরে সমস্ত খুটিনাটি বিষয় আলোচনা করেন। ছাত্রদের আহ্বান জানান যেকোন বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য। তিনি পড়ান একেবারে বিশুদ্ধভাবে ও স্বচ্ছভাবে। কেউ তাঁর সামনে পড়লে ১০০ ভাগ বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা ছাড়া একটি শব্দও এগুতে দেন না। তিনি যা পড়েন ও পড়ান খুবই সুনিপুণভাবে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয়টি তুলে ধরেন। তাঁর বর্ণনায় থাকে খুবই ধারাল বাচনভঙ্গি, শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে থাকে অসাধারণ নিপুণতা। সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ উচ্চমানের ভাষা আর বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা তাঁর বক্তব্যের ভূষণ। তাঁর সুমার্জিত বক্তব্যে আক্রমণাত্মক কিছু থাকে না; বরং ব্যক্তিত্বের প্রগাঢ় দীপ্তিতে জোরালো প্রমাণ, নির্ভরযোগ্য উক্তি ও বলিষ্ঠ যুক্তির সমাহার থাকে সেখানে। কোন অযথা গল্প বা অনর্থক হাসির উদ্রেককারী কোন বিষয় তিনি উল্লেখ করেন না। অপ্রয়োজনীয় সংলাপ করেন না। প্রতিভাবানদের তিনি আন্তরিকভাবে খুবই ভালবাসেন। তবে কারো প্রতি কোন ধরনের পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন তাঁর নিকট অপ্রাসঙ্গিক। বাংলা, আরবী, উর্দূ এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর তাঁর রয়েছে অসাধারণ দখল।

তাঁকে একেবারে নিকট থেকে দেখার, শিক্ষা নেওয়ার এবং অনুভব করার চরম সৌভাগ্য হয়েছিল এম, এ-তে তাঁর তত্ত্বাবধানে থিসিস (গবেষণা) করার সুবাদে। আমার গবেষণার বিষয় ছিল 'দিরাসাতুন 'আলা শায়েরিয়্যাহ আনতারা বিন শাদ্দাদ ওয়া ফালসাফাতিহি'। ভাষা ছিল আরবী। আরবী সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে আরবী ভাষা কিছুটা শিখেছি, এ বিশ্বাসেই আরবী ভাষায় গবেষণা করার ব্যাপারে উৎসাহী হই। তাঁর নিকটে নির্ধারিত অধ্যায়গুলি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে থাকলাম আর তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও স্বল্প ফাঁক খুঁজে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। তাঁর দেখার পর মনে হ'ত সমস্ত পাতা রাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে শব্দের প্রয়োগগত ত্রুটি ও বাক্যের গঠনগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে ব্যাপকহারে। আবার শিরোনামের সাথে আলোচনার পুরোপুরি মিল না থাকায় কম্পোজ করা ১১১ পৃষ্ঠার এক অধ্যায়ের প্রায় সম্পূর্ণটাই তিনি বাদ দিয়ে দেন। এছাড়া প্রত্যেক অধ্যায় কেটে সংক্ষিপ্ত করে দেন। এভাবে সমস্ত থিসিসটাই অক্ষরে অক্ষরে দেখেন এবং সংশোধন করেন।

দীর্ঘ আটমাস ব্যাপী তাঁর নিকটে অসংখ্যবার যেতে হয়েছে আমাকে। যখনই আমি তাঁর নিকটে গিয়েছি তখনই তাঁকে অত্যান্ত ব্যস্ত দেখেছি। সরাসরি তাঁকে কখনো পাইনি। লেখাপড়া ও গবেষণা, পত্রিকার তত্ত্বাবধান, সাংগঠনিক কার্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ইত্যাদি নিয়ে তাঁকে সার্বক্ষণিক অত্যান্ত ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। একটা মুহূর্তকেও তিনি অবসর হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত নন। এমনকি তিনি যখন সকাল-সন্ধ্যায় রাস্তায় হাটেন তখনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনা

সেরে ফেলেন। প্রত্যেক ছালাতের পর প্রয়োজনবোধ করলে যরূরী বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। সাংগঠনিক বিষয়ে ছোটখাট প্রশিক্ষণে এবং অনুষ্ঠানেও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। এমনকি শিশু-কিশোরদের প্রশিক্ষণ দেয়া, তাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করা, তাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা পেশ করাকে দ্বীনী কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করেন। তিনি যখন শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করেন তখন তাঁর ভাষা, ভাব হয় খুবই সহজ আর বাক্য হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অথচ তাতে থাকে মণি-মুক্তার মত মূল্যবান উপদেশমালা। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, 'শিশুরা যদি সৎ ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে ওঠে, তাহ'লে সমস্ত জাতিই সৎ ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠবে'। তাঁর সর্বস্তরের বক্তব্যেই দু'টি মৌলিক বিষয় উল্লেখযোগ্য ক- সর্বস্তরের সংস্কার, অর্থাৎ শিশু হ'তে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল মানুষের সার্বিক সংস্কার এবং দেশ ও জাতির প্রত্যেক কর্মে সংস্কার।

আজ যে মুহূর্তে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদকে নিয়ে হিংসুকরা নিষ্ঠুরভাবে ছিনিমিনি খেলায় মেতে উঠেছে, যেভাবে কুচক্রীরা তাঁকে দেশ ও জাতির সামনে অমর্যাদাকর পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে সে মুহূর্তে আজ বেদনার্ত হৃদয়ে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে ডঃ শহীদুল্লাহর সেই উক্তিটি 'যে দেশে জ্ঞানী-গুণিদের মর্যাদা নেই সে দেশে জ্ঞানী-গুণি জন্মায় না'। স্যারকে গ্রেফতার করে যালিম সরকার আমাদেরকে জাতি হিসাবে মাথা উচু করে দাড়ানোর ক্ষীণ আগ্রহ থেকেও বঞ্চিত করল নির্মমভাবে। এর মাধ্যমে গোটাজাতি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হল তার মাশুল কোনভাবেই কোনদিনই সরকার দিতে পারবে না।

পরিশেষে বলব, তাঁর মত একজন প্রবীণ শিক্ষক, লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সংগঠক, সমাজ সেবক, সমাজ সংস্কারক ও মহান নেতার অনুপস্থিতিতে জ্ঞানের আলো হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে অসংখ্য বিদ্যার্থী, তাঁর বিশাল গবেষণাগার ও পাঠকক্ষ পড়ে রয়েছে জ্ঞান আরোহীশুন্য হয়ে, অসংখ্য দ্বীন অনুসারী জ্ঞান পিপাসু তাঁর গবেষণামূলক অমূল্য লেখনী ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এবং বিবেক ও মনুষত্বকে বিসর্জন দিয়ে এই মহান ব্যক্তিকে তাঁর কর্মময় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কারারুদ্ধ করায় আমরা সরকারের এই ঘৃণ্য সিদ্ধান্তের প্রতি তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানাচ্ছি। আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা তিনি সুউচ্চ মর্যাদা নিয়ে দ্রুত আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ প্রফেসর এবং বর্তমান বিশ্বের একজন বরেণ্য আলেমের প্রতি ইসলামী মূল্যোবোধের সরকার যে জঘন্য ও পৈশাচিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল জাতির বিবেক তা কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতি এবং সংগঠনের তিন শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং তাঁদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন!!

ছবরঃ বিপদ হ'তে মুক্তির চিরন্তন সোপান

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

সুখ-দুঃখ, হাঁসি-কান্না, আনন্দ-উল্লাস এসব কিছুর সমন্বয়েই মানুষের জীবন। এই ধরিত্রীর মাঝে জীবন চলার পথে অনেক বিপদাপদ, নানান ধরনের সমস্যা এসে জীবন যাত্রাকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে। কিন্তু সেসব বাধাকে পদদলিত করে, কষ্টের সাগর পাড়ি দিয়ে, কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েই পৌঁছতে হয় স্বীয় লক্ষ্যস্থানে। কেউ যদি এ সকল সমস্যাকে দুঃসাহসিক মাঝি মাল্লার মত দূরীভূত করতে না পারে, তাহ'লে তার জীবনাকাশে সোনালী সূর্যের উদয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। নেমে আসে অন্ধকারের গহীন অমানিশা। ফলশ্রুতিতে তার সকল আশা দূরাশায় রূপান্তরিত হয়। এই বিশ্ব জগতে যেসব ব্যক্তি চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা সকলেই বাধার দূর্গম পাহাড় সাহসী পদক্ষেপে অতিক্রম করেই সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহন করেছেন। ভয়-ভীতি তাঁদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। বিশেষত যারা দ্বীন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে স্বীয় দ্বীনের উৎকর্ষ সাধনে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের জীবনে সবচেয়ে বেশী বিপদ নেমে এসেছে। সে সময় তারা দৃঢ় মনোবল, মহান আল্লাহ্র প্রতি আস্থা রেখে ছবরের মাধ্যমে টিকে থেকেছেন স্বীয় মর্যাদায়। তাদেরকেই আবার মহান আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য অনেক বৈরী পরিবেশে নিপতিত করেন। এ সকল অবস্থা তারা হাসি মুখে মেনে নিয়ে ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষায় সফল হন। বক্ষমাণ প্রবন্ধে ধৈর্য সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

বিশ্লেষণঃ ছবর (الصبر) আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হ'ল ধৈর্যধারণ করা, সহ্য করা, বিরত থাকা, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা ইত্যাদি।[১] সংযম অবলম্বন ও নফস-এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা।[২] ইসলামী পরিভাষায় সব রকমের বিপদাপদে বা পার্থিব কোন বালা-মুছীবতে কিংবা কোন অন্যায়-অত্যাচারে, দুঃখ-কষ্টে, রোগ-শোকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ইত্যাদিতে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে মহান করুণাময় আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে সবকিছু সহ্য করাকেই ছবর বা ধৈর্য বলা হয়। তেমনি সুখ ও আনন্দমুখর অবস্থায় কোনরূপ আত্মহারা না হয়ে নির্বিকার চিত্তে সকল কিছুর

---

* আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১. ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০৩ইং), পৃঃ ৪৪৬; শাহ মুহাম্মাদ আব্দুর রাহীম, ইসলাম শিক্ষা ১ম পত্র (ঢাকাঃ সোনালী সেপান, আগষ্ট, ১৯৯৯ইং), পৃঃ ৭১।

২. ডঃ ইবরাহীম আনিস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (দেওবন্দঃ কুতুব খানা-ই হুসাইনিয়া, তা.বি.), পৃঃ ৫০৬; মাওলানা মহিউদ্দীন খান অনূদিত, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সৌদী আরবঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তা.বি.), পৃঃ ৭৯।

ভার আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে অটল থাকাকেও ইসলামী পরিভাষায় 'ছবর' বলে।[৩]

ইবনু আক্বীল বলেন, মেহমান আল্লাহ্‌র নে'মত সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম নে'মত। আর মেহমানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই উত্তম মেহমানদারী। অনুরূপ বিপদাপদ আল্লাহ প্রেরিত মেহমান স্বরূপ এবং ধৈর্যই এই বিপদের উত্তম মেহমানদারী। সুতরাং আমাদের উচিৎ বিপদাপদে ধৈর্যের মাধ্যমে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।[৪]

ছবরের শাখা প্রশাখাঃ ইমাম গাযালী (রহঃ) ছবরকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

১. সুখ ও আনন্দাবস্থায় ছবরঃ আল্লাহ বলেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে' *(ইনশিরাহ ৫-৬)*। দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর এক পর্যায়ে মানুষের জীবনে নেমে আসে অনাবিল শান্তি। সুখ সাগরে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ভুলে যায় তার পূর্বেকার সকল দুঃখ-কষ্ট। ফলশ্রুতিতে সে অতীতকে হারিয়ে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করে আনন্দের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে, মহান আল্লাহকে ভুলে গিয়ে পাপের পথে পা বাড়ায়। তাই সুখের সময় আনন্দে আত্মহারা না হয়ে ছবরের মাধ্যমে কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাইতো মহানবী (ছাঃ)-এর পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,

عن أبى يحى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ أَنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ-

আবু ইয়াহইয়া ছুহাইব ইবনে সিনান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপার এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হ'লে সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে, এতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হ'লে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।[৫]

অপর হাদীছে এসেছে, সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের সৌভাগ্য হ'ল আল্লাহ্‌র ফায়ছালার উপর সন্তুষ্ট থাকা, আর দুর্ভাগ্য হ'ল আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণ কামনা বর্জন করা এবং এটাও আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য যে, সে আল্লাহ্‌র ফায়ছালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে'।[৬] ইসলামের প্রথম যুগের মনীষীগণ আফসোস করে বলেছেন, 'আমরা দুঃখ-দারিদ্র্যের অগ্নিপরীক্ষায় ছবর করতে পারলেও সুখ-সম্পদের পুষ্প শয্যায় ছবর করতে পারিনি'।[৭]

২. বিপদ-মুছীবতে ছবরঃ মানুষকে মহান আল্লাহ কখনো রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট বালা-মুছীবত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভয়-ভীতি সহ নানা প্রকার বিপদে ফেলে ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে থাকে। অনেক সময় তার জীবনের বিনিময়েও ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ- وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ-

'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভয়-ক্ষুধা, ধন-সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি আর ফল-ফসল নষ্ট করে পরীক্ষা করব। আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন' *(বাক্বারাহ ১৭৫)*।

বান্দা হঠাৎ কোন বিপদের সম্মুখীন হ'লে তা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি পরীক্ষা মনে করে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা হ'ল বিপদ-সংকটে ধৈর্যধারণ করা।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক শিশুর মৃত্যুর সময় বলেছেন, 'আল্লাহ যা নিয়ে গেছে তা তাঁরই, আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। কাজেই তোমরা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কারের আশা কর।[৯] অন্য হাদীছে এসেছে,

عن عائشة أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِى الطَّاعُوْنِ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَيُصِيْبُهُ إِلاَّمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيْدِ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি মহামারী রোগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বলেন, 'এটা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটা শাস্তি। আল্লাহ যাকে চান তার উপর এটা পাঠান। তিনি এটাকে মুমিনদের জন্য রহমত বানিয়ে দিয়েছেন। যেকোন মুমিন

৩. *ইসলাম শিক্ষা, পৃঃ ৭১।*
৪. *আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুফলেহ আল-মাকদামী, আল-আদাবুশ শারয়ীয়্যাহ (বৈরুতঃ মুআস্‌-সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭ইং), ২/২৯২ পৃঃ।*
৫. *মুসলিম। মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন আলবানী, মিশকাতুল মাছাবীহ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫ইং), হা/৫২৯৭।*
৬. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩০৩।*
৭. *ইসলাম শিক্ষা, পৃঃ ৭৩।*
৮. *ইমাম আবূ হামীদিল-গাযালী, এহইয়া 'উলূমিদ্দীন (বৈরুতঃ দারুল খায়ের, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২৩; তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৭৯।*
৯. *বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৩৩।*

বান্দা মহামারি রোগে আক্রান্ত হ'লে যদি সে তার এলাকায় ছবর সহকারে ছওয়াবের নিয়তে এ কথা জেনে-বুঝে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতেই সে আক্রান্ত হয়েছে, তবে সে শহীদের ছওয়াব পাবে'।[১০]

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি যখন আমার বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি (অর্থাৎ তার দু'টি চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেই), আর সে তাতে ছবর করে, তখন আমি তাকে তার বদলে জান্নাত দান করি'।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে একটি জান্নাতী মহিলাকে দেখানোর জন্য একটি মহিলার দিকে ইঙ্গিত করলেন। মহিলাটি এসে মহানবী (ছাঃ)-কে বলল, 'আমি মৃগী রোগে ভুগছি এবং তাতে আমার শরীর বিবস্ত্র হয়ে যায়। আপনি আমার জন্য দো'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি চাইলে ছবর করতে পার। তাতে তুমি জান্নাত লাভ করতে পারবে। আর যদি চাও তবে আল্লাহ্ নিকট দো'আ করি। সে বলল, আমি ছবর করব কিন্তু আমার শরীর যে বিবস্ত্র হয়ে যায় সেজন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন। যাতে বিবস্ত্র না হয়। তিনি তার জন্য দো'আ করলেন'।[১২]

উপরোক্ত আলোচনায় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মুমিন জীবনে বিপদ আসবে একথা খুবই স্বাভাবিক। আর সে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হ'ল ছবর।

৩. **ইবাদতে ছবরঃ** আল্লাহ পাক মানব ও জিন জাতিকে কেবল তাঁর ইবাদত বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। আর প্রত্যেক প্রকারের ইবাদতে কিছু না কিছু কষ্ট রয়েছে। বিধায় ইবাদত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ছবরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ-

'অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে করে তোমাদের মধ্যকার ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি' *(মুহাম্মাদ ৩১)*।

ধৈর্য ছাড়া ইবাদত সম্পাদন কখনই সম্ভব নয়। হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এক রাতে ছালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত শুরু করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়ত একশ' আয়াত পড়ে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি তারপরও পড়তে লাগলেন। ভাবলাম তিনি হয়ত এ সূরা এক রাক'আতেই পড়ে শেষ করবেন। তিনি একাধারে পড়তে থাকলেন। ভাবলাম তিনি এর পরই রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা শুরু করে দিলেন। এটা পড়ে শেষ করে তিনি সূরা আলে-ইমরান শুরু করলেন। তিনি ধীরে ধীরে তারতীলের সাথে পড়ছিলেন। যখন এমন কোন আয়াত পড়তেন যাতে আল্লাহ্র তাসবীহ বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে তিনি তাসবীহ পড়তেন। আর যেখানে কোন কিছু চাওয়ার আয়াত পড়তেন সেখানে তিনি আল্লাহ্র নিকট চাইতেন। আবার যেখানে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পড়তেন সেখানে আশ্রয় পার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকূতে গিয়ে বলেন, 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' (আমার মহান প্রভু পবিত্র)। তাঁর রুকূও ক্বিয়ামের মত দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শুনেন) বলেন। তারপর রুকূর মত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদায় গিয়ে বলেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল 'আলা' (আমার রব পবিত্র যিনি সর্বোচ্চ) তাঁর সিজদাও দাঁড়ানোর মত দীর্ঘ ছিল'।[১৩]

প্রিয় পাঠক! একবার গভীরভাবে ভেবে দেখুন, যাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১৪] তিনি এক রাক'আতে পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারাহ, আলে-ইমরান ও নিসা তিনটি সূরা (৬ পারার বেশী) তেলাওয়াত করেছেন। তেলাওয়াত করতে যেমন সময় লেগেছে তেমনি রুকূতে, রুকূ হ'তে দাঁড়িয়ে ও সিজদাতেও দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। যা বেশ কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। ইবাদতে কি পরিমাণ ছবর বা ধৈর্য থাকলে এক রাক'আতে কয়েক ঘন্টা সময় ব্যয় করা সম্ভব তা ভাবতে হয়তবা আমাদের হৃদয় স্পন্দন থেমে যাবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে এত বেশী ইবাদত করতেন যে, তাতে এমন কি তাঁর পা দু'খানা ফুলে যেত।[১৫] তিনি আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ *(আহযাব ২১)*। তাঁর আদর্শ আমাদের নির্দ্বিধায়-নিঃসংকোচে মেনে নিতে হবে *(নিসা ৬৫)*। আমাদের সকলের উচিত ইবাদতের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে সুন্দর রূপে প্রতিটি ইবাদত সম্পাদন করা। আর ইবাদত ও ছবরের মধ্যে একটা নিগুড় সম্পর্ক রয়েছে। তাইতো মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ- إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ ১৫৩)*। তিনি আরো বলেন,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ-

'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা কর। কিন্তু ইহা আল্লাহ ভীরু বান্দা ছাড়া অন্যদের জন্য বড়ই কঠিন' *(বাক্বারাহ ২৪৫)*।

[চলবে]

১০. বুখারী, তদেব, হা/৩৪।
১১. বুখারী ও মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৩৫।
১২. বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩২।
১৩. বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০২।
১৪. ফাতাহ-২, বুখারী ও মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯৮।
১৫. বুখারী ও মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯৮।

মনীষী চরিত

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

হাদীছ শাস্ত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের অবদান সর্বজনবিদিত। মিসরের ইসলামী আইন ইনষ্টিটিউট (مدرسة القضاء الشرعي) -এর ইসলামী শরী'আর প্রফেসর মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয আল-খাওলী বলেন,

ولا يوجد فى الشعوب الاسلامية- على كثرتها و اختلاف اجناسها- من وفى الحديث قسطه من العناية فى هذا العصر، مثل إخواننا مسلمى الهند، أولئك الذين وجد بينهم حفاظ للسنة، ودارسون لها على نحو ما كانت تدرس فى القرن الثالث، حرية فى الفهم، ونظر فى الاسانيد-

'বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাবল্য এবং জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্নতা সত্ত্বেও আমাদের হিন্দুস্থানের মুসলিম ভাইগণের ন্যায় এমন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না, যারা হাদীছের ক্ষেত্রে তাদের যথোপযুক্ত দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। তাদের মধ্যে সুন্নাহ্র সংরক্ষক এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর ন্যায় মুক্তমন নিয়ে হাদীছ অধ্যয়নকারী এবং সনদ পর্যালোচনাকারী ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায়'।[১]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী (১৩৪০-১৪১৮ হিঃ) বলেন,

ولا شك أن الجهابذة الذين عاشوا لهذه السنة باعتراف كل صديق وعدو: هم علماء أهل الحديث من القرن الثالث حتى عصرنا هذا-

'শত্রু-মিত্র সকলের স্বীকৃতি অনুযায়ী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে অদ্যাবধি সুন্নাহ্র জন্য যে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি বেঁচে ছিলেন, তাঁরা হ'লেন আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম'।[২] হিজরী ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর এমনি এক মুহাদ্দিছ ছিলেন তিরমিযী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত আরবী ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র রচয়িতা আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। ইলমে হাদীছের মহীরুহ, জগদ্বিখ্যাত আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব, 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর খ্যাতনামা ছাত্র ছিলেন তিনি। শিক্ষকতা, গ্রন্থ রচনা, ফৎওয়া প্রদান, হাদীছের প্রচার-প্রসার ও আমল বিল হাদীছ হাদীছ (অনুযায়ী আমল)-এর জন্য যে সমস্ত আহলেহাদীছ বিদ্বান নিজেদের জীবনকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আল্লামা মুবারকপুরীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদান পূর্ণিমা রাতে মেঘমুক্ত আকাশে উদিত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। উপনাম আবুল উলা। তিনি ১২৮৩ হিঃ/১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার মুবারকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] সাধারণ্যে তিনি 'বড় মাওলানা ছাহেব' (بڑے مولانا صاحب) রূপে পরিচিত ছিলেন।[৪]

মুবারকপুরীর দাদা হাজী শায়খ বাহাদুর মুবারকপুর গ্রামের অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন। বাবা হাফেয আব্দুর রহীমও (মৃঃ ১৩৩০হিঃ/১৯১২ খৃঃ) বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান ছিলেন। তিনি 'বড় হাফেয ছাহেব' (بڑے حافظ صاحب) রূপে পরিচিত ছিলেন।[৫] তিনি কাযী ইমামুদ্দীন জৌনপুরীর কাছে কুরআন মাজীদ হিফয (মুখস্থ) করেন এবং তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন। হাফেয ও ক্বারী হিসাবে তাঁর মর্যাদা এতদূর উন্নীত হয়েছিল যে, মুবারকপুর ও তৎসন্নিকটস্থ এলাকার কোন হাফেয হিফয সম্পন্ন করার পর যদি তাঁকে কুরআন না শুনাত, তাহ'লে তাকে 'হাফেয' গণ্য করা হ'ত না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ এলাকার সকল হাফেয তাঁর শিষ্য ছিল।[৬]

তিনি নিজ এলাকার একজন প্রসিদ্ধ হেকিমও ছিলেন। তিনি সমকালীন বিশিষ্ট আলেমগণের কাছ থেকে হাদীছ, ফিক্বহ,

---

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস সুন্নাহ (মিসরঃ আল-মাতবা'আতুল আরাবিইয়াহ, ১৯২৮), পৃঃ ১৬৮-৬৯।*

২. *আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ ফী খিদমাতিস সুন্নাতিল মুত্বাহহারাহ (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ খৃঃ), পৃঃ ১১ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী লিখিত ভূমিকা দ্রঃ।*

৩. *মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, তাবি), পৃঃ ৫৩০ আব্দুস সামী' মুবারকপুরী লিখিত লেখকের জীবনী অংশ দ্রঃ; মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খৃঃ), পৃঃ ২৯৫।*

৪. *উর্দূ সাপ্তাহিক 'আল-ই'তেছাম', ৩০ এপ্রিল- ৬ মে ২০০৪, সংখ্যা ১৭, খণ্ড ৫৬, ৩১ শীশমহল রোড, লাহোর, পৃঃ ২১।*

৫. *মাওলানা কাযী আত্বহার মুবারকপুরী, তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর (মুম্বাইঃ রহীমী প্রেস, ১৯৭৪), পৃঃ ১৪৫ ও ১৩৬।*

৬. *ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (পাকিস্তানঃ মারকাযী জমঈয়তে ত্বালাবায়ে আহলেহাদীছ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১ হিঃ/১৯৮১ খৃঃ), পৃঃ ৩২২।*

মানতেক্ব, দর্শন, নাহু, ছরফ প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে কাযী মুহাম্মাদ মিছলীশহরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ফয়যুল্লাহ মউবী এবং মোল্লা মুহাম্মাদ হুসামুদ্দীন মউবীর (মৃঃ ১৩১০হিঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭]

পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জনের পর তিনি পাঠদানে নিয়োজিত হন। তাঁর ছাত্রদের মাঝে হাফেয শাহ্ নিযামুদ্দীন সিরয়ানবী এবং 'সীরাতুল বুখারী' (ইমাম বুখারীর জীবন চরিত)-এর লেখক, বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর (১২৮৯-১৩৪২ হিঃ/১৮৭১-১৯২৪ খৃঃ) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৮]

মুবারকপুর এবং উহার আশপাশে আহলেহাদীছ মতাদর্শের প্রচার ও প্রসারে তিনি বিরাট ভূমিকা পালন করেন।[৯] ইমাম খান নওশাহরাবীর ভাষ্য মতে, তিনি মুবারকপুরে প্রথম আমল বিল হাদীছ (হাদীছ অনুযায়ী আমল)-এর সূচনা করেন।[১০]

শিক্ষাঃ

মুবারকপুরীর খান্দান জ্ঞানে-গুণে এবং তাক্বওয়া-পরহেযগারিতার প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ ছিল। এ রকম ধর্মীয় পবিত্র পরিবেশে মুবারকপুরী মুবারকপুরে বাবার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।[১১]

তিনি বাল্যকালে কুরআন মাজীদ খতম করেন এবং উর্দূ ও ফার্সী ভাষার বেশ কিছু পুস্তিকা অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বাবা ও নিজ গ্রামের ওলামায়ে কেরামের কাছে সাহিত্য, রচনা (إنشاء) ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত ফার্সী গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। এগুলিতে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং সহপাঠীদের ছাড়িয়ে যান। অতঃপর পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও শহরে ভ্রমণ করে মাওলানা হুসামুদ্দীন মউবী (মৃঃ ১৩১০ হিঃ), মাওলানা ফয়যুল্লাহ মউবী (মৃঃ ১৩১৬ হিঃ), মাওলানা খোদাবখশ মেহরাজগঞ্জী (মৃঃ ১৩৩৩ হিঃ), মাওলানা মুহাম্মাদ সেলীম ফিরয়াবী (মৃঃ ১৩২৪ হিঃ) প্রমুখ খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের কাছে নাহু, ছরফ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, মানতেক্ব প্রভৃতি শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন।[১২]

মাওলানার বয়স যখন কিছুটা বাড়ল এবং প্রচলিত জ্ঞানের কিছু গ্রন্থ পড়া শেষ করলেন, তখন উচ্চশিক্ষা লাভের উদগ্র বাসনায় গাযীপুরের 'চশমায়ে রহমত' মাদরাসায় গমন করলেন। মুবারকপুর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত উক্ত মাদরাসাটির খ্যাতি তখন তুঙ্গে। সেখানে আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ছাড়াও হিন্দী, সংস্কৃতি ও ইংরেজী পড়ানো হ'ত।[১৩] তিনি সেখানে গিয়ে দীর্ঘ ৫ বছর মাওলানা হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরীর (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ) নিকট একাগ্রচিত্তে নাহু, ছরফ, ইলমে মা'আনী, সাহিত্য, মানতেক্ব, দর্শন, অংক, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, হাদীছ, উছূলে হাদীছ, তাফসীর, উছূলে তাফসীর প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন।

মুবারকপুরীকে গাযীপুরী ছাহেব অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি তাঁকে দিল্লীতে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২৪১-১৩২০ হিঃ) কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বাবার অনুমতি নিয়ে তিনি দিল্লীতে পাড়ি জমালেন। তখন তিনি ১৯ বছরের টগবগে যুবক আর মিয়াঁ ছাহেবের বয়স ৮৬ বছর। তিনি তাঁর কাছ থেকে ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ, নাসাঈ'র শেষাংশ, ইবনু মাজাহ'র প্রথমাংশ, মিশকাতুল মাছাবীহ, বুলূগুল মারাম, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বায়যাবী, হেদায়া'র প্রথমাংশ, নুখবাতুল ফিকারের অধিকাংশ ভাষ্য অধ্যয়ন করেন এবং কুরআন মাজীদের ২৪ পারা পর্যন্ত তর্জমা শুনান। ১৩০৬ হিজরীতে তিনি তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা সমাপনী সনদ ও 'ইজাযাহ'* লাভ করেন।[১৪] সনদের শেষে মিয়াঁ ছাহেব নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখেন-

وأوصيه بتقوى الله تعالى في السر والعلانية
وأشاعة السنة السنية بلاخوف لومة لائم-

'প্রকাশ্য ও গোপনে আমি তাঁকে আল্লাহভীতি ও নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করে সুন্নাহর প্রসারের অছিয়ত করছি'।[১৫]

এছাড়া ১৩১৩ হিজরীতে তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয মিছলীশহরী ও ১৩১৪ হিজরীতে কাযী হুসাইন বিন মুহসিন আনছারী ইয়ামানীর নিকট থেকে সনদ লাভ করেন।[১৬]

কর্মজীবনঃ

মুবারকপুরীর বাবা হাফেয আব্দুর রহীম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'মাদরাসা দারুত তা'লীম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৩ হিজরীতে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বাবার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতে পাঠদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে উক্ত মাদরাসার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন।[১৭]

---

৭. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।*
৮. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৩৬-৩৭।*
৯. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।*
১০. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৩।*
১১. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৫।*
১২. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৬; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৩০; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৪; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৫; আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।*
১৩. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।*

* *উছূলে হাদীছের পরিভাষায় শিক্ষক ছাত্রকে তাঁর নিকট থেকে শ্রুত বিষয় অথবা তাঁর রচিত কোন গ্রন্থ বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করাকে 'ইজাযাহ' বলা হয়। চাই তিনি তাঁর উক্ত বিষয় শ্রবণ করুন অথবা পাঠ করুন। দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আছ-ছাব্বাগ, আল-হাদীছুন নববী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৪০২ হিঃ/১৯৮২ খৃঃ), পৃঃ ২০৯।*

১৪. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৩১-৩২; তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৬; আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫-১৬।*
১৫. *তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।*
১৬. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ পৃঃ [illegible] মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৬-৪৭; [illegible]*
১৭. *আবেদ হাসান রহমানী ও [illegible] আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত ([illegible] সালাফিয়া, ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ খৃঃ), পৃঃ ৯৪।*

এ মাদরাসায় পাঠদানের পাশাপাশি তিনি ফৎওয়া লিখার খিদমতও আঞ্জাম দিতেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই এই মাদরাসার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দূর-দূরান্তের জ্ঞান পিপাসুরা এখানে এসে তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে। 'মাদরাসা দারুত তা'লীম'-য়ে পাঠদান ছাড়াও তিনি গোণ্ডা, বস্তী প্রভৃতি যেলায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উক্ত যেলাসমূহের লোকজন তাঁর দাওয়াতে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়।[১৮]

তিনি উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা যেলার বলরামপুরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি কিছুদিন কুরআন-হাদীছের দরস দেন। ১৩৩৯ হিঃ/১৯০৪ বা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত যেলার আল্লাহনগর গ্রামে 'ফায়যুল উলূম' মাদরাসা এবং ১৯০৭ সালে বোনঢেয়ার গ্রামে 'জামে'আ সিরাজুল উলূম' প্রতিষ্ঠা করেন। শেষোক্ত মাদরাসায় তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঠদান করেন।[১৯] উল্লেখ্য, 'জামে'আ সিরাজুল উলূমে' অধ্যাপনাকালে তিনি তিরমিযী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত আরবী ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' রচনা শুরু করেন।[২০] মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র মাওলানা ইবরাহীম আরাভী (মৃঃ ১৩২০ হিঃ) বিহারের আরাহ যেলায় 'মাদরাসা আহমাদিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। মুবারকপুরীর শিক্ষক হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী সেখানকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর নির্দেশে তিনি ১৯১০ সালে এ মাদরাসায় এসে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন।[২১] অল্প সময়ের ব্যবধানে এই মাদরাসার খ্যাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ইলমে দ্বীন হাছিলের জন্য দূর-দূরান্তের ছাত্ররা ছুটে আসে এখানে। এ মাদরাসা থেকে তাঁর যে সমস্ত ছাত্র ফারেগ হন, তাঁরা পরবর্তীতে কুরআন-সুন্নাহ্র ঝাণ্ডা নিয়ে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন এবং কুরআন-সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২২]

এছাড়া তিনি কলকাতায় 'দারুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ' মাদরাসায় কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি আর কোন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেননি। বরং আমৃত্যু বাড়ীতে অবস্থান করে লেখনীর মাঝে নিজেকে সর্বৈব ডুবিয়ে দেন।[২৩]

কা'বা শরীফে হাদীছের পাঠদানের আমন্ত্রণঃ

মুহাদ্দিছ হিসাবে আল্লামা মুবারকপুরীর খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। সেকারণ তদানীন্তন সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন আব্দুর রহমান তাঁকে কা'বা শরীফে হাদীছের দরস দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সে সময় তিনি তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা 'তুহফাতুল আহওয়াযী' লিখছিলেন বিধায় বাদশাহ্র আহ্বানে সাড়া দেননি।[২৪]

ছাত্রমণ্ডলীঃ

মুবারকপুরী জীবনের এক তৃতীয়াংশ (২২/২৩ বছর) মুবারকপুর, বস্তী, আরাহ, কলকাতা, গোণ্ডা প্রভৃতি স্থানের মাদরাসা সমূহে শিক্ষকতা করেন। এ সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হ'লেন-

১. 'সীরাতুল বুখারী' (ইমাম বুখারীর জীবন চরিত) গ্রন্থের রচয়িতা মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী।
২. মিশকাতের বিশ্ববিশ্রুত আরবী ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ'-এর রচয়িতা আল্লামা ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী।
৩. জার্মানীর বন ইউনিভার্সিটির আরবী ভাষার অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ তাকিউদ্দীন বিন আব্দুল ক্বাদের আল-হেলালী আল-মাগরেবী।
৪. উর্দূ ভাষায় রচিত 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (আহলেহাদীছ ও রাজনীতি) গ্রন্থের রচয়িতা মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী আমলুবী।
৫. হাফেয আব্দুল্লাহ নাজদী অতঃপর মিসরী।
৬. রুকাইয়া বিনতে আল্লামা খলীল।
৭. মাওলানা আব্দুল জব্বার গোন্দলবী জয়পুরী।
৮. মাওলানা আব্দুস সামী' মুবারকপুরী (ইনি 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র মুক্বাদ্দিমা খণ্ডের শেষে আল্লামা মুবারকপুরীর তথ্যবহুল জীবনী লিখেছেন)।
৯. মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন আছারী।
১০. মাওলানা আমীন আহসান ইছলাহী।
১১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক আছারী।
১২. মাওলানা শাহ্ মুহাম্মাদ সিরয়ানবী।
১৩. মাওলানা আব্দুর রাযযাক ছাদেকপুরী।
১৪. মাওলানা আব্দুছ ছামাদ মুবারকপুরী।
১৫. মাওলানা আব্দুর রহমান নগরনাহসাবী।
১৬. মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর মুবারকপুরী।
১৭. মাওলানা আবূ নু'মান আব্দুর রহমান মউবী।
১৮. মাওলানা নে'আমাতুল্লাহ বারদোয়ানী।
১৯. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুবারকপুরী।
২০. মাওলানা আব্দুল হাকীম ফতেহপুরী।
২১. মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর টোংকী।
২২. মাওলানা মুহাম্মাদ আছগার মুবারকপুরী।
২৩. মাওলানা হাকীম ইলাহীবখ্শ মুবারকপুরী প্রমুখ।[২৫]

---

১৮. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।*
১৯. *জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ৬৮, ৭২; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৫-৯৬; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫০২; আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।*
২০. *জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ৬৮।*
২১. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।*
২২. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৫।*
২৩. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৮; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৬।*
২৪. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫০; আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।*
২৫. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫১; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ৯৪; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭-৩৮; আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭-১৮।*

[চলবে]

হাদীছের গল্প

ষড়যন্ত্রের অন্তরালে চিরন্তন সত্যের বিজয়

*হাসিবুদ্দৌলা**

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (বনী ইসরাঈলের মধ্যে) তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই দোলনায় কথা বলেনি। (এক) ঈসা ইবনু মারইয়াম (দুই) ছাহেবে জুরাইজ (জুরাইজের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বাচ্চা)। জুরাইজ একজন আবেদ বান্দা ছিলেন। তিনি নিজের জন্য একটি ইবাদতগাহ তৈরী করে যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে তার মা আসলেন। এ সময় তিনি ছালাতে রত ছিলেন। তার মা বললেন, হে জুরাইজ! তখন তিনি (মনে মনে) বলেন, হে প্রভু! আমার ছালাত ও আমার মা। জুরাইজ ছালাতেই রত থাকলেন। তার মা চলে গেলেন। পরবর্তী দিন তার মা আসলেন। এবারও তিনি ছালাতে মগ্ন ছিলেন। তার মা তাকে ডাকলেন, হে জুরাইজ! তিনি (মনে মনে) বলেন, হে প্রভু! আমার মা ও আমার ছালাত এবং ছালাতে রত থাকলেন। পরবর্তী দিন এসেও তার মা তাকে ছালাতে রত অবস্থায় দেখলেন। তিনি ডাকলেন, হে জুরাইজ! তিনি (মনে মনে) বলেন, হে প্রভু! আমার মা ও আমার ছালাত। তিনি তার ছালাতেই ব্যস্ত থাকলেন। তার মা বললেন, হে আল্লাহ! একে তুমি যেনাকারী নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দিও না।

বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ ও তার ইবাদতের চর্চা হ'তে লাগল। এক ব্যভিচারী নারী ছিল। সে উল্লেখযোগ্য রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিল। সে বলল, তোমরা যদি চাও আমি তাকে (জুরাইজ) বিভ্রান্ত করতে পারি। সে তাকে ফুসলাতে লাগল, কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। অতঃপর সে তার গৃহের কাছাকাছি এলাকায় এক রাখালের কাছে আসল। সে নিজের উপর তাকে অধিকার দিল এবং উভয়ে যেনায় লিপ্ত হ'ল। এতে সে গর্ভবতী হ'ল। সে বাচ্চা প্রসব করে বলল, এটা জুরাইজের সন্তান। বনী ইসরাঈলরা (ক্ষিপ্ত হয়ে) তার কাছে এসে তাকে ইবাগাতগাহ থেকে বের করে আনল এবং ইবাগতগাহ ধূলিস্যাৎ করে দিল। তাকে মারধর করতে লাগল। জুরাইজ বলেন, তোমাদের কি হয়েছে?

তারা বলল, তুমি এই নষ্টা মহিলার সাথে যেনা করেছ। ফলে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তিনি বললেন, শিশুটি কোথায়? তারা শিশুটিকে নিয়ে আসল। জুরাইজ বললেন, আমাকে একটু সুযোগ দাও ছালাত আদায় করে নেই। তিনি ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষ করে তিনি শিশুটির কাছে এসে তার পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করলেন, হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে বলল, আমার পিতা অমুক রাখাল। উপস্থিত লোকেরা তখন জুরাইজের দিকে আকৃষ্ট হ'ল এবং তাকে স্বন করতে লাগল। তারা বলল, এখন আমরা তোমার ইবাদতগাহটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। তিনি বললেন, দরকার নেই, বরং পূর্বের মত মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও। অতঃপর তারা তার ইবাদতগাহ পুনঃনির্মাণ করে দিল।

(তিন) একটি শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় একটি লোক দ্রুতগামী ও উন্নত মানের একটি পশুতে সওয়ার হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তার পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল উন্নত। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে এই ব্যক্তির মত যোগ্য কর। শিশুটি দুধপান ছেড়ে দিয়ে লোকটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তির মত করো না? (বর্ণনাকারী বলেন) আমি যেন এখনও দেখছি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিশুটির দুধপানের চিত্র তুলে ধরছেন এবং নিজের তর্জনী মুখে দিয়ে চুষছেন। তিনি (নবী) (ছাঃ) বলেন, লোকেরা একটি বাঁদিকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল। আর বলছিল, তুমি যেনা করেছ এবং চুরি করেছ। মেয়ে লোকটি বলছিল, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম অভিভাবক। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানকে এ নষ্টা নারীর মত কর না। শিশুটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে মেয়ে লোকটির দিকে তাকাল, অতঃপর বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই নারীর মত কর'।

এই সময় মা ও শিশুটির মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। মা বলল, একটি সুঠাম ও সুন্দর লোক চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ যোগ্য করে দাও। তুমি প্রতিউত্তরে বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এর মত করো না। আবার এই ক্রীতদাসীকে লোকেরা মারধর করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে এবং বলছে, তুমি যেনা করেছ এবং চুরি করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ কর না। আর তুমি বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ কর। শিশুটি এবার জবাব দিল, প্রথম ব্যক্তি ছিল স্বৈরাচারী যালেম। সেজন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ আমাকে এ ব্যক্তির মত কর না। আর এই মেয়ে লোকটিকে তারা বলল, তুমি যেনা করেছ। প্রকৃতপক্ষে সে যেনা করেনি। তারা বলল, তুমি চুরি করেছ। আসলে সে চুরি করেনি। এজন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে এই মেয়ে লোকটির মত কর *(বুখারী ও মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২৫৯)*।

হাদীছের শিক্ষাঃ প্রিয় পাঠক! অত্র নাতিদীর্ঘ হাদীছটিতে অনেকগুলি শিক্ষা পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তা হ'ল- (১) শিশুরা দোলনায় সাধারণত কথা বলতে পারে না; কিন্তু মহান আল্লাহ্র বিশেষ নিদর্শন হেতু তারা কথা বলতে সক্ষম হয়েছে স্রেফ সত্য প্রকাশের মহান লক্ষ্যে। (২) আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা থাকলে কেউ পদস্খলন ঘটাতে পারবে না। (৩) কোন হক্বপন্থী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র করা হোক না কেন, তা একদিন সত্যরূপে প্রকাশ হবেই এবং ষড়যন্ত্রকারীরা লজ্জিত হবে। ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হবে। (৪) ছালাত মাহাত্ম্যপূর্ণ ইবাদত। ছালাতের সময় অন্যদিকে মনোযোগ দেয়া যাবে না। (৫) আমরা যাকে ভাল মনে করি প্রকৃতপক্ষে সে ভাল নাও হ'তে পারে। পক্ষান্তরে যাকে খারাপ মনে করি প্রকৃতপক্ষে সে খারাপ না হয়ে ভালও হ'তে পারে। আসুন! এই হাদীছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাই। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন! আমীন!!

* এস,কে বাজার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

চিকিৎসা জগৎ

অ্যাজমা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিকার

অ্যাজমার প্রধান কারণ হ'ল এলার্জি। তাই এলার্জি পরীক্ষা করে যার যে ধরণের এলার্জি আছে তা পরিহার করে চলতে হবে। এলার্জি ভ্যাকসিন মাইট নামক একটি কীট ধূলার সাথে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি করে, তাই ঘরকে সব সময় ধুলামুক্ত রাখতে হবে। দৈনিক অন্তত একবার ঘরের মেঝে, আসবাবপত্র মুছতে হবে ভিজা কাপড় দিয়ে। ঘরে কার্পেট না থাকা ভাল। ঘর ঝাড়ু না দেয়াই ভাল, যদি দিতে হয় তবে মুখে মাস্ক, রুমাল, কাপড় বেঁধে নিতে হবে। ট্রাঙ্ক বা আলমারীতে অনেকদিন কাপড়-চোপড় থাকলে তা নতুন করে ধুয়ে বা রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করতে হবে। শীতের প্রারম্ভে শীতবস্ত্র নতুন করে ধুয়ে ব্যবহার করতে হবে, নতুবা রোদে ভাল করে শুকাতে হবে। লেপ অন্তত ৪/৫ দিন ভাল করে রোদে দিতে হবে। তোষক ও বালিশের উপর রেক্সিনের কাভার দেওয়া ভাল।

কারো কারো ফুলের রেণু থেকে এলার্জি হয়, তাই তাদেরকে ঐ ফুল থেকে দূরে থাকতে হবে। ঘর যেন স্যাঁতস্যাঁতে না থাকে, সেদিকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। শীতকালে যথাসম্ভব গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। এলার্জি জাতীয় জিনিস নয়, অথচ শ্বাসকষ্ট বাড়ায় এমন জিনিস পরিহার করতে হবে। যেমন- গুঁড়ো মসলা, ধান, চাল, ডাল ঝাড়া বা বাছা। গাড়ীর ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্য রুমাল ব্যবহার করতে হবে।

যে কোন ঝাঁঝালো গন্ধ থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমনঃ চুনকামের গন্ধ, মশা মারার ওষুধ, মসলা ভাজার গন্ধ, সেন্ট স্প্রে, পারফিউমের গন্ধ ইত্যাদি। এছাড়া যেকোন ধুলা, ধোঁয়া, বর্ষা, কুয়াশাকে যথাসম্ভব পরিহার করে চলতে হবে।

ধূমপান পরিহার করতে হবে, এমনকি কেউ ধূমপান করলে নাকে রুমাল দিতে হবে। বাচ্চাদের অ্যাজমা থাকলে তাদের স্বার্থে পরিবারের অন্য সদস্যদের অবশ্যই ধূমপান পরিহার করতে হবে। পরিশ্রম বা দৌড়াদৌড়ি করলে যদি শ্বাস বাড়ে তবে উপযুক্ত ওষুধ সেবনের পর তা করতে পারেন। কোন খাদ্যে এলার্জি থাকলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। ঠাণ্ডা জিনিস, যেমন আইসক্রীম খাওয়া যাবে না। জ্বর ও ব্যথার জন্য অ্যাসপিরিন ও উচ্চ রক্তচাপ বা বুক ধড়ফড় করার জন্য বিটা ব্লকার যেমন- ইনডেভার, অ্যাডলক খাওয়া যাবে না। পেশাগত কারণে অ্যাজমা হ'লে প্রথমে চেষ্টা করতে হবে কাজকে কিছুটা পরিবর্তন করতে, নতুবা পেশা বদলাতে হবে। মানসিক চাপ কমাতে হবে।

ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসাঃ অ্যাজমা একটি দীর্ঘস্থায়ী অসুখ। তাই ওষুধও দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে হবে। এখনও এমন কোন ওষুধ পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়নি, যার দ্বারা অ্যাজমা সম্পূর্ণভাবে ভাল হয়ে যায়। তবে আজকাল যে ধরনের ওষুধ পাওয়া যায় তা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অ্যাজমাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সম্ভব।

অ্যাজমা রোগের ওষুধ ২ ধরনেরঃ

শ্বাসনালী প্রসারক ওষুধঃ এই জাতীয় ওষুধগুলি সরাসরি শ্বাসনালীর প্রসারণ ঘটিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে শ্বাসকষ্ট কমিয়ে দেয়।

প্রদাহ বিরোধী ওষুধঃ এ জাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহার করলে শ্বাসনালীতে প্রদাহ হ'তে পারে না, সেকারণে শ্বাসনালী সংকুচিত হয় না। ফলে শ্বাসকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এর ফলে রোগী সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।

এলার্জি ভ্যাকসিনঃ এই পদ্ধতির চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রথমে এলার্জি পরীক্ষা করে জেনে নিতে হয় কেন বা কি কারণে একজন লোকের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এরপর তাকে এলার্জি ভ্যাকসিন বা ইমুনোথেরাপী দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এই পদ্ধতিতে আইজিই'র মাত্রা কমে যায় এবং আইজিজি'র মাত্রা বাড়ে। আইজিই, এনটিজেন-এর সাথে মিলে মাস্ট সেল ভেঙ্গে অ্যাজমা অ্যাটাক ঘটায়। তাই আইজিই কম হয়ে এলারজেনের সংস্পর্শে এলেও শ্বাসকষ্ট হয় না। আইজিজি নিজেই মাস্ট সেল-এর সঙ্গে থেকে আইজিইকে মাস্ট সেল-এর সঙ্গে লেগে থাকতে বাধা দেয়। এই দু'টো পদ্ধতিতে এলার্জি ভ্যাকসিন কাজ করে, এটা পরীক্ষিত সত্য। তাই আজ এটা 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' কর্তৃক স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। উন্নত বিশ্বেও প্রতিটি হাসপাতালে এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশেও এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলছে।

উপসংহারঃ অ্যাজমা রোগ সম্বন্ধে রোগীকে সাময়িক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যে কারণে অ্যাজমা বাড়ে, সেগুলি পরিহার করার জন্য রোগীকে সতর্ক থাকতে হবে। অ্যাজমার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে হবে। কিভাবে ওষুধ ব্যবহার করা যায় তা জেনে নিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করা যাবে না। অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে না থাকলে বা হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

[এলোপ্যাথিক মতে অ্যাজমা সম্পূর্ণ রূপে নিরাময়ের কোন ঔষধ না থাকলেও হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে অ্যাজমা সম্পূর্ণ রূপে নিরাময়ের ঔষধ আছে বলে হোমিও ডাক্তাররা দাবী করেন। এমনকি অনেকে আরোগ্য লাভ করেছেন বলেও তারা জানান। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজন অভিজ্ঞ ডাক্তার, সিমটম অনুযায়ী সঠিকভাবে ঔষধ সিলেকশন এবং ভাল ঔষধ। এতদ্ব্যতীত অ্যাজমার ক্ষেত্রে টোটকা চিকিৎসাও ফলপ্রসূ। আল্লাহ পাকই সকল রোগের প্রকৃত শিফা দানকারী। -সম্পাদক]

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

জোট সরকার জবাব চাই

- আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষীপুর, বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

ফন্দি কারার বন্দীশালায়
ডঃ গালিব বন্দী যে
বন্দী কেন কোন্‌সে দোষে
এ জবাব আজ দিবে কে?
গ্রেফতার করে সন্দেহ ভরে
জোট সরকারের পুলিশে
দুই হাযার পাঁচ সালে
ফেব্রুয়ারীর তেইশে।
জোট সরকারের জোটের ফাঁদে
শ্রেষ্ঠ আলিমগণ পড়ছেন আজ
দুষ্টের পালন শিষ্টের দমন
এই বুঝি আজ জোটের কাজ!
আহলেহাদীছ আন্দোলনের
যুগশ্রেষ্ঠ নেতা সে
প্রমাণ তার লেখনী আর
পিএইচডি থিসিস।
ভার্সিটির প্রবীণ প্রফেসর তিনি
সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত
মিথ্যা মামলায়, জেল যুলুমে
আজকে সবাই দুঃখিত।
পাক কুরআন আর ছহীহ হাদীছ
নিয়েই তাঁর আন্দোলন
তাই তো বুঝি আজ বিশ্বব্যাপী
ঘটেছে এর বিস্ফোরণ।
শিরক বিদ'আতের কাল বন্যায়
ইসলামী দেশ ডুবছে আজ
ফিরকাবন্দীর ধ্বংসলীলায়
মেতেছে আজ এই সমাজ।
তাওহীদের ঐ ঝাণ্ডা হাতে
ছুটছে এ দল বিশ্বময়
আল্লাহ্‌র পথে ফিরিয়ে নিতে
রোধ করতে অবক্ষয়।
জান্নাতের ঐ পথে যেতে
পথ দেখাবে আল-কুরআন
তাই তো এ দল দ্বীন প্রচারের গড়েছে কতই প্রতিষ্ঠান।
শিশু-কিশোর যুবক থেকে
পিতৃহারা ইয়াতীম তাই
নারী-পুরুষ বয়স্করাও
হেথায় দ্বীনের শিক্ষা পায়।
বিপদগামী মানুষগুলি
শান্তির পথে আসলে ফিরে
চিরশান্তির পবন প্লাবন
বইবে সারা বিশ্ব জুড়ে।
জঙ্গীবাদ আর সন্ত্রাসী কাজ
নয়তোরে ভাই এঁদের কাজ
জঙ্গীবাদের বাদ অপবাদ
মিথ্যা করে চাপায় কারা আজ?
আব্দুছ ছামাদ সালাফী আর
নূরুল ইসলাম আযীযুল্লা
এরাও কি আর কোন কালে
কখনও করেছে হল্লা?
এরা সবাই ভাল মানুষ
ভাল কাজেই সময় কাটায়
সৎ মানুষ ভাল করেই
জানে দেশের সব জায়গায়।
মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কেবল
শ্রেষ্ঠ নেতাদের রাখছে পুরে
যালিম শাসক শোষকদের তাই
ঘৃণা ছড়ায় বিশ্ব জুড়ে।
বিশ্বের সেরা দুষ্টের দেশ
দুর্নীতিবাজ বলে খ্যাত
বারে বারে বিশ্ব মাঝে
সবার কাছে হচ্ছে জ্ঞাত।
এদেশের লোক বিশ্ব মাঝে
ছিল একদিন সম্মানী
জোট সরকারের দুঃশাসনে
হ'তে হবে কি বদনামী?
জঙ্গীবাদ আর চরমপন্থী
দুর্নীতিবাজ সন্ত্রাসী
উন্নয়ন আর সুখ-শান্তি
নিচ্ছে দেশের সব গ্রাসী।
এদের সাথে নেইকো কভু
আহলেহাদীছ আন্দোলন
বিরুদ্ধে তার আছে কতই
গালিব স্যারের বই লিখন।
বক্তৃতা আর ক্যাসেট ফিতায়
বাংলাদেশের সকল জায়গায়
জাগরণীর সুর আওয়াযে
নিদমহলের ঘুম ভাঙ্গায়।
এতো কিছু জানার পরেও
নেতারা কেন জেলে তাই
দেশের দশের সবার কাছে
জোট সরকার জবাব চাই।

***

ভয় কর

- মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
পান্নাপাড়া বি.এম. কলেজ
চারঘাট, রাজশাহী।

হে রিপোর্টার, ভয় কর সেই রিপোর্টারদের
যারা লিখছে তোমার সকল কর্মের রিপোর্ট।
ভয় কর তাদের যারা শোনে না-কোন
পকেট মামার সাপোর্ট।
ভয় কর তাদের যারা লিখছে রিপোর্ট
বিশ্ব প্রভুর তরে।
নেইকো যাদের আহার-নিদ্রা
তন্দ্রা কভু না ধরে।
তোমার রিপোর্টে থাকে শত শত

হাযারো শিরোনাম।
তাদের শিরোনাম শুধু, ভাল ও মন্দ
লিখে দুই স্কন্ধে ডান-বাম।
হোক না তোমার ফিল্ম ক্যামেরা
শক্তিশালী যত।
কালের স্রোতে একদিন তাহা
হবে ক্ষত-বিক্ষত।
ভয় কর সেই রিপোর্টকে যাহা
তোমার কর্মফল
যে রিপোর্টে কভু
হবে না বিন্দুসম ভুল।
ভয় কর তুমি সেই রিপোর্টকে
যার পরিচালক স্বয়ং বিশ্বপ্রভু।
যে রিপোর্টে বিন্দুসম
গোপন থাকে না কভু।
ভয় কর সেই রিপোর্টকে যার
তিল কভু না হয় তাল।
স্মরণ কর সেই স্থানের কথা
যেথায় থাকবে অনন্তকাল।

***

মুছা যাবে না

- এস, আলম
ফুলসারা, চৌগাছা, যশোর।

ওরা চেয়েছিল চিরদিনের মত অহি-র দুর্বার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে
হাযারও অসত্যের গ্লানি ঢেলে;
চারিদিকে উঁচু দেওয়াল, বিশ্বাসঘাতকতা আর
ষড়যন্ত্রের গভীর জাল মেলে।
সেই মীরজাফর, বিন উবাই আরো কত মানুষ রূপী শয়তান
এখনও এদেশেতে রয়,
কেউ নেই ডঃ গালিবের পক্ষে, ওদের নীল নক্সাতে বারংবার
সে কথায় তো কয়!
লক্ষ লক্ষ সালাফীর সাথে তাওহীদী জনতার রাজপথে বজ্রকণ্ঠ
গগন বিদীর্ণ করে সবে,
আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তারা জানিয়ে দিল
না-না-না অহি-র দাওয়াত এদেশ থেকে
কোনদিন মুছে যাবে না, জয়ী তারা হবেই।
ওরা ভেবেছিল ডঃ গালিবকে পাঠালে জেলে
সবকিছু যাবে ভেঙ্গে,
উল্টো ওরা শংকিত এখন, কি হবে ভাই মোদের ভালে
সত্যের আত্মপ্রকাশ হ'লে!
ওদের তৈরী গোপন ষড়যন্ত্রের ফাঁস জেনে গেছে আজ
দেশপ্রেমিক গোটা জাতি,
ফিরে এসো হে তল্পিবাহক শাসকগোষ্ঠী! অনেক করেছ আর নয়
পুনঃ আত্মঘাতী।

***

আমরা আহলেহাদীছ

- এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আমরা দেশপ্রেমিক আহলেহাদীছ
সংগ্রামে বিজয় সেনা,
বাংলার ইতিহাস তোমাদের কারো
আছে কি ভাই জানা?
আমরা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ
সৈয়দ নেছার আলী তিতুমীর,
আমরা একাত্তরের বিজয় সেনানী
শ্রেষ্ঠ মহাবীর।
আমরা পরাধীন রাষ্ট্র স্বাধীন করেছি
ইংরেজ করেছি দূর,
আমাদের তাই আজ দাও সন্ত্রাসী অপবাদ
তোল জঙ্গীবাদী নব সুর।
আমরা কোন সন্ত্রাসী নই
নই জঙ্গীবাদী চরমপন্থী
মোরা স্বাধীনতার অগ্রদূত,
যুগে যুগে মোরা এনে দিয়েছি এই বাংলায়
স্বাধীনতার চিরসুখ।
আমরা আহলেহাদীছ এই বাংলার নাগরিক
এ দেশেরই গর্বের ছেলে,
ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রে কি করে
বন্দী করে মোদের রাখো জেলে।
মোরা বাংলার তিন কোটির অধিক আহলেহাদীছ
মুক্তি চাই ডক্টর গালিবের, আলোর দিশারী নির্ভিক,
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে
জীবন গড়ার মোরা অগ্রসৈনিক।

***

অন্যায় গ্রেফতার

- এস.এম. আমীনুল ইসলাম
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তোমাদের সন্দেহে আজ
ধৃত হইয়াছেন মহান গুণীজন,
নেই কোন অপরাধ
শুধু শুধু হারা হইয়াছেন স্বজন।
অযথাই ভোগ করিতেছেন কষ্ট
তাঁদের জীবনকে করেছ তমিস্র,
কি দোষে দোষী তাঁরা
সারা দেশবাসীর একই প্রশ্ন।
অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছ তাঁদের
বিগত হয়েছে কয় মাস,
পিশাচ দুরাত্মা তোমাদের মন
সেহেতু কষ্টে তাঁহাদের এই বাস।
মুসলিম কত রুদ্র তা জানে সারা বিশ্ব
সহিষ্ণু মন তাদের খর চঞ্চল,
ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবিধান চাই অতিসত্বর
নইলে রুষে উঠবে বাংলার সব অঞ্চল।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)-এর সঠিক উত্তর

১। ৭ দিনে
২। কখনো পৌঁছবে না
৩। সোনামণির কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মাত্র ৪ জন। সুতরাং ৮ জনের সফর করার প্রশ্নেই ওঠে না
৪। ৩ ঘণ্টা
৫। বিতর ছালাত ৬ রাক'আত হয় না।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দেশ পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১। ভুটান ২। নরওয়ে ৩। কানাডা
৪। কিউবা ৫। সিঙ্গাপুর।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। দিয়াশলাই কি দিয়ে তৈরী?
২। হীরক কি?
৩। তেঁতুল ও লেবুতে কোন এ্যাসিড থাকে?
৪। স্মেলিং সল্ট কি এবং এর দ্বারা কি কাজ হয়?
৫। শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায় কেন?

❒ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিশ্বের ইতিহাস)

১। মেসোপটোমিয়ার বর্তমান নাম কি?
২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় কত সালে?
৩। প্রথম 'ক্রুসেড' পরিচালনা করেন কে?
৪। প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয় কোন দেশে?

❒ আব্দুল্লাহিল কাফী
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

দক্ষিণ ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ২২ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ ফজর দক্ষিণ ডাঙ্গীপাড়া জামে মসজিদে সোনামণি শাকিলা আক্তারের কুরআন তেলাওয়াত ও খুরশিদা আক্তারের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। সমাপনী বক্তব্য রাখেন অত্র জামে মসজিদের ইমাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র মুহাম্মাদ হাশেম আলী।

রাধানগর, পাবনা ২৯ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় পাওয়ার হাউজপাড়াস্থ ইমাম বুখারী (রহঃ) ইসলামিক একাডেমীতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি সোনামণিদের শিষ্টাচার, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন রাজশাহী যেলার সোনামণি সহ-পরিচালক যিয়াউর রহমান, পাবনা যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের, অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও সহ-পরিচালক সরোয়ার আহমাদ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন ও জাগরণী পেশ করে সোনামণি যাকিয়া খাতুন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে সমাবেশ।

চন্ডিপুর, মণিরামপুর, যশোর ৩০ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় চন্ডিপুর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা জনাব নাছিরুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আশিকুর রহমানের পরিচালনায় এবং মাহবুবুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াত ও জাহাঙ্গীর আলমের ইসলামী জাগরণী পেশের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সিরাজুল হক। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন সেনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন সোনামণি যশোর যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও সহ-পরিচালক মাওলানা বযলুর রশীদ। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, সরকার সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে ভুল পদক্ষেপ নিয়েছেন। অবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির জন্য সরকারের কাছে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি।

ষষ্ঠীতলা, যশোর ১৫ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় স্থানীয় জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে সোনামণি সংগঠন যশোর যেলার উগ্যোগে সোনামণিদেরকে নিয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ আবুল কালাম, ডাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ বযলুর রশীদ, মাওলানা আব্দুর রশীদ, জনাব আব্দুস সালাম প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মূল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ও সোনামণির প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাবৃন্দকে সকল প্রকার ভ্রান্ত মতবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে দেশের সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন। সাথে সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ারও আহ্বান জানান। তাঁরা আরো বলেন, ডঃ গালিব জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে জড়িত নন এবং এই মতবাদের সমর্থকও নন। বরং দেশের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। অতএব সরকারের কাছে আমাদের জোর

দাবী ডঃ গালিবসহ কেন্দ্রীয় চার নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দিন।

মানিকহার, সাতক্ষীরা, ২২ এপ্রিল শুক্রবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি' মানিকহার থানার উদ্যোগে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য এক বিশেষ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তিন শতাধিক সোনামণি স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তারা উল্লেখ করে যে, ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি আমাদের নির্ভেজাল তাওহীদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজসেবী হওয়ার জন্য গড়ে তুলতে চেয়েছেন। আমরা তাঁর মুক্তি চাই। 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ বলেন, তিনি একজন দেশপ্রেমিক, বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং এ উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁকে জঙ্গী মতবাদের সমর্থক বলে যারা প্রচার করেছে তারা দেশ ও জাতির শত্রু। তাঁর গ্রেপ্তারে 'সোনামণি' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং কর্মীগণ গভীর ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেন। তারা অনতিবিলম্বে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপর নির্মম যুলুম বন্ধ ও তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাষ্টার আব্দুল গাফফার, মাষ্টার মানছুর রহমান, মাষ্টার রবীউল ইসলাম, মুহাম্মাদ আবুল কালাম, আব্দুর রব, হাফীযুর রহমান, ইমরান হোসেন প্রমুখ।

আমরা রাসূল সেনা

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
হামিদপুর, গাবতলী, বগুড়া।

আমরা সবাই রাসূল সেনা
শপথ নিচ্ছি আজ,
আল্লাহ যাতে হন খুশি
করব সবাই সেই কাজ।
নেতা মোদের মুহাম্মাদ,
পেয়েছি তাঁর সঠিক পথ,
তাঁর আদর্শে গড়ব এদেশ
মোরা নিয়েছি শপথ।
রাসূল মোদের মহান নেতা
দিয়েছেন সঠিক পথের দিশা,
সে পথে চলব মোরা, থাকব অটল
দলব সবই আসবে যত বাধার পাহাড়।

***

সোনার বাংলা

মুহাম্মাদ রকীব হাসান
চণ্ডিপুর, যশোর।

বাংলা আমার প্রিয় খুব
দেখতে শুধু নয়,
বাংলার মাটি সুন্দর অতি
ধন্য হ'লাম তাই।
ফুল ফসলে আছে
এই বাংলার বুক,
এই বাংলায় জন্ম নিয়ে
পেলাম অনেক সুখ।
বাংলার প্রকৃতির গুনে
আকাশ হয়েছে নীল,
এই বাংলায় মাটি ও মানুষে
আছে অনেক মিল।
কত শত নদী বয়ে গেছে
এই বাংলার বুকে,
সব শ্রেণীর মানুষ যেথায়
থাকে অনেক সুখে।
দেশটি হ'ল সোনার বাংলা
প্রিয় মাতৃভূমি,
এই বাংলায় জন্ম নিয়ে
ধন্য হ'লাম আমি।

***

অবিচার

মেহরাব হাসান মিঠু
চাঁদপুর, নাটোর।

এক মুঠো ভাত পাওয়ার
আশায় যারা দিন-রাত
করে নিরলস কাজ
তাদের কী মালিকও
দেয় সঠিক দাম।
গরীবের পেটে লাথি মেরে
যারা তৈরী করে
আকাশ ছোয়া দালান কোঠা
তাদের বিবেক কি
বাঁধা দেয় না
কেন তারা করে এই
অবিচার।
অর্থ নেই বলে কি
তাদের থাকবে না
সখ, আল্লাদ, আশা, প্রেম, ভালবাসা
গরীবের ঘাম ফেলা
তৈরী করা এই বাড়ি
চিরদিন কি থাকবে তাদের
বল-ছিন্ন-বীমে বল উচ্চস্বরে
না-না-না থাকবে না।
ছেড়ে যেতে হবে একদিন
তবে কেন এই অবিচার।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

মোবাইলে বাংলা এসএমএস

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলা এসএমএস আদান-প্রদানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে বুয়েটের মেধাবী চার শিক্ষার্থী। বুয়েটের কম্পিউটার কৌশল বিভাগের লেভেল-৩ টার্ম-২-এর চার শিক্ষার্থী হচ্ছেন- হাসান শি[illegible]দ্দীন, সুজয় কুমার চৌধুরী, নাহি মাহফুযা শাপলা ও মাহবুবুর রহমান। প্রত্যেকের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে তারা তাদের সংস্থার নামকরণ করেছে থ্রি এস-এম। এদিকে থ্রি-এসএম সংস্থার কারিগরি সহযোগিতায় সিটিসেল মোবাইল সম্প্রতি তাদের গ্রাহকদের জন্য বাংলা এসএমএস সার্ভিস চালু করেছে।

থ্রিএসএম কোম্পানীর দুই সদস্য শিহাব ও মাহবুব এ প্রযুক্তির ব্যাপারে জানায়, সম্পূর্ণ সফটওয়্যারটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জাভার সাহায্যে তৈরী করা হয়েছে। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে কাজ শুরু করে দু'সপ্তাহেই তারা কাজ শেষ করে। তবে সিটিসেলের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করে গত ২৬ এপ্রিল সফটওয়্যারটি হস্তান্তর করা হয়। ভবিষ্যতে তারা এ ধরনের অনেক কাজ করতে আগ্রহী বলে থ্রি-এসএম সদস্যরা জানান।

রেজিষ্ট্রেশন আইন কার্যকর হচ্ছে ১লা জুলাই, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে শরী'আ বহাল

ভূমি রেজিষ্ট্রেশনকে যুগোপযোগী ও নির্ঝঞ্ঝাট করার উদ্দেশ্যে আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর করা হচ্ছে রেজিষ্ট্রেশন (সংশোধন) আইন। আইনে ভূমি ক্রয়, বিক্রয়, বায়না, বন্ধকী সবকিছুকে নিবন্ধনের আওতায় আনা হবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়টি ইসলামী শরী'আ মোতাবেকই পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে সরকার কোন হস্তক্ষেপ করবে না। তবে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে মামলা-মোকদ্দমা এড়াতে বন্টননামা রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই আইনে।

২০০৪ সালের ৭ ডিসেম্বর রেজিষ্ট্রেশন (সংশোধন) আইনে প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করেন। ১৯০৮ সালের রেজিষ্ট্রেশন আইন সংস্কারের উদ্দেশ্যে আইনের এই সংশোধনী আনা হয়। আইন মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, দেশে দায়েরকৃত মামলার শতকরা ৭০ ভাগের বেশীই জমি ক্রয়-বিক্রয়, উত্তরাধিকার ও হেবাকে (দানপত্র) কেন্দ্র করে দায়ের করা হয়। জমি বায়না রেজিষ্ট্রেশনের বিধান না থাকায় এক জমি বিক্রির জন্য একাধিক লোকের সঙ্গে বায়নাপত্র করা হয়। সংশোধিত আইনে জমির বায়নাপত্রও রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে।

জমি বন্ধকীর ক্ষেত্রে অনিয়ম রোধে বন্ধকীরও রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। অস্থাবর হেবা সম্পত্তির রেজিষ্ট্রেশন স্বল্প মূল্যে করার বিধানও করা হয়েছে সংশোধিত আইনে। তবে ইতিপূর্বে যে সকল হেবা সম্পাদিত হয়েছে তার রেজিষ্ট্রেশন করা প্রয়োজন হবে না। ক্রয়-বিক্রয় ও বন্টনের ক্ষেত্রে যে সকল জমির রেজিষ্ট্রেশন হয়নি আইন প্রণয়নের ৬ মাসের মধ্যে সেগুলির রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে।

জমি রেজিষ্ট্রেশন আইন সংশোধনের ব্যাপারে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদূদ আহমাদ বলেছেন, প্রায় একশত বছরের পুরনো রেজিষ্ট্রেশন আইনকে যুগোপযোগী করার জন্যই সংশোধনী আনা হয়েছে। নতুন আইন কার্যকর হ'লে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে অনেক ঝামেলা কমে যাবে, বিবাদের আশংকাও কমবে। এতে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা দায়েরের হারও কমে যাবে। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে দেশের সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থায়।

১৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ করবে মার্কিন কোম্পানী

দেশে ১ হাযার ৭শ' ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ করবে নিউইয়র্কের বিখ্যাত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 'গ্লোবাল ভলকান এনার্জি ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি' (জিভিইএল)। এজন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৯০ কোটি মার্কিন ডলার। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে সহযোগিতা পেলে আগামী ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে বলে জিভিইএল ও বিনিয়োগ বোর্ডের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারকে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশে জৈব সার ও মিথেন গ্যাস উৎপাদনের আগ্রহের কথাও প্রকাশ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ, সার ও গ্যাস এই তিন প্রকল্পে মোট ১শ' ৪৭ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যে গত ৫ মে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ডের পক্ষে সদস্য মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম এবং জিভিইএল-এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড এফ গ্রাহাম সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

বিদ্যুতের অভাবে দেশে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বছরে ১০ হাযার কোটি টাকার ক্ষতি

প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অভাবে বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রেই কেবল বছরে কমপক্ষে ১০ হাযার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। আর এর ফলে জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে গড়ে ০.৫%। চাহিদানুযায়ী বিদ্যুৎ না পাবার কারণে শিল্পক্ষেত্রে বছরে প্রায় ৫ হাযার কোটি টাকার সরাসরি উৎপাদন ক্ষতি এবং মূল্য সংযোজনে আরো প্রায় ১২শ' কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষতি হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৩ হাযার কোটি টাকা। অপরদিকে শিল্প উৎপাদন বিঘ্নিত হওয়ায় দেশ বঞ্চিত হচ্ছে বছরে কমপক্ষে প্রায় ৩ হাযার কোটি টাকার রফতানী আয় বা বৈদেশিক মুদ্রা থেকে। গত ৪ মে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাষ্ট্রির (ডিসিসিআই) এক গোলটেবিল বৈঠকে দক্ষিণ এশিয়ার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা এ তথ্য তুলে ধরে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭ রাজ্যের মধ্যে আঞ্চলিক বিদ্যুৎ গ্রীড গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

'দক্ষিণ এশিয়ায় বিদ্যুতের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও বিদ্যুৎ বাণিজ্যের চতুর্দেশীয় বিকাশ অঞ্চলঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক এই গোলটেবিল বৈঠকে তারা বলেন, বিদ্যুতের এই আঞ্চলিক গ্রীড চালু হ'লে বছরে বাংলাদেশের কমপক্ষে ৬ হাযার কোটি টাকার বাড়তি আয় সম্ভব হবে এবং আরো প্রায় হাযার কোটি টাকার বিদ্যুৎ অপচয় রোধ হবে।

বিদ্যুতের প্রি-পেইড মিটার চালু হচ্ছে

লাগামহীন বিদ্যুৎ চুরি, সিস্টেম লস এবং গ্রাহক হয়রানি রোধের লক্ষ্যে জুন মাস থেকে বিদ্যুতের প্রি-পেইড মিটার রাজধানী ঢাকার এক অংশে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হ'তে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) মেধাবী ছাত্র-শিক্ষকরা এ প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে এবং সাফল্যজনকভাবে গত ১৫ মে থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথমবারের মত বিদ্যুতের এই প্রি-পেইড মিটার উৎপাদন শুরু করেছেন। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমূদ গত ১৫ মে দুপুরে বুয়েটে এই মিটার উৎপাদন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর (ডেসকো) অর্থানুকূল্যে এই প্রি-পেইড বিদ্যুৎ মিটার উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং জুন মাস থেকে ডেসকোর গ্রাহকদের বিনামূল্যে এই মিটার দেয়া হবে। এরপর সরকার সিদ্ধান্ত নিলে পর্যায়ক্রমে সারাদেশে বিদ্যুতের প্রি-পেইড মিটার চালু হবে।

এই মিটারের বিশেষত্ব হচ্ছে এতে বিলের কোন ঝামেলা নেই, নেই কোন মিটার রিডারের ব্যবস্থা। ফলে চুরিরও কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া এই মিটার বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজ ও হাই-ভোল্টেজ থেকে ঘরের সকল বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র রক্ষা করবে এবং লো-ভোল্টেজ বা হাই-ভোল্টেজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। আবার স্বাভাবিক বিদ্যুতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা চালু হবে। এই মিটার ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে নাম ঠিকানাসহ একটি ইলেক্ট্রনিক কার্ড দেয়া হবে, যা অনেকটা ব্যাংকের এটিএম কার্ডের মত। একজন গ্রাহক প্রতি মাসে বা বছরে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে চান তার সমপরিমাণ টাকা পূর্বেই বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দিষ্ট ডিলার থেকে ঐ কার্ডে রিচার্জ করে নিয়ে আসবেন। এরপর কার্ডটি মিটারের নির্দিষ্ট স্থানে ঢুকিয়ে কিছু সময় রাখলেই পুরো টাকার হিসাব মিটারে চলে আসবে এবং মিটার চালু হবে। যতক্ষণ মিটারে টাকা থাকবে ততক্ষণ মিটার চালু থাকবে এবং টাকা শেষ হয়ে গেলে সাথে সাথেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আবার কার্ড রিচার্জ করলে মিটার সচল হবে। তবে রাতে কিংবা ছুটির দিনে মিটার বন্ধ হবে না গ্রাহকের স্বার্থেই। আর টাকা শেষ হওয়ার কয়েকদিন আগে থেকেই মিটারে সতর্ক সংকেত পাওয়া যাবে। প্রতিদিন বা প্রতি ঘণ্টায় কি পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে এবং সেই সাথে কি পরিমাণ টাকা কাটা হচ্ছে তা সবসময় এই মিটারের স্ক্রীনে দেখা যাবে।

নতুন পে-স্কেল ঘোষণা

সর্বোচ্চ ২৩ হাযার এবং সর্বনিম্ন ২৪ শ' টাকা মাসিক বেতন নির্ধারণ করে নতুন জাতীয় বেতন-স্কেল ঘোষণা করা হয়েছে। ৮ লাখ ২৮ হাযার সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, সামরিক বাহিনীর ১ লাখ ৪০ হাযার সদস্য এবং বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার এমপিওভুক্ত ৫ লাখ ৬০ হাযার শিক্ষক এই বর্ধিত বেতন সুবিধা পাবেন। তিন ধাপে প্রদত্ত এই বর্ধিত বেতনের জন্য মোট খরচ হবে ৩ হাযার ৯শ' ৭৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রথম ধাপের জন্য ৫শ' ৬৭ কোটি টাকা, দ্বিতীয় ধাপে ১ হাযার ৬শ' ৪৩ কোটি টাকা এবং তৃতীয় ধাপে ১ হাযার ৭শ' ৬৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। গত ১৬ মে মন্ত্রীসভা বৈঠকে নতুন বেতন স্কেল অনুমোদন করা হয়েছে।

চলতি বছরের ১লা জানুয়ারী হ'তেই নতুন স্কেল কার্যকর করা হ'ল। আগামী মাসের বেতনের সঙ্গেই বকেয়া বেতন পাওয়া যাবে। বর্ধিত বেতনের ৭৫ শতাংশ এই অর্থবছরে ও বাকী ২৫ শতাংশ আগামী অর্থবছর হ'তে প্রদান করা হবে।

মন্ত্রী পরিষদ সচিব ডঃ সা'দত হুসাইন বলেন, নতুন বেতন স্কেলে পেনশনভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাতা ২৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। অবসর প্রস্তুতি ছুটি (এলপিআর) ভোগরত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আগে ৬ মাস পূর্ণ বেতন ও ৬ মাস অর্ধ বেতন লাভ করতেন। এখন তারা পুরো এক বছরই পূর্ণ বেতন পাবেন। প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাগণ সবাই সিলেকশন গ্রেড পাবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাগণ টাইম স্কেলের পাশাপাশি ৫০ শতাংশ সিলেকশন গ্রেড পাবেন।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতে ইসলামী ৪ দলীয় জোটে যায়নি

-মাওলানা নিজামী

গত ২৯ এপ্রিল পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা অঞ্চলের প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জামায়াতের আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, ইসলামের পথ ও পদ্ধতি গণতন্ত্র সম্মত। গণতন্ত্রের মাধ্যমেই ইসলাম কায়েম হবে। যারা এর বিরোধিতা করে তারা ইসলামের অপব্যাখ্যা করে। মাওলানা নিজামী বলেন, অনেকে বলছেন, জোটে গিয়ে ইসলামের জন্য জামায়াত কোন কাজ করছে না। একথা যারা বলেন তাদের উদ্দেশ্যে মাওলানা নিজামী বলেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াত ৪ দলীয় জোটে এবং জোট সরকারে যায়নি। জামায়াত জোট করেছে ইসলাম বিরোধী আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করতে, যাতে তারা সরকার গঠন করতে না পারে এবং আগামীতেও যাতে তারা ক্ষমতায় আসতে না পারে। জোটকে আবার ক্ষমতায় যেতে ইসলাম বিরোধী আওয়ামী লীগের জাতীয় চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে। চারদলীয় জোটকে গণমানুষের জোটে পরিণত করতে হবে।

একই সম্মেলনে কাদিয়ানী ইস্যু সম্পর্কে তিনি বলেন, কাদিয়ানীরা এমন অবস্থানে যায়নি যাতে তারা ইসলামের ক্ষতি করতে পারে। তাছাড়া কাদিয়ানী বিষয়ে অনেক বই-পুস্তক বাজারে আছে।'

মহিউদ্দীন চৌধুরী তৃতীয়বারের মত চট্টগ্রাম সিটি মেয়র নির্বাচিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নাগরিক কমিটির প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দীন চৌধুরী বিপুল ভোটের ব্যবধানে জোট প্রার্থী মীর নাছিরকে হারিয়ে তৃতীয়বারের মত মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। মহিউদ্দীন চৌধুরী ভোট পেয়েছেন ৩,৫০,৮৯১ এবং মীর নাছির পেয়েছেন ২,৫৯,৪১০ ভোট। ভোটের ব্যবধান ৯১,৪৮১। এ নির্বাচনে মেয়র পদে ভোট পড়েছিল ৫৩.৫৯ শতাংশ। অপরদিকে ৪১ জন ওয়ার্ড কমিশনারের মধ্যে ২৮ জন আওয়ামী লীগের, ৬ জন বিএনপির, ১ জন জামায়াতের এবং অপর ৬ জন স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত ৬ জন ওয়ার্ড কমিশনার মহিউদ্দীন চৌধুরী সমর্থিত বলে জানা যায়। নির্বাচিত ১৪ জন মহিলা কমিশনারের মধ্যে ১২ জন আওয়ামী লীগ এবং ২ জন বিএনপির।

এবারের নির্বাচনে পুরুষ ভোটার ছিল ৬ লাখ ৮৫ হাযার ৮শত ৪৪ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ৪ লাখ ৫২ হাযার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৬ লাখ ৩৪ হাযার ৯শ' ৮৯ জন ভোটার। মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ২১ জন প্রার্থী এবং ওয়ার্ড কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৩০৪ জন প্রার্থী। এছাড়া ১৪টি মহিলা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৮৩ জন মহিলা প্রার্থী।

সড়ক দুর্ঘটনায় বছরে মৃত্যু ১০ হাযার, আর্থিক ক্ষতি ৪ হাযার কোটি টাকা

দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি বছর গড়ে কমপক্ষে ১০ হাযার মানুষ মৃত্যুবরণ করেন এতে প্রতিবছর আর্থিক ক্ষতি হয় ৪ হাযার কোটি টাকা। অথচ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ কিংবা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা এখনো গৃহীত হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, যেসব কারণে আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ (১) প্রশিক্ষণহীন বা স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ভুয়া লাইসেন্সধারী চালক কর্তৃক মোটরযান চালানো (২) আইনগত নির্দিষ্ট গতিসীমার চেয়ে অধিক গতিতে গাড়ী চালানো (৩) বিপজ্জনকভাবে ওভারটেক করা (৪) আইন বহির্ভূত অতিরিক্ত মালবোঝাই এবং অননুমোদিতভাবে মালবাহী ট্রাকে ও বাসের ছাদে যাত্রী বহন করা (৫) রাস্তার ত্রুটি এবং সঠিক রক্ষণাবেক্ষণহীন রাস্তা (৬) পথচারীদের অসতর্কতা (৭) ত্রুটিযুক্ত যানবাহন চালানো (৮) নিরাপদে রাস্তায় চলার জ্ঞানের অভাব ও (৯) ট্রাফিক আইন প্রয়োগে শিথিলতা। এসব কারণসমূহ দূর করতে অথবা নিদেন পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন।

আব্দুস সামাদ আজাদ আর নেই

দেশের প্রবীণ রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহান নেতা, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদ আর নেই। গত ২৭ এপ্রিল বুধবার অপরাহ্ন ৫-টা ৫৫ মিনিটে তিনি ঢাকার বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি পাকস্থলীর ক্যান্সার, কিডনী, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগ-ব্যাধিতে ভুগছিলেন। ২৮ এপ্রিল বাদ মাগরিব তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বনানী কবরস্থানে স্ত্রী নূরুন্নাহার সামাদের কবরের পাশে দাফন করা হয়।

আব্দুস সামাদ আজাদ ১৯২৬ সালের ১৫ জানুয়ারী সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপযেলার বুড়াখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৪৮ সালে সিলেট এমসি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন লাভ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ও ইতিহাস বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের টিকিটে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে তিনি পাঁচবার সদস্য নির্বাচিত হন। একমাত্র ১৯৮৬ সালে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি প্রথমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

তামাক দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্প্রতি সমাপ্ত অধিবেশনে গত ১৩ মার্চ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ পাস হয়েছে। গত ২৬ মার্চ শনিবার থেকে এ আইনটি কার্যকর হয়। এই আইনের ৫ (১) (গ) উপধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, ম্যাগাজিন, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, বিলবোর্ড ও খবরের কাগজ বা ছাপানো কাগজে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন মুদ্রণ বা প্রকাশ নিষিদ্ধ। এ আইনে উল্লিখিত ধারা মোতাবেক রাস্তার পার্শ্বে অথবা অন্য যেকোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন সম্বলিত বিলবোর্ড থাকা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

বিদেশ

পুশইনের পক্ষে দিল্লী হাইকোর্টের রায়!

ভারতের আদালতের এক রায়ে 'পুশইন'-কে বৈধতা দেয়া হয়েছে। ভারতের 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকা থেকে জানা গেছে, দিল্লী হাইকোর্ট ১৭ মে এই রায় দিয়েছে। রায়ে বলা হয়, যেসব বাংলাদেশী অবৈধভাবে ভারতে বসবাসের জন্য আসছে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে এবং 'পুশইন' করা যাবে। দিল্লী হাইকোর্ট এ নিয়ে বাংলাদেশের সাথে আলোচনার বিষয়টিও নাকচ করে দিয়েছে। আদালতের এই রায়ে প্রতিদিন ১শ' বাংলাদেশীর অনুপ্রবেশ রোধে ২০০২ সালের গৃহীত এ্যাকশন প্ল্যান দ্রুত বাস্তবায়নেরও নির্দেশ দেয়।

দেশের কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারত বাংলাদেশকে চাপে ফেলতে যে পুশইন নাটকের শুরু করেছিল দিল্লীর আদালত সেই নাটকের বৈধতা দিল। আর এর ফলে ভারতে বসবাসরত ভারতীয় বাংলাভাষীদের নতুন করে পুশইন শুরু হবে এবং গোটা সীমান্ত জুড়ে সৃষ্টি হবে এক অমানবিক পরিস্থিতি।

বৃটেনের নির্বাচনে লেবার পার্টির তৃতীয় মেয়াদে জয়লাভ

বৃটেনে সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের লেবার পার্টি তৃতীয়বারের মত বিজয়ী হয়েছে। তবে এই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ইরাক আগ্রাসনে বৃটেনের অংশগ্রহণ এই নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে এবং তারই ফল হিসাবে ব্লেয়ারের দল অনেক আসনে পরাজিত হয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টি যেখানে ৪১০টি আসনে জিতেছিল, এবার সেখানে জিতেছে ৩৫৩টি আসনে। ৬৪৬ আসনের বৃটিশ পার্লামেন্টের ৬৪৫টি আসনে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল রক্ষণশীল দল ১৯৭ এবং লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৬২টি আসন পেয়েছে। অন্যান্য দল পেয়েছে ১২টি আসন। একটি আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সেখানে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে।

জার্মানরা আর সন্তান নিচ্ছে না

জার্মানরা সন্তান নেয়া বন্ধ করেছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দম্পতির কারণে সন্তানহীন জীবন-যাপনকারীর সংখ্যা প্রতিবছর বেড়ে চলেছে। এতে ইউরো ডলার সমৃদ্ধ জার্মানীর রাজনীতিবিদ ও চাকরি দাতাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। জাতিসংঘ ধারণা করছে, ২০৫০ সালের মধ্যে জার্মানীর জনসংখ্যা ৮ কোটি ২০ লাখ থেকে দ্রুত ৭ কোটি ৮০ লাখে নেমে যাবে। জার্মান ফেডারেল ইনষ্টিটিউট ফর ডেমোগ্রাফিক রিসার্চ-এর ফলাফলে ২৬ ভাগ পুরুষ ও ১৫ ভাগ মহিলা যাদের বয়স ২০ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে তারা পরিবার শুরু করতে চায় না। ১৯৯২ সাল থেকে এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তখন এই মানসিকতার পুরুষের সংখ্যা ছিল ১২ ভাগ এবং নারীর সংখ্যা ছিল ১০ ভাগ।

সমীক্ষায় লেখক তার সমাপনী মন্তব্যে লিখেছেন, 'দিনে দিনে এই মত প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে যে, সন্তানহীন জীবনই আদর্শ জীবন'। এই ধরনের মতবাদ বাড়তির দিকে যাওয়ায় বহু জার্মান নাগরিক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

বিশ্বে ১ কোটি ৩০ লাখ লোক বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার

বিশ্বের ১ কোটি ৩০ লাখ লোক বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা 'আইএলও'র এক নতুন রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য তেমন কোন প্রয়াস চালানো হচ্ছে না। এই রিপোর্ট অনুযায়ী এই সমস্যার সমাধান করতে হ'লে সরকার, কর্মদাতা এবং শ্রমিক সংগঠনগুলিকে এক সাথে কাজ করতে হবে। রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেই বাধ্যতামূলক শ্রম রয়েছে। অবশ্য এশিয়ায় এর প্রবণতা বেশী। রিপোর্টে বিভিন্ন দেশের সরকার, কর্মকর্তা ও শ্রম সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ ধরনের শ্রম বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে ২১ লক্ষাধিক বন্দী আটক

যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলিতে আটক বন্দীদের সংখ্যা এমনিতেই বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। এই সংখ্যা আরো স্ফীত হয়েছে গত বছর। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কারাগারে বন্দীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সর্বোচ্চ ২১ লাখ। বর্তমানে দেশটির প্রতি ১৩৪ জন নাগরিকের মধ্যে একজন বন্দী জীবন-যাপন করছে কারাগারে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব জাস্টিস পরিচালিত নিরীক্ষায় দেখা গেছে, গত বছর ৩০ জুন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলিতে ৪৮,৪৫২ জন নতুন বন্দী যোগ হয়েছে। বন্দীদের এই বর্ধিত সংখ্যা মোট সংখ্যার ২ দশমিক ৩ শতাংশ। মোদ্দাকথা দেশটির কারাগারগুলিতে প্রতি সপ্তাহে ৯৩২ জন করে বন্দীর সংখ্যা বাড়ছে। গড় হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে ৭২৬ জন বন্দী জীবন কাটাচ্ছে। আগের বছর এই অনুপাত ছিল প্রতি লাখে ৭১৬ জন।

পক্ষান্তরে ব্রিটেনের কারাগারগুলিতে আটক বন্দীদের বর্তমান অনুপাত হচ্ছে প্রতি এক লাখে ১৪২ জন। চীনে এই অনুপাত লাখে ১১৮ জন, ফ্রান্সে ৯১ জন, জাপানে ৫৮ জন এবং নাইজেরিয়ায় প্রতি লাখে ৩১ জন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কারাগারে আটক বন্দীদের বেশীরভাগই মাদকাসক্তির দায়ে অভিযুক্ত।

বিশ্বের বৃহত্তম বিমানের সফল উড্ডয়ন

বিশ্বের বৃহত্তম দোতলা বিমান এয়ারবাস-এ ৩৮০ গত ২৭ এপ্রিল ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে তুলুজ নগরীর বাইরে সফলভাবে প্রথমবার আকাশে উড্ডয়ন করেছে। চার ইঞ্জিনবিশিষ্ট এই বিমান ৮৪০ জন যাত্রী নিয়ে বিরতি ছাড়া ১৫ হাযার কিলোমিটার (৮ হাযার মাইল) যেতে পারবে। ২০ শতাংশ কম খরচে, কম শব্দ করে এবং সস্তায় ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ বেশী যাত্রী নিয়ে বিমানটি যাতায়াত করবে। ২০০৬ সালে বিমানটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলাচল করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হৃদরোগ ১নং ঘাতক ব্যাধি

হৃদরোগকে বর্তমানে ধনবান পশ্চিমা দুনিয়ার অসুখ হিসাবে বিবেচনা করা হ'লেও তা অবিলম্বে তৃতীয় বিশ্বের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি হিসাবে আবির্ভূত হ'তে যাচ্ছে বলে গবেষকরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। গবেষকরা ১০০টি দেশ থেকে ওযন, খাদ্য তালিকা, কোলেস্টোরেল, রক্তচাপ ও হৃদরোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছেন, স্বল্পোন্নত দেশগুলির লোকেরা বহু শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় সুস্পষ্টভাবেই ওযন ও আকৃতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় দরিদ্র দেশগুলিতে হৃদরোগ এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর মজীদ ইয্যতী ও তার সহকর্মীবৃন্দ।

মুসলিম জাহান

পবিত্র কুরআন অবমাননা!

(১) কিউবার গুয়ানতানামো-বে ঘাঁটিতে মার্কিন বন্দী শিবিরে পবিত্র কুরআন মাজীদ অবমাননা করেছে মার্কিন সেনারা। তারা সেখানে কুরআন মাজীদকে পায়খানায় নিক্ষেপ করার মত চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। সাবেক আফগান বন্দী আব্দুর রহীম (৪০) গত ১৭ মে পশতু ভাষী এভিটি খায়বার টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, গুয়ানতানামো কারাগারে কুরআন অবমাননার ঘটনা ছিল নিয়মিত। তিনি বলেন, বিশেষ করে শুরুর দিকে মার্কিন বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদকারীরা এটা নিয়মিত করেছে। তিনি ৩ বছর উক্ত কারাগারে আটক ছিলেন। তিনি বলেন, মার্কিন সৈন্যরা প্রায়ই কুরআন শরীফ মাটিতে ছুঁড়ে মারত এবং পদদলিত করত। এ ঘটনায় আটক বন্দীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা এক পর্যায়ে এর প্রতিবাদে অনশন কর্মসূচী পালন করেন। অবশেষে মার্কিন কর্মকর্তারা এ ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার পর কারাবন্দীরা অনশন ভঙ্গ করেন।

'ওআইসি' এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। পাকিস্তান পার্লামেন্ট কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছে। পার্লামেন্টের সকল সদস্য নিন্দা প্রস্তাবে স্বাক্ষর দিয়েছেন। গৃহীত প্রস্তাবে নিন্দা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের বিচার দাবী করা হয়েছে। গত ১৫ মে ১৫০ সদস্যের সঊদী শূরা কাউন্সিল এক বিবৃতিতে ৯ মে 'নিউজউইক' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অবমাননার তীব্র নিন্দা করে এবং এ সংক্রান্ত সংবাদ দ্রুত তদন্ত করে দেখার জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানায়। শূরার বিবৃতিতে বলা হয়, এ খবর সত্য প্রমাণিত হ'লে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘৃণা রোধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ক্ষমা প্রার্থনা করা। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, শূরা কাউন্সিল পবিত্র কুরআনের অবমাননাকে সারাবিশ্বের মুসলমান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের উপর হামলা বলে মনে করে। শূরা বিশ্বের দেড়শ' কোটি মুসলমানের অনুভূতিতে আঘাত হানার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়।

(২) ইরাকের সুন্নী অধ্যুষিত রামাদী শহরে একটি মসজিদে তল্লাশি চালানোকালে মার্কিন সৈন্যরা কুরআনে কালো ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেয়। উল্লেখ্য, রাজধানী বাগদাদ থেকে ১শ' কিলোমিটার পশ্চিমে সুন্নী অধ্যুষিত রামাদী শহরে দখলদার মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গে মুজাহিদদের প্রতিদিনই সংঘর্ষ হচ্ছে। তারা মুজাহিদদের খোঁজে মসজিদে মসজিদে তল্লাশি চালায়। কখনো কখনো তারা মসজিদ ঘেরাও করে। ইচ্ছা হ'লে বোমা মেরে মসজিদ উড়িয়ে দেয়। এ ঘৃণ্য প্রক্রিয়ায় তারা রামাদীতে একটি মসজিদে ঢুকে একটি কুরআনের কভারে কালো ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেয়। বাগদাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুন্নী মুসলিম স্কলার্স এসোসিয়েশনের মুখপাত্র আদ-দারি সাংবাদিকদের ক্রুশ চিহ্ন অংকিত একটি কুরআন প্রদর্শন করেন।

পাকিস্তানে এখন ৩০ লাখ আফগান শরণার্থী

আফগানিস্তানের ৩০ লাখের বেশী শরণার্থী ১৯৭৯ সাল থেকে পাকিস্তানে বসবাস করছে। জাতিসংঘ শরণার্থী মিশনের সহযোগিতায় পাকিস্তান সরকারের এক জরিপে এই তথ্য পাওয়া গেছে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঐ জরিপে দেখা গেছে, ৩০ লাখ ৪৭ হাযার ২২৫ জন আফগান শরণার্থী

পাকিস্তানে আছেন। পাকিস্তানের জরিপ বিভাগের ৩ হাযার কর্মী এই গণনায় অংশ নেয়। জাতিসংঘ শরণার্থী কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রথমবারের মত পাকিস্তান সরকার আফগান শরণার্থীদের গণনার কাজটি শেষ করলেন। এছাড়া এর আগে যেসব সংখ্যা উল্লেখ করা হত তা অনুমান নির্ভর।

এর আগে এই শরণার্থীদের আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে জাতিসংঘ শরণার্থী মিশন, পাকিস্তান সরকার ও আফগান সরকারের মধ্যে একটা ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী স্বেচ্ছাভিত্তিতে প্রত্যাবাসন কর্মসূচী আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। ২০০২ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে এ পর্যন্ত ২৩ লক্ষাধিক আফগান শরণার্থী তাদের নিজ দেশে ফিরে গেছেন। এ বছরে আরো ৪ লাখ আফগান তাদের স্বদেশে ফিরে যাবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

ফিলিস্তীনে পৌর নির্বাচনে ফাতাহ ৫২ ও হামাস ৩০টি এলাকায় জয়ী

ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড পশ্চিমতীর ও গাযা এলাকায় অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ফাতাহ আন্দোলনের প্রার্থীরা এগিয়ে থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ দু'টি এলাকায় হামাস যথেষ্ট ভাল ফল করেছে। গত ৫ মে ফিলিস্তীনের ৮৪টি পৌর এলাকার নির্বাচনে এই প্রথমবারের মত ভোট গ্রহণ করা হয়। ৭ মে প্রকাশিত প্রাথমিক পর্যায়ের ফলাফল অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ আন্দোলনের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন ৫২টি পৌরসভায় এবং ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী হামাস প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন ৩০টি পৌরসভায়। প্রথম অনুষ্ঠিত এই পৌর নির্বাচনে হামাস পশ্চিমতীরের কলকিলিয়া ও গাযা উপত্যকার রাফাহ উদ্বাস্তু এলাকার পৌরসভাগুলিতে বিজয়ী হয়েছে। এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিজয়ী হওয়ার কারণে ধারণা করা হচ্ছে, আগামী জুলাই মাসে অনুষ্ঠেয় পার্লামেন্ট নির্বাচনেও হামাস ভাল ফল করতে সক্ষম হবে। ১৭ জুলাই ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে প্রথমবারের মত পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ইরানী পার্লামেন্টে পরমাণু কর্মসূচী অনুমোদিত

ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করেছে। ১৫ মে ইরানী পার্লামেন্টে এই পরমাণু বিলটি ভোটাভুটির মাধ্যমে পাস হয়। উল্লেখ্য, ইরানের এই পারমাণবিক জ্বালানি প্রকল্প নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চরম উদ্বেগ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, ইরান তার এই প্রকল্পের মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করতে চাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ইরানী পার্লামেন্টের এই ভোটাভুটির মাধ্যমে পরমাণু প্রকল্প অনুমোদনের ফলে ইরানের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ আবার বৃদ্ধি পাবে। ফ্রান্স, জার্মানী ও ব্রিটেন আগে থেকেই এই প্রকল্প অনুমোদন না করার জন্য ইরানের ওপর চাপাচাপি করে আসছিল। এদের অভিযোগ এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইরান তার পারমাণবিক অভিলাষ পূরণ করতে যাচ্ছে।

ইরানী পার্লামেন্টে ভোটাভুটির পর পার্লামেন্ট সদস্য কাযেম তালালী বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের সন্দেহকে স্থায়ীভাবে পোষণ করতে চাচ্ছে। আমরা পার্লামেন্টের ভোটাভুটির মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলাম। এই বিলে ইরানে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারমাণবিক প্রযুক্তি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ২০ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি পারমাণবিক জ্বালানি সাইকেল প্রকল্পের কথাও এই বিলে রয়েছে। বিলটিতে ইরান পার্লামেন্টের ২০৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৮৮ জন সদস্য স্বাক্ষর করেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

লিভার ক্যান্সারের ওষুধ

হংকংয়ের কয়েকজন গবেষক জানিয়েছেন, তারা লিভার ক্যান্সারের একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে, হংকংয়ের পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির ৩ জন গবেষক থমাস লেয়ুং, থমাস লো ও পল চেঙ 'বিসিটি-১০০' নামে লিভার ক্যান্সারের একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। এই ওষুধ ব্যবহারের ফলে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর আরও ৬ থেকে ১০ মাস বেঁচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফুসফুসের ক্যান্সার নিরাময়ে সূর্যালোক

ফুসফুসে ক্যান্সার আক্রান্ত প্রাথমিক পর্যায়ের রোগীদের অস্ত্রোপচারের পর বেশী দিন বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও ভিটামিন-ডি সহায়ক হ'তে পারে। গত ১৮ এপ্রিল প্রকাশিত হার্ভার্ডের একটি জরিপে এ তথ্য জানা গেছে। গবেষকরা জানান, যেসব রোগীর দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-ডি রয়েছে এবং যথেষ্ট সূর্যালোক থাকে এমন সব মাসে অস্ত্রোপচার হয়েছে তারা কম মাত্রার ভিটামিন-ডি থাকা এবং শীতকালে অস্ত্রোপচার হওয়া রোগীদের তুলনায় দ্বিগুণের বেশী সময় অর্থাৎ প্রায় পাঁচ বছর বেঁচে থাকতে পারে।

ভিটামিন-ডির অন্যতম উৎস সূর্যালোক। তাছাড়া খাদ্য ও অন্যান্য উপাদান থেকেও ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়। ১৯৯২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চিকিৎসা নেয়া ফুসফুসে ক্যান্সার আক্রান্ত ৪৫৬ জন প্রাথমিক পর্যায়ের রোগীর ওপর পরিচালিত জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল ও হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের গবেষকরা এ জরিপ চালান।

দক্ষিণ কোরীয় বিজ্ঞানীর সাফল্য

দক্ষিণ কোরিয়া বলেছে, তারা স্টেমসেল গবেষণায় এমন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন, যা ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে। সে দেশের বিজ্ঞানীরা এই প্রথম মানব প্রত্যঙ্গ থেকে এক ধরনের ভ্রূণকোষ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন যেটি তাদের মতে অসুস্থ বা আহত লোকদের শরীরে প্রতিস্থাপনের উপযোগী। তারা বলেন, এটি মানব প্রত্যঙ্গ সংযোজনের ক্ষেত্রে আরেক ধাপ অগ্রগতি। কারণ এই প্রক্রিয়ায় তৈরী ভ্রূণকোষ রোগীর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যাখ্যান হবে না।

লণ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘোষণা করে দক্ষিণ কোরীয় বিজ্ঞানী ডঃ উসুক হুয়ান বলেন, এটা বিজ্ঞানের জন্য বিশাল অগ্রগতি। সেদিন আর দূরে নয় যখন মানুষের ডায়াবেটিসসহ ভয়ানক রোগ-ব্যাধিগুলি এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে।

সংগঠন সংবাদ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে মুখর সারাদেশ

ঝিনাইদহ ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় শালিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার অন্যায় গ্রেফতারের প্রতিবাদে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন, সহ-সভাপতি মাষ্টার নূরুল হুদা, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার গ্রেফতার অবৈধ ও মানবাধিকারের চরম লংঘন উল্লেখ করে এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। বক্তাগণ বলেন, নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে তাঁদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে সরকারকে চরম মূল্য দিতে হবে। তারা বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন অপরাধীকে এতদিন রিমাণ্ডে রাখা হয় না। তাঁরা বলেন, সরকার প্রকৃত জঙ্গীদের আড়াল করার জন্যই আমীরে জামা'আতকে গ্রেফতার করেছে। অথচ নিষিদ্ধ ঘোষিত জেএমবি ও জেএমজেবির নেতাদের সরকার গ্রেফতার করছে না। সরকারের এই মন্দের তোষণ নীতি জনগণ কখনো মেনে নিবে না। অতএব সরকারের উচিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নির্দোষ নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করা।

মণিরামপুর, যশোর, ২৯ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় থানার চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ গ্রেফতারকৃত কেন্দ্রীয় চার নেতার উপর চাপানো মিথ্যা মামলা সমূহ প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক কাযী আতাউল হক-এর সভাপতিত্বে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব আযীযুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুদাচ্ছির হোসাইন, মাওলানা বযলুর রশীদ, মাওলানা আব্দুল মালেক, শেখ মাহদী হাসান, আব্দুল বারী, আশরাফ হোসাইন, চণ্ডিপুর শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ও আবুল কালাম প্রমুখ।

সমাবেশে উপস্থিত সহস্রাধিক নেতা-কর্মী ও সুধীমণ্ডলী আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেন। সাথে সাথে তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে কঠিন আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। সমাবেশে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, আমীনুর রহমান, তুরাব আলী প্রমুখ।

কুলাঘাট, লালমণিরহাট ১১ই মে বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে বনগ্রাম উলুমুদ্দীন সালাফিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাযির রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক প্রচার সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল করীম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম মাষ্টার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

বক্তাগণ বলেন, আমরা বন্যার পানির সাথে ভেসে আসা খড়-কুটো নই, বরং আমরাও এই স্বাধীন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে; এই দেশের আলো বাতাসে সুশিক্ষা অর্জন করে বড় হয়েছি। আমাদের নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে সরকার মানবাধিকার লংঘন করেছে। তারা বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কার্যক্রম গোপনীয় নয়। বরং দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ্য। আমীরে জামা'আত এই আন্দোলনের পথ নির্দেশক। তিনি এবং তাঁর সংগঠনের নেতা-কর্মীগণ জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত নন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নির্ভেজাল তাওহীদের প্রকৃত অনুসারী। এ সংগঠন কোনদিন সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক নয়। দেশে গুটিকয়েক যারা জঙ্গী তৎপরতা চালাচ্ছে তারা ইসলাম বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গভীর ষড়যন্ত্রেরই তৈরী ফসল। কেবলমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে জঙ্গীবাদী চিহ্নিত করার জন্যই তাদের এ নীল নকশা। তারা মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে বিভিন্ন আদালতে বার বার উপস্থিত করার তীব্র নিন্দা জানান এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে অনতিবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

একই দিন সকাল ৭ ঘটিকায় স্থানীয় বনগ্রাম উলুমুদ্দীন সালাফিয়া মাদরাসায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত

হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ মুখতারুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক প্রচার সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল ও যেলা যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম প্রমুখ।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ১২ মে শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৪.৩০ মিনিটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের পরিচালনায় ও যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের, দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হোসাইন, মাষ্টার মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী প্রমুখ। মিছিল শেষে যেলা প্রশাসকের নিকটে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে সরকারের সমীপে নিম্নোক্ত দাবী সমূহ পেশ করা হয়-

১. অবিলম্বে প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

২. তাঁদের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে ও যাবতীয় হয়রানী বন্ধ করতে হবে।

৩. আহলেহাদীছ সহ দেশের সকল ওলামায়ে কেরাম ও মাদরাসার ছাত্রদের বিনা কারণে গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

৪. প্রকৃত জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদেরকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

আঞ্চলিক সম্মেলন

মোহনপুর, রাজশাহী ১৩ই মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর এলাকার যৌথ উদ্যোগে মোহনপুর হাইস্কুল মাঠে এক বিশাল আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মুছলেহুদ্দীন জোট সরকার কর্তৃক আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, এদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনই একমাত্র সংগঠন, যারা জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর, হরতাল-ধর্মঘট ও বোমাবাজির রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই সংগঠনদ্বয় দেশে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করে আসছে। তিনি অন্যান্য দলগুলির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনে এমন কোন নযীর কোন সরকারই দেখাতে পারবে না। অথচ জোট সরকার মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে আজ আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করেছে। তিনি অনতিবিলম্বে তাদের মুক্তি দেওয়ার জোর দাবী জানান। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক ও পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে সমাবেশে থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন। বিকাল ৪-টা থেকে শুরু হয়ে মাগরিব পর্যন্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আদিতমারী, লালমণিরহাট, ২০শে মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে মহিষখোঁচা স্কুল ও কলেজ ময়দানে এক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস.এম. আব্দুল লতীফ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ও 'দারুল ইফতা'র সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক প্রচার সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মাওলানা আনোয়ারুল হক, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাযির রহমান, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল করীম, যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম প্রমুখ।

সম্মেলনে স্থানীয় কুলাঘাট, ইটাপোতা, মোগলহাট, ভেলাবাড়ী, হাতিবান্দা, পাটগ্রাম, কালিগঞ্জ সহ কুড়িগ্রাম যেলার ফুলবাড়ী থানা থেকেও বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন। রাত ১০টা পর্যন্ত একটানা সম্মেলন চলে।

রংপুর, ২১শে মে শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর পীরগাছা থানাধীন দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে এক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় চেয়ারম্যান জনাব আফসার আলীর সভাপতিত্বে ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' যেকোন চরমপন্থী মুভমেন্টের ঘোর বিরোধী।

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সাথে এ আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কোন সম্পর্ক নেই। এসবের বিরুদ্ধে তারা সব সময়ই সোচ্চার। তিনি অনতিবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তি দাবী করেন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস.এম. আব্দুল লতীফ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ও 'দারুল ইফতা'র সদস্য মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক প্রচার সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মাওলানা আনোয়ারুল হক, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব, বর্তমান সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

কুমিল্লা ২২শে মে রবিবারঃ অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকা হ'তে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে বুড়িচং বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ ও দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মুছলেহুদ্দীন বলেন, ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী জোট সরকার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, দেশের বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে ইতিহাসের সর্বাধিক কলংকিত অধ্যায়টি রচনা করেছে। এ দেশের ইসলাম প্রিয় জনগণ এমনটি কখনো আশা করেনি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, সরকার প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার না করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে আটক রেখে দেশে জঙ্গী দমনের মিথ্যা নাটক মঞ্চস্থ করে আন্তর্জাতিক বিশ্বের বাহবা কুড়াতে চাচ্ছে। অপরদিকে প্রকৃত জঙ্গীরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। কেউ কেউ ধরা পড়লেও যামিনে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, জোট সরকার জঙ্গী দমনের নামে যে নাটক শুরু করেছে এর ফলাফল অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে এই সরকারকেই ভোগ করতে হবে। তিনি অবিলম্বে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দানের জোর দাবী জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শরাফত আলী, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি আহমাদ শরীফ, সাধারণ সম্পাদক ইসলামুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক হেমায়েত উদ্দীন, আরাগ-আনন্দপুর শাখার সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বশীর আল-হেলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পবিত্র কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

ঢাকা, ২৭ মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে কিউবার গুয়ানতানামো বন্দী শিবির ও ইরাকের মসজিদে আমেরিকান সৈনিক কর্তৃক কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হ'ল, মুসলমানদের উত্থানকে প্রতিহত করা। তিনি বলেন, কি অপরাধ ছিল ইরাক ও আফগানিস্তানের জনগণের? কি অপরাধ করেছিলেন এদেশের সূর্যসন্তান দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবি প্রফেসর ডঃ গালিব ও তাঁর সংগঠনের কেন্দ্রীয় ৩ শীর্ষ নেতার? তিনি কুরআন অবমাননাকারী মার্কিন বাহিনীর ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন এবং বাংলাদেশ সংসদে নিন্দা প্রস্তাব পাশ ও ডঃ গালিব সহ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস আলী, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক নূরুল আলম, মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, আকমল হোসাইন, মুহসিন আকন্দ প্রমুখ।

রাজশাহী, ২৭ মে শুক্রবারঃ অদ্য রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে পবিত্র কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি নগরীর রেলগেট থেকে শুরু হয়ে সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট হয়ে মনিচত্বরে এসে পথসভায় মিলিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘে'র সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সোনামণির সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবদুল হালীম প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, মুসলমানদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তির কারণে বিধর্মীরা আজ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ পাচ্ছে, সাথে সাথে মুসলমানদের উপর নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। তারা আরো বলেন, মুসলমানদের ঈমানের উপর আঘাত হেনে কোন অপশক্তি পৃথিবীর বুকে স্থায়ী হ'তে পারেনি। যদি ডব্লিউ বুশ তার অপরাধী সৈন্যদের শাস্তির ব্যবস্থা না করে তাহ'লে তার পূর্বসূরী নমরূদ, ফের'আউন, কারূণ, হামান, শাদ্দাদ, আবু জাহেলদের মত পরিণতি অচিরেই তাকে বরণ করতে হবে।

কুমিল্লা, ২৭ মে শুক্রবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার

উদ্যোগে কুরআন অবমাননার বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শাসনগাছা থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কান্দিরপাড় গিয়ে শেষ হয়। এতে নেতৃত্ব দেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম সরকার, সাধারণ সম্পাদক ইসলামুদ্দীন প্রমুখ।

সিলেট, ২৭ মে শুক্রবারঃ অদ্য সিলেট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি তাজুল ইসলাম, কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আতীকুর রহমান সরকারের নেতৃত্বে মিছিলটি কোর্ট পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও এলাকা প্রদক্ষিণ করে শহরের আম্বরখানা নামক স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'যুবসংঘে'র মিছিল ও সমাবেশ হ'তে দিল না কর্তৃপক্ষ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন ও সাধারণ সম্পাদক মুহিববুর রহমান হেলাল এক যৌথ বিবৃতিতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে গত ৩রা মে '০৫ই রোজ মঙ্গলবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পূর্ব নির্ধারিত বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রশাসন কর্তৃক বাধা দেওয়ার তীব্র নিন্দা জানান। তারা বলেন, একজন নিরপরাধ শিক্ষকের পক্ষে কথা বলা, তাঁর সম্পর্কে সকল মহলকে অবহিত করা আজ প্রতিটি ছাত্রেরই কর্তব্য। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যথার্থ ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব ছিল সেখানে উল্টো ছাত্রদেরকেও কথা বলতে বাধা প্রদানে কর্তৃপক্ষের নেতিবাচক মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। সারা দেশে যখন এই অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে, বিভিন্ন যেলা শহরে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল-মিটিং-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে 'যুবসংঘ' রাবি শাখা কর্তৃক আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বাধা দান অযৌক্তিক। এটি বাকস্বাধীনতা হরণ ও মানবাধিকারেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তারা বলেন, কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ দু'মাস প্রশ্নবিদ্ধ নীরব অবস্থান গ্রহণে আমরা বাধ্য হয়েই আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক সম্পর্কে দু'টি কথা বলার জন্য জমায়েত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এহেন সিদ্ধান্তে আমরা দারুণ ভাবে মর্মাহত।

জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা-কর্মীর যামিনে মুক্তি লাভ

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার জয়পুরহাট যেলার পুলিশ সুপারের আহ্বানে যেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ক এক আলোচনা সভা থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুছতফা আলী, সহ-সভাপতি ও কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা সলীমুল্লা বিন তাইমূরকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়। দু'দিন ধরে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে একটি মিথ্যা মামলায় তাদেরকে জড়ানো হয়। অতঃপর রিমাণ্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেও জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কাজে জড়িত বলে কোন প্রমাণ জোগাড় করতে প্রশাসন ব্যর্থ হয়। অথচ এরপরও মিথ্যা অজুহাতে তাঁদেরকে দীর্ঘ ৫৯ দিন হাজত বাস করতে হয়। অবশেষে গত ২৬ এপ্রিল হাইকোর্টের আদেশে তাদের মুক্তি দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ঘটনার দিন যেলা পুলিশ সুপার জয়পুরহাট যেলার সকল আহলেহাদীছ মসজিদের ইমাম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আপোষে বৈঠক আহ্বান করেছিল। সরল বিশ্বাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণও উপস্থিত হয়েছিলেন। চতুর পুলিশ সুপার বৈঠক শেষে সকলকে বিদায় করে দিয়ে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণের সাথে কথা বলার অজুহাতে বসিয়ে রেখে পরে তাদেরকে গ্রেফতার দেখায়।

বাঁকাল মাদরাসার ছাত্রদের যামিনে মুক্তি লাভ

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবাগত রাত ১১-টার দিকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে সাতক্ষীরা শহরে পোষ্টার লাগাতে গিয়ে অন্যায়ভাবে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার হয় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মী ও দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল-এর ৮ জন ছাত্র। তারা হ'ল- ১. হাফেয আব্দুর রহমান, পিতা- মুহাম্মাদ মোস্তফা, সাং- কাশেমপুর, থানা ও যেলা- সাতক্ষীরা (৯ম শ্রেণী), ২. মুহাম্মাদ ইসরাঈল হোসাইন, পিতা- মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী, সাং- বাঁশদহা, থানা ও যেলা- সাতক্ষীরা (আলিম পরীক্ষার্থী), ৩. মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলাম, পিতা- মৃত মুসলেম আলী, সাং- আলিপুর, থানা ও যেলা- সাতক্ষীরা (আলিম ১ম বর্ষ), ৪. মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামান, পিতা- মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সাং- শাহাপুর, থানা-কলারোয়া, যেলা- সাতক্ষীরা (আলিম ১ম বর্ষ), ৫. মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন, পিতা- মৃত আব্দুল করীম, সাং- বাটিরা, থানা- কলারোয়া, সাতক্ষীরা (১০ম শ্রেণী), ৬. মুহাম্মাদ মু'তাছিম বিল্লাহ, পিতা- মাওলানা মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান, সাং- আটুলিয়া মোল্লাপাড়া, থানা- শ্যামনগর, সাতক্ষীরা (১০ম শ্রেণী), ৭. মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান, পিতা- সামিউদ্দীন গাযী, সাং- জানপুর, থানা- কেশবপুর, যশোর (১০ম শ্রেণী), ৮. মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, পিতা- মুহাম্মাদ আব্দুল গাফফার মন্ডল, সাং- রুদ্রপুর, থানা- কলারোয়া, সাতক্ষীরা। গত ১৪ মার্চ যেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে তাদের যামিন মঞ্জুর হয় এবং ১৭ দিন জেলে অবস্থানের পর ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় তারা জেল থেকে বের হয়ে আসে।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ক্ষমতার অপব্যবহার

সবল-দুর্বল ও ধনী-গরীবের সমন্বয়ে এ দুনিয়ায় মনুষ্য বসতি। মানব জাতি ছাড়াও প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে সবল-দুর্বলের অস্তিত্ব বিরাজমান। বোধ হয় এটা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি কৌশল। কেননা সকলকে সবদিক দিয়ে সমান করা হ'লে কেউ কারোর অধীনতা মেনে নিত না। ফলে সমষ্টিগত কোন কাজ সাধিত হ'ত না।

সমাজে যেমন কিছু ধনী লোকের বাস, তেমনি অধিক সংখ্যক গরীব লোকেরও বাস রয়েছে। ধনী ব্যক্তি এককভাবে তার যাবতীয় প্রয়োজন মিটাতে পারেন না। তার প্রয়োজন মিটাতে গরীব লোকের প্রয়োজন পড়ে। আবার গরীবরা ধনীদের ছত্রছায়ায় জীবন যাপন করে। দু'য়ে মিলে সমাজ জীবন। তদ্রূপ এ পৃথিবীতে যেমন শক্তিশালী দেশ রয়েছে, তেমনি দুর্বল দেশও রয়েছে। দুর্বল দেশের সংখ্যাই বেশী। দুর্বল বলে কারোর বেঁচে থাকার অধিকার নষ্ট হয়ে যায় না। অথচ দেখা যায়, সবল চিরদিনই দুর্বলের উপর পীড়ন চালিয়েছে। ফলে দুনিয়ায় আদৌ শান্তি নেই। সবল যদি অহেতুক দুর্বলের উপর পীড়ন করে, তবে তাকেই বলা হয় ক্ষমতার অপব্যবহার। আধুনিক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার অপব্যবহারের নযীর প্রচুর। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন মিলে ইরাক ধ্বংস করে ক্ষমতার অপব্যবহারের চূড়ান্ত নযীর স্থাপন করেছে। ইরাক ধ্বংস করার পিছনে সমর্থনযোগ্য কোন কারণই ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ববর্তী গোয়েন্দা সংস্থার ভুল রিপোর্টের ভিত্তিতেই ইরাককে ধ্বংস করা হয়েছে। সে রিপোর্টটি ছিল, ইরাকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের মজুদ রয়েছে।

আমি এ ব্যাপারটি আদৌ বুঝে উঠতে পারি না যে, এক দেশের হাতে যাবতীয় অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের ভাণ্ডার থাকবে, আর অন্য দেশের হাতে তা থাকা চলবে না কিংবা সে মারণাস্ত্র তৈরী করতে পারবে না, এ কেমন গণতান্ত্রিক নীতিবোধ? আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল এ প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ টু-শব্দটিও করে না। সবারই মুখে যেন কুলুপ আঁটা। ইরাক ধ্বংসের পর যুক্তরাষ্ট্রের শ্যেন দৃষ্টি ইরানের উপর নিবদ্ধ। ইরান যাতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করতে না পারে, এজন্য সে উঠেপড়ে লেগে রয়েছে। এ ব্যাপারে উত্তর কোরিয়া ধন্যবাদ পাবার দাবীদার। কেননা সে যুক্তরাষ্ট্রের সব রকম হুমকি-ধমকি উপেক্ষা করেই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করেছে।

এক সময় যুক্তরাজ্য পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক নিয়েই তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই যুক্তরাজ্যের রক্তধারা যুক্তরাষ্ট্রের ধমনী, শিরা, উপশিরায় প্রবাহিত। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর যুক্তরাজ্য হ'তে অগণিত লোক যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের দেহে প্রবাহিত রক্তধারা যুক্তরাজ্য হ'তেই পাওয়া। যুক্তরাজ্য ছিল ঘোর সাম্রাজ্যবাদী আর যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে একক প্রভুত্বের শীর্ষস্থানে অবস্থানে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তাই সে অন্য কোন দেশকে শক্তিশালী হ'তে দিতে চায় না। কিন্তু বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। উত্তর কোরিয়ার মত একটি ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশ যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করতে পেরেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ইরাক ধ্বংস করা ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কি হ'তে পারে? এটা ওদের যেন সহজাত প্রবৃত্তি। কেননা ইংরেজ জাতির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ওদের চরিত্রের কদর্য রূপটাই প্রকাশিত হয়। সাত সাগর তের নদীর ওপারের দেশ থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসে ছলে-বলে-কৌশলে ভারতের রাজ্যগুলির একটির পর একটি জবরদখল করে ভারতীয়দের উপর যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে, সে ইতিহাস পাঠে মনে যেন আপনা হ'তে প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র অনল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। কিন্তু ক্ষমতা না থাকায় সে অনল মনেই নিভে যায়।

আমাদের দেশেও ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে আদালতগুলি মামলা-মোকদ্দমায় ভরপুর। জনগণই শুধু ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তা নয়, সরকারও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালে বিএনপিকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হেনস্থা করেছিল। বর্তমানে বিএনপি ক্ষমতায় এসে প্রতিশোধ গ্রহণে যেন কসুর করছে না। তাই মনে হয়, দেশে বিবাদমান দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের অনুসরণে ধর্মীয় বিভিন্ন আমল-আক্বীদায় বিশ্বাসী দু'টি প্রধান দলের মধ্যেও বিবাদ যেন মাথা-চাড়া দিয়েছে। আমি আমার এ বক্তব্যের অনুকূলে দেশে সম্প্রতি সবচেয়ে বেশী আলোড়িত এবং আলোচিত বিষয়টি তুলে ধরতে চাই।

একজন লেখকের মন-মানসিকতার পরিচয় মিলে তার লেখায়। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলিই তাঁকে নোবেল পুরস্কারের মত বিরল সম্মানে সম্মানিত করেছে এবং সেই সঙ্গে তাঁকে বিশ্বকবির মর্যাদায় ভূষিত করেছে। **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি তাঁর মন-মানসিকতার বাস্তব চিত্র। আমি একান্তভাবে এ বিশ্বাস করি, যে কলম দেশ-বিদেশের যাবতীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সে কলমের যিনি ধারক, তিনি সন্ত্রাসী হামলার মত ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত থাকতে পারেন না। এটি একটি চক্রান্ত এবং তাঁকে হেয় করার সুগভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

তাঁকে অবরুদ্ধ করার অব্যবহিত পর একজন মূর্খ ব্যক্তির উক্তি ছিল, 'তাঁকে ধরা হয়েছে জাল হাদীছ ছড়ানোর অভিযোগে'। আমি তৎক্ষণাৎ তার উক্তির উল্টো ও যথার্থ অর্থ ধরে নিলাম। খুব সম্ভব দেশের যাবতীয় বে-দলীল আমল-আক্বীদার বিরুদ্ধে তাঁর দুর্বার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে প্রয়াস চালানো হয়েছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণকে দেশ বরেণ্যে আলেম সমাজ বে-দলীল আমল আক্বীদায় বিশ্বাসী করেছেন। এক্ষণে তাঁদের এতদিনের সে শিক্ষা ও আমল-আক্বীদার মূলে ডঃ ছাহেবের আন্দোলন কুঠারাঘাত করছে। তাই এ আন্দোলনকে চিরতরে থামিয়ে দিতে এ ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে অনুমিত হয়। তাঁর আন্দোলন হ'ল বাতিলের বিরুদ্ধে হক্বের আন্দোলন। সরাসরি তাঁকে এ আন্দোলন হ'তে সরানো কঠিন জেনেই সরকারী ক্ষমতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে দেশের

তথাকথিত আলেম সমাজের কতিপয় আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফকেও হেনস্থা করেছিল। তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার এর যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

কথায় আছে, সত্য চিরদিনই তিক্ত। আমাদের প্রিয় নবীজির দ্বীন ও শিক্ষা কি ভুল ও অসত্য ছিল? কখনও নয়। আমি একথাও বুঝে উঠতে পারি না যে, একজন মানুষ তার ধর্মীয় বা অন্য মতামত ব্যক্ত করলে অপরের গাত্রদাহ হয় কেন? কেউ তো কাউকে তার মতামত মানতে বাধ্য করেন না এবং বাধ্য করার মত কোন শক্তি তার নেই। তবু মানুষ তা সহ্য করে না। সহ্য করে না এজন্য যে, সত্য চিরদিনই তিক্ত। আমাদের প্রিয় নবীজির দ্বীন প্রচারের কথাই ধরি। তিনি তো কাউকে জোর করে তাঁর দ্বীন গ্রহণে বাধ্য করেননি এবং বাধ্য করার মত কোন রাজশক্তি তাঁর হাতে ছিল না। তাঁর দ্বীন প্রচারের ইতিহাস কমবেশি আমাদের সকলেরই জানা আছে। সত্য দ্বীন প্রচারে তাঁকে কত যে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, কত যে লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়েছে। পরিশেষে সত্য জয়যুক্ত হয়েছে বলেই আজ আমরা মুসলিম জাতির গৌরবে গৌরবান্বিত।

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের মত দেশ-বিদেশে সুপরিচিত আলেমকে জনসমক্ষে এতটা হেয় না করলেও সরকার পারতেন। আমি সদাশয় সরকারের সমীপে এই আরয রাখতে চাই, তাঁকে যামিনে মুক্তি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নিখুঁত বিচার করুন।

❒ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচতে মুসলিম শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন বিকল্প নেই

ইহুদী-নাছারা গোষ্ঠী মুসলমানদের রেহাই দিবে না, যে পর্যন্ত না মুসলমানগণ তাদের ধর্ম বিশ্বাসের অধীন হয়ে যায়, একথা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন। তাই তো ফিলিস্তীন জ্বলছে, ইরাক জ্বলছে, কাশ্মীর জ্বলছে, চেচনিয়া জ্বলছে, গণহত্যা চালানো হচ্ছে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন মুসলিম জনপদে। মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম ক্বিবলাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাস গণহত্যার এক বিভীষিকাময় জনপদে পরিণত হয়েছে। এভাবে ইহুদী-নাছারা ও মুশরিকদের হাতে নিহত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মুসলিম যুবক, শিশু, বৃদ্ধ ও অসহায় নারী। মসজিদ ও হাসপাতালের বিছানায়ও তারা রেহাই পাচ্ছে না পাষাণদের বুলেট-বোমার আঘাত থেকে। এক কথায় দুনিয়ার সকল মুসলিম দেশকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চলছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। আর এদেরকে সহযোগিতা করছে মুসলিম নামধারী মুনাফিক্ব চরিত্রের একদল সেবাদাস। তাই বর্তমান পরিস্থিতির নাজুক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে প্রতিটি মুসলিমের হৃদয় ভেঙ্গে যাওয়ার কথা, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিরাশ হ'তে নিষেধ করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, মুমিনদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মুসলমানদের মহান আল্লাহ্র সেই আশ্বাসের উপর আস্থা রেখে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

মুসলমানরা যেহেতু ঈমান নিয়ে মরতে চায় সেহেতু তাদের পক্ষে ইহুদী-নাছারা ও মুশরিকদের বিশ্বাস ও আচরণ মেনে নেয়া সম্ভব নয়। তাই মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর কঠিন ত্যাগ ও ছাহাবায়ে কেরামের ইসলামের জন্য সকল কিছু কুরবানী করার অপূর্ব দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ বা সংগ্রাম করেই মুসলমানদের বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তাদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে শতাধিক আয়াতে ওয়াদা করেছেন যে, যারা ঈমানের উপর দৃঢ় থাকবে এবং আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা রেখে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, ইসলামের শত্রুরা অত্যন্ত ধূর্ত ও নির্মম। বন্ধুর বেশ ধরে উস্কানী দেওয়াও তাদের একটা যুদ্ধ কৌশল। তাছাড়া মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে মুসলিম উম্মাহ্র সম্মিলিত শক্তি ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়াটাকেও এরা নিশ্চিত বিজয়ের সিঁড়ি রূপে গণ্য করে থাকে। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকেও ঐক্যের ভিত্তিতে শক্তিশালী ইসলামী বিশ্ব গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় উজ্জীবিত করা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দ্রুত অগ্রসর হওয়া, সকল ভেদাভেদ ভুলে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা, শক্তিশালী প্রচার মিডিয়া গঠন, এক মুসলিম রাষ্ট্র অপর মুসলিম রাষ্ট্রের সহযোগিতা দ্বারা অর্থনীতি মযবূতকরণ, কাঙ্খিত সামরিক শক্তি অর্জনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই হবে প্রধান কাজ। একথা সকলেই জানে যে, 'বিবিসি', 'ভয়েস অফ আমেরিকা'সহ শীর্ষস্থানীয় ইলেক্ট্রোনিক্স প্রচার মিডিয়া এবং সারা দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয় সংবাদ সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করে ইহুদীরা। ওরা যে ঘটনাটিকে যেভাবে চিত্রায়িত করে, সেভাবেই দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। তাই বর্তমানকালের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে প্রচার মাধ্যম বা মিডিয়া। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম উম্মাহ মিডিয়ার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা দুর্বল। এক্ষেত্রে অন্যের দয়ার উপরই নির্ভর করতে হয় তাদের। এটা যে কত বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় তা অনুধাবন করার যোগ্যতাও অধিকাংশ মুসলিম নেতৃবৃন্দের নেই। অথচ মিডিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এ শক্তি অর্জন করা আজ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী। মুসলিম উম্মাহ্র একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর অর্থ দিয়েছেন। মেধার দিক দিয়েও মুসলিম স্কলাররা একেবারে পিছিয়ে নেই। কিন্তু এরপরও আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রচার মাধ্যম, সংবাদপত্র বা ইলেক্ট্রোনিক্স মিডিয়ার সূচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। কেন এমনটা হচ্ছে, এর একমাত্র অন্তরায় হচ্ছে ঈমানী দুর্বলতা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের অভাব আর উল্লেখযোগ্য মুনাফিকী চরিত্রের উপস্থিতি। সুতরাং মুসলমানদেরকে ভাবতে হবে এবং দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় শত্রুদের হিংস্র ছোবল থেকে মুসলিম জাহান রক্ষা পাবে না।

❒ হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব
বংশাল, ঢাকা।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩২১)ঃ কুরবানীর গোশত বন্টন পদ্ধতি কি? সূদের টাকা দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি? কুরবানী কারা করবে?

-আনারুল ইসলাম
তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বন্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(হজ্জ ৩৬; সুবুলুস সালাম শরহে বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃঃ; মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৩)*।

উত্তম হ'ল, স্ব স্ব কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ এক স্থানে জমা করতঃ মহল্লার যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের তালিকা করে তাদের মধ্যে সুশৃংখলভাবে বন্টন করা *(মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৩)*। উল্লেখ্য, জমাকৃত গোশত যারা কুরবানী দিয়েছে তাদের মাঝে বন্টন করা ঠিক নয়।

ইসলামে সূদ হারাম, তাই শুধু কুরবানী নয় কোন ইবাদতই হারাম উপার্জন দ্বারা বৈধ নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়, 'উপার্জন করা এবং হালাল রোযগারের উপায় অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)*। কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২; আহমাদ, বায়হাক্বী, হাকেম প্রভৃতি)*। সুতরাং যার সামর্থ্য আছে সে অবশ্যই কুরবানী করবে।

প্রশ্নঃ (২/৩২২)ঃ ঢাকা বেতার হ'তে 'কা'বার পথে' অনুষ্ঠানে হজ্জের সময় জামরায় কংকর মারা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'প্রথম দিন বড় শয়তানকে লক্ষ্য করে জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে'। অথচ শায়খ বিন বায রচিত 'মাসায়েলে হজ্জ ও ওমরা' বইয়ে বলা হয়েছে, 'শয়তান সেখানে নেই। এটি আল্লাহর একটি হুকুম'। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে- কংকর মারার ক্ষেত্রে কিরূপ নিয়ত করতে হবে?

- মুনীরুল ইসলাম
বিলকৃষ্ণপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করার জন্য মিনা প্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার সময় শয়তান ইবরাহীম (আঃ)-কে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করলে ইবরাহীম (আঃ) শয়তানকে লক্ষ্য করে জামরায় ৭টি কংকর ছুঁড়ে মারেন *(তাফসীরে কুরতুবী ১৫/৭০ পৃঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ভাষ্য)*। সুতরাং ইবরাহীম (আঃ)-এর রেখে যাওয়া সেই সুন্নাতের অনুসরণেই শয়তানকে লক্ষ্য করে উক্ত কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। তবে কংকর মারার সময় এমনটি বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই যে, সেখানে শয়তান অবস্থান করছে।

প্রশ্নঃ (৩/৩২৩)ঃ জনৈক আলেম বলেছেন, তারাবীহ্র ছালাতে কুরআন খতম দেওয়া বিদ'আত। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আবুল কালাম আযাদ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ তারাবীহ্র ছালাতে কুরআন খতম দেওয়ার অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোন হাদীছ নেই। তবে ইমাম যদি ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে মুছল্লীদের দিকে লক্ষ্য রেখে (যেন তাদের কষ্ট বা অসুবিধা না হয়) তারাবীহর ছালাতে কুরআন খতম দেন তাতে দোষের কিছু নেই *(আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, আল-ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ ১/২৬৯ পৃঃ)* এটি বিদ'আত নয়। বরং এতে দীর্ঘ সময় কুরআন পাঠ ও শ্রবণের কারণে ইমাম-মুক্তাদী উভয়েই অধিক নেকীর হকদার হবেন।

প্রশ্নঃ (৪/৩২৪)ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মৃত্যু কখন কোন্ প্রেক্ষিতে হয়েছিল? তাঁকে নাকি বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল? এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ইউসুফ
নিজপাড়া (হাজীপাড়া)
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তিনি ১৫০ হিজরীতে, কারো মতে ১৫১ হিজরীতে, কারো মতে ১৫৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তবে তিনি ১৫০ হিজরী সনে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এ মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য *(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৫/১১০ পৃঃ)*। ইবনে হাজার মাক্কী বলেন, 'খলীফা মনছূরের শাসনামলে কাযীর পদ গ্রহণ না করায় তাঁকে কারারুদ্ধ করে নির্যাতন করা হয়, অবশেষে বিষপানের মাধ্যমে তাঁকে জেলখানাতেই হত্যা করা হয় *(আশরাফুল হিদায়াহ, উর্দু শারহ হিদায়াহ ১/৪০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩২৫)ঃ বড় স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিৎনা বেড়ে যাওয়ার কারণে শালিশী বৈঠকের মাধ্যমে আমি আমার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় এক তালাক প্রদান করি। সমাজের দায়িত্বশীলদের নিকটেও তালাকনামায় স্বাক্ষর করি। এক্ষণে শরী'আতের দৃষ্টিতে উক্ত তালাক সঠিক হয়েছে কি? এবং এর জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে কি? পরবর্তী দুই তালাক কিভাবে দিতে হবে? উল্লেখ্য, 'বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দিলে নাকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাওয়া যাবে না' এ কথা কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
সাং- শ্যামপুর, কালীগঞ্জ
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনার পরিপেক্ষিতে শালিশী বৈঠকের মাধ্যমে যে তালাক প্রদান করা হয়েছে তা এক তালাক সাব্যস্ত হয়েছে। আর এটা তালাকে রাজঈ অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে এমনিতেই পুনরায় ফেরত নিতে পারবে। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৭৫; আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৮৩)*। তবে সমাজে প্রচলিত নোংরা হিল্লা প্রথার মাধ্যমে নয়। এটা পরিষ্কার হারাম *(তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৯৬৬; ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী সনদ হাসান, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৬/৩০৯-১০ পৃঃ)*। পক্ষান্তরে ফিরিয়ে না নিলে পরবর্তীতে দুই তহুরে দুই তালাক প্রদান করবে। আর তালাক প্রদান না করে যদি ইদ্দত পার হয়ে যায় তাহ'লে স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। তবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সম্মত হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় দাম্পত্য জীবনও গড়তে পারে *(বাক্বারাহ ২২৯; তালাক ১)*।

উক্ত তালাকের কারণে পরকালে স্বামীকে আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহি করতে হবে না। কারণ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে শরী'আত কর্তৃক স্বামীর উপর অধিকার রয়েছে। বিনা কারণে অন্যায়ভাবে তালাক দিলে নিঃসন্দেহে তাকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। তবে প্রশ্নে উল্লিখিত 'বিনা কারণে তালাক দিলে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' মর্মে কথাটি স্বামীর ক্ষেত্রে নয়, বরং স্ত্রীর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ সনদ জাইয়িদ, মিশকাত হা/৩২৭৯। বিস্তারিত দ্রঃ তালাক ও তাহলীল বই)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩২৬)ঃ ফজরের ছালাতে মাইকে আযান হওয়া সত্ত্বেও মুছল্লী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনরায় মাইকে ডাকাডাকি করা এবং আউয়াল ওয়াক্তের পরিবর্তে দেরী করে ফর্সা হ'লে জামা'আত করা কতটুকু শরী'আত সম্মত? এমতাবস্থায় কারো পক্ষে অন্ধকারে একাকী ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

- মুহাম্মাদ মাকছূদুর রহমান
রহমান মেডিকেল সেন্টার
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ যেকোন ছালাতের আযানের পরে জামা'আতে লোক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হোক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে হোক পুনরায় লোকদেরকে আহ্বান করা বিদ'আত। তাবেঈ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম, তিনি এক মসজিদে প্রবেশ করলেন। ঐ মসজিদে তখন এক ব্যক্তি যোহর বা আছরের আযানের পরে লোকদেরকে আহ্বান করছিলেন। এদৃশ্য দেখে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, এই বিদ'আতীর মসজিদ হ'তে আমাকে নিয়ে বের হও' *(ছহীহ আবূদাঊদ, হা/৫৩৮, সনদ হাসান, 'আযানের পরে পুনরায় আহ্বান করা' অনুচ্ছেদ)*।

অপরদিকে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করাই উত্তম ও শরী'আত সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'উত্তম আমল হচ্ছে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(তিরমিযী, হাকেম, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম (সুবুলুস সালাম) ১/২৬৫; ছালাত অধ্যায়)*। ইমাম যদি নিয়মিত ইচ্ছাকৃতভাবে আউয়াল ওয়াক্তের পরিবর্তে বিলম্বে ছালাত আদায় করেন সেক্ষেত্রে মুক্তাদী একাকী আউয়াল ওয়াক্তেই ছালাত আদায় করতে পারে *(মুসলিম, মিশকাত, হা/৬০০; 'দ্রুত ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩২৭)ঃ আমি আমার বাড়ীর পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদে নিয়মিত ছালাত আদায় করে আসছিলাম। কিন্তু ইমামের ক্বিরাআতে প্রচুর ভুল থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে না গিয়ে বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

- মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন
বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইমামের এ ধরনের ভুলের কারণে জামা'আত পরিত্যাগ করে একাকী ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তারা তোমাদের ইমামতি করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তাহ'লে তার ছওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহ'লে তোমাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে, আর ভুলত্রুটি তাদের উপরেই বর্তাবে' *(বুখারী, 'যদি ইমাম ছালাত সম্পূর্ণভাবে আদায় না করেন আর মুক্তাদীগণ তা সম্পূর্ণভাবে আদায় করেন' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১০২ মিশকাত হা/১১৩৩)*। তবে মুক্তাদীগণের উচিত হবে এ ধরনের ইমামের স্থলে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতকারী ইমাম নিয়োগ করা।

প্রশ্নঃ (৮/৩২৮)ঃ আমাদের এলাকায় প্রতি বছর ইছালে ছওয়াব ও ওরস শরীফ পালিত হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মোশাররফ
আড়ামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইছালে ছওয়াব ও ওরস শরীফ পালন করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগে ছিল না। এটি পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত, যা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/৪৪৬৮, 'মীমাংসা' অধ্যায়, ২/৭৭ পৃঃ)*। আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন, ওরস শরীফের মত কোন অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব সালাফে ছালেহীনদের যুগে ছিল না *(ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী, পৃঃ ৯১)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩২৯)ঃ জনৈক ইমাম ভয়ভীতি থেকে অবসানের উদ্দেশ্যে সূতা পড়ে দেন। তিনি বলেন, এটি তাবীযের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি তা শিরক-বিদ'আতও নয়। এটি ব্যবহার করা দোষণীয় নয়। ইমাম ছাহেবের উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এফ.এম.লিটন
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ কেবল তাবীয নয় বরং তাগা, বালা, কড়ি ইত্যাদি যা কিছুই ভয়-ভীতি বা অসুস্থতা থেকে অবসানের উদ্দেশ্যে লটকানো হয় এসবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি জনৈক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে রোগীর বাহু স্পর্শ করে দেখেন যে, উহাতে সূতা বাঁধা আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইহা কি? উত্তরে অসুস্থ ব্যক্তি বলল, ইহা ঝাড়-ফুঁক দিয়ে বাঁধা হয়েছে। তখন হুযায়ফা (রাঃ) এটি ছিঁড়ে ফেলে বললেন, এই অবস্থাতে যদি তুমি মৃত্যুবরণ করতে তাহ'লে আমি তোমার জানাযার ছালাত আদায় করতাম না' *(ফাৎহুল মাজীদ, ১৪২ পৃঃ, 'মুসীবত দূর করার উদ্দেশ্যে তাগা, বালা, তাবীয ইত্যাদি ব্যবহার করা শিরক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩০)ঃ বাংলা নববর্ষকে সাদরে বরণ করে নেয়ার জন্য বৈশাখী মেলাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং পান্তাভাত খাওয়ার কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

- মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ বর্ষবরণ ও বর্ষবিদায়ের মত কোন অনুষ্ঠান ইসলাম অনুমোদন করে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈ এযাম সহ ইসলামের সোনালী যুগে এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এসবই অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার। বিশেষ করে বর্ষবরণ ও বিদায়ে এদেশে যেসব ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে এসবের বিরুদ্ধেই ইসলামের কঠোর অবস্থান। এ সমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে যত দ্রুত সম্ভব মুসলমানদের ফিরে আসা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম ২/৭৭ পৃঃ, হা/৪৪৬৮, 'মীমাংসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৩১)ঃ আমার এক নাতি ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু'দিন পরে মারা গেছে। এখন তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-আব্দুল গফূর তালুকদার
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের পূর্বে মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না। কারণ সপ্তম দিনের পূর্বে আক্বীক্বা দেওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমাদের কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে একটি বকরী যবেহ করত এবং এর রক্ত নিয়ে শিশুর মাথায় মালিশ করে দিত। কিন্তু ইসলাম আসার পর শিশু জন্মের সপ্তম দিনে আমরা একটি বকরী যবেহ করি, তার মাথার চুল কামিয়ে দেই এবং তার মাথায় জাফরান মালিশ করি' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৮, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৩২)ঃ কোন জিনিস এক হাযার টাকায় ক্রয় করে ছয় মাস বা এক বছরের কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে এক হাযার দুই শত টাকা গ্রহণ করা যাবে কি?

- ক্বামারুযযামান
মানিকদিয়া, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত পদ্ধতিতে টাকা গ্রহণ করা বৈধ। কারণ বাকীতে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে কোন শারঈ বাধা নেই। কিন্তু বিক্রয় করার সময় নগদ-বাকী কোনটি উল্লেখ না করেই যদি বিক্রি করা হয় তবে সেটা জায়েয হবে না *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৩৫৭-৫৮ হা/১২৪৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৩৩)ঃ কেউ কেউ বলেন যে, বেহেশতে অবস্থানকালে আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে গন্ধম খেতে নিষেধ করেছিলেন বটে কিন্তু গন্ধমকেও বলেছিলেন, আদমকে ছেড় না। প্রশ্ন হল- গন্ধম কি? এর কি কান আছে, যার দ্বারা সে আল্লাহ্র কথা শ্রবণ করেছিল? উক্ত বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হান্নান
রুদ্রনগর, উজলপুর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে জান্নাতে রাখার পর পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে গাছটির নিকটবর্তী হ'তে নিষেধ করেছিলেন, সে গাছটি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেন, সেটি ছিল গন্ধম (حنبلة)। কেউ বলেন, আঙ্গুর গাছ (الكرم)। কেউ বলেন, আঞ্জির ফল (تين)। আবার কেউ বলেন, খোসা জাতীয় শস্য (السنبلة) *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/৬৮ পৃঃ সূরা বাক্বারাহ ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। গন্ধম বা অন্যান্য বৃক্ষ জড় পদার্থ হ'লেও এরা আল্লাহ তা'আলার কথা শুনতে পায়। মানুষ কিংবা অন্যান্য জীব-জন্তুর ন্যায় এদের কোন কান নেই। তবে 'আল্লাহ তা'আলা গন্ধমকে বলেছিলেন, তুমি আদম (আঃ)-কে ছেড় না' মর্মে প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৩৪)ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) নাকি তার প্রধান শিষ্যদেরকে মাসআলা লিখতে বলতেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

- নাহিদ আখতার
পাঁচরুখী, নররায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে আহলুর রায়দের ইমাম বলা হয়ে থাকে। তিনি নিজে কোন কিতাব লিখে যাননি। বরং শিষ্যদের অছিয়ত করে গিয়েছেন এই বলে যে, যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব *(মীযানুল কুবরা ১/৩০ আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রাণী)*। একবার তিনি তার প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হিঃ) কে

বলেন, 'তুমি আমার পক্ষ হ'তে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। আল্লাহ্র ক্বসম আমি জানি না নিজ সিদ্ধান্তে আমি বেঠিক না সঠিক *(তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃঃ)*। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়। *-বিস্তারিত দেখুন প্রবন্ধ আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? নভেম্বর ২০০৪।*

প্রশ্নঃ (১৫/৩৩৫)ঃ ঋতু হ'তে পবিত্র হওয়ার গোসল কি ফরয গোসলের মতই? দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

- রহীমা
জগদিশপুর, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ঋতু হ'তে পবিত্র হওয়ার গোসল ফরয গোসলের মত, একথা ঠিক নয়। কেননা ফরয গোসলের জন্য ছালাতের ন্যায় ওযূ করতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৫)*। আর ঋতু হ'তে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওযূ আবশ্যক নয়। বরং এর পদ্ধতি হ'ল, তুলা বা নেকড়ায় সুগন্ধি নিয়ে লজ্জাস্থান ভাল করে পরিষ্কার করে নিয়ে গোসল করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৭)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৩৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেবর থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশ্ন হ'ল- যৌথ পরিবারে থেকে বিয়ে করলে দেবরের সাথে দেখা বা কথা হওয়া অসম্ভব নয়। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

- ইসমাঈল হোসাইন
পোষ্ট বক্স নং-১৯৫৫৭
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ মানব জীবনে যৌথ পরিবার আসতে পারে বলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেবর থেকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলেছেন। কারণ একই পরিবারে বসবাস করলে দেবরের সাথে কথা বা দেখা হওয়া অসম্ভব নয়। ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নারীদের নিকট যাবে না। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দেবর সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দেবরের সাক্ষাত তো যম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০২)*। উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেবরের সাথে দেখা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৩৭)ঃ মুসলমান ও হিন্দু যৌথভাবে শেয়ারে ব্যবসা করতে পারে কি?

- মাসুম
২৩ হাজী আব্দুর রশীদ লেন
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ মুসলমান ও হিন্দু একত্রে ব্যবসা করতে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'দুই অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয়, যতক্ষণ তারা একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৯৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের জমি ও বাগান সেখানকার ইহুদীদেরকে চাষাবাদ করার জন্য দিয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৭২)*। প্রথম হাদীছে শেয়ারে ব্যবসা জায়েয বলা হয়েছে, সেখানে মুসলিম অমুসলিম কোন তারতম্য করা হয়নি। দ্বিতীয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (ছাঃ) অমুসলিমদের সাথেও উপার্জনের চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৩৮)ঃ চাপের মুখে জমির মালিক মসজিদের নামে জমি ওয়াক্ফ করে দেন। এধরনের মসজিদে ছালাত হবে কি? উক্ত জমি বিক্রি করে অথবা বিনিময় করে মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি?

- মাঈনুল ইসলাম
আলাদীপুর মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ যেহেতু জমি ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন, সেকারণ এই মসজিদে ছালাত জায়েয হবে। প্রয়োজনে মসজিদের জমি বিনিময় বা বিক্রয় করা যায়। ওমর (রাঃ) কুফার মসজিদের স্থান বিক্রি করে মসজিদ স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৩৯)ঃ ওযূ অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে এবং ওযূ ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটলে ওযূ থাকবে কি?

- নাজমুল হাসান
ছোট শালঘর
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ঘুমিয়ে যাওয়া ওযূ ভঙ্গের একটি অন্যতম কারণ। কাজেই ওযূ অবস্থায় কেউ ঘুমিয়ে গেলে তাকে পুনরায় নতুন করে ওযূ করতে হবে। কারণ তখন মানুষ অনুভূতিহীন হয়ে যায় এবং শারীরিক শিথিলতা আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুই চক্ষু হচ্ছে নিতম্বের বাঁধন। অতএব চক্ষু ঘুমিয়ে গেলে নিতম্বের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায়' *(দারেমী, মিশকাত হা/৩১৫)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুই চক্ষু হচ্ছে নিতম্বের বাঁধন। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমাবে সে যেন ওযূ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৬)*। উল্লেখ্য যে, বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'লে ওযূ নষ্ট হবে না।

প্রশ্নঃ (২০/৩৪০)ঃ জনৈক আলেম বলেছেন, ছালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বে বায়ু নিঃস্বরণ হ'লে ছালাত হয়ে যাবে। তিনি তিরমিযী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ মাসআলা সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছিফাতুল্লাহ
কালাই জুম্মাপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উল্লিখিত মাসআলাটি সঠিক নয়। একটি যঈফ হাদীছের উপর ভিত্তি করে তিনি একথা বলেছেন। উক্ত হাদীছে আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আন'আম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০০৮-এর টীকা নং ৩)*। এছাড়া এটি ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী *(মিশকাত হা/৩১২ 'ছালাত' অধ্যায় হা/৭৯১)*। ছহীহ হাদীছে বায়ু নিঃসরণকে ওযূ ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে *(আবুদাঊদ,*

মিশকাত হা/৩১৪)। কাজেই এমন ব্যক্তির ছালাত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওযূ করে জামা'আত পেলে জামা'আতে শরীক হ'তে হবে, অন্যথায় একাকী ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২১/৩৪১)ঃ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বলতে কি বুঝায়?

-আলফাযুদ্দীন
নাড়াবাড়ী, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বলতে নফসের মধ্যে যে খারাপ চিন্তা আসে, যার ফলে নফসকে কলুষিত করে ও আখেরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, এমন বিকৃত সব ধরনের সাহিত্য, পরিবেশ ও কুরুচীপূর্ণ প্রচার মাধ্যম থেকে ও দুনিয়াবী জৌলুস থেকে নিজেকে সাধ্যমত দূরে সরিয়ে রেখে সর্বদা দ্বীনী আলোচনা ও পরিবেশের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখাকে বুঝায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'আপনি নিজেকে ঐসব লোকদের সাথে ধরে রাখুন, যারা তাদের প্রভুকে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায়। তারা কামনা করে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। আপনি কি দুনিয়াবী জীবনের জৌলুস কামনা করেন? আপনি ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, যার অন্তর আমাদের স্মরণ থেকে খালি হয়েছে। সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে ও তার কাজকর্মে সীমালংঘন এসে গেছে' *(কাহফ ২৮)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৪২)ঃ হাদীছে আছে মানুষের চলাফেরা, বেচা-কেনা, খাওয়া-দাওয়া অবস্থায় ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'প্রত্যেকটি জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে'। ক্বিয়ামত হওয়ার সময় মানুষ কি জীবিত থাকবে, নাকি সকল মানুষ মৃত্যুর পর ক্বিয়ামত সংঘঠিত হবে?

- কামাল হুসাইন
কাথুলী রোড, বড়বাজার, মেহেরপুর।

উত্তরঃ কিছু জীবিত মানুষের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। ক্বিয়ামতই হবে ঐসব মানুষের জন্য মরণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন এক সময়ে হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা একটি স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত করবেন। তা তাদের বগল স্পর্শ করবে এবং উক্ত বায়ু প্রতিটি মুমিন মুসলমানের রূহ ক্বব্য করবে। অতঃপর কেবলমাত্র পাপী ও মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে... তখন এদের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪১)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৪৩)ঃ ছালাতের মধ্যে ক্বিরাআত পড়ার সময় কুরআন মজীদে যেভাবে সাজানো আছে ঠিক সেভাবেই পড়তে হবে, নাকি আগে পিছে করা যাবে?

- রুহুল আমীন
হোটেল রংধনু, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে যেভাবে সাজানো আছে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ছালাতে কুরআন পাঠ করা উত্তম। তবে উক্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা না করলেও কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার জন্য যা সহজ হবে তা পড়' *(মুয্যাম্মিল ২০)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৪৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা তওবায় বর্ণিত যেরার নামক মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার এবং জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, একথা কি সত্য?

- আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে উক্ত ঘটনাটি ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে খুব প্রসিদ্ধ রয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য এবং জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য দু'জন ছাহাবীকে পাঠিয়েছিলেন *(ইরওয়া ৫/৩৭০ পৃঃ, হা/১৫৩১-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৪৫)ঃ নারী-পুরুষের মধ্যে ছালাতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'জন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, 'যখন তোমরা সিজদা করবে, তখন তোমাদের নিতম্বের কিছু অংশ মাটিতে লাগবে। কেননা এ ব্যাপারে নারী পুরুষের মত নয়' (বায়হাক্বী)।

-আবেদ আলী
নাযিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। হাদীছটির রাবী ইয়াযীদ ইবনু হাবীব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ না করেই হাদীছটি বর্ণনা করেন *(মীযানুল ই'তিদাল ২/৩০৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৪৬)ঃ ইহুদী-খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বন্ধু হিসাবে ফিলিস্তীনে বসবাস করবে, জনৈক মুসলিম নেতার এ বক্তব্য কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ ফুরক্বান
ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইহুদী-খ্রীষ্টানরা কখনো মুসলমানদের বন্ধু হ'তে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করবেন। আপনি তাদের বলে দিন যে, আল্লাহ প্রদর্শিত পথই সত্যিকারের হেদায়াতের পথ। অতএব আপনার নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও যদি আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে বাঁচাবার জন্য আপনার কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী জুটবে না' *(বাক্বারাহ ১২০)*। তাছাড়া এদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে নিষেধ করে বলা হয়েছে, 'কোন মুমিন যেন মুমিনকে বাদ দিয়ে কোন কাফিরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে আল্লাহ্র সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে কোনরূপ অনিষ্টের আশংকা কর (তবে সাবধানতার সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্ব রাখতে পার)' *(আলে ইমরান ২৮; দ্রষ্টব্য 'দরসে কুরআন' অক্টোবর*

২০০১)। যে কোন দেশে মুসলমানদের পাশাপাশি বিধর্মীরাও থাকতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে স্বাতন্ত্র বজায় রেখে তাদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্ব রাখা যায়।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৪৭)ঃ কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটা যায় কি?

- ছিবগাতুল্লাহ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটা যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৬)*। উল্লেখ্য যে, জুতা পায়ে কবরস্থানে হাঁটা যায় না মর্মে বর্ণিত হাদীছটির মর্মার্থ হচ্ছে জুতার মধ্যে নাপাকি লেগে থাকলে *(ফাৎহুলবারী ৩/২৬৪-৬৫; হা/১৩৩৮-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৪৮)ঃ মানুষ মারা যাওয়ার পরপরই তার মুখমণ্ডল পশ্চিম দিকে করা যায় কি?

- মুহাম্মাদ
কদমতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে ক্বিবলামুখী করা বা তার জন্য উত্তর দিকে মাথা রাখার ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ)-কে ক্বিবলামুখী করে বিছানা ঘুরিয়ে দিলে হুঁশ ফেরার পর তিনি পুনরায় পূর্বের ন্যায় শয়ন করেন এবং বলেন যে, মাইয়েত কি মুসলমান নয়? *(আলবানী, তালখীছুল জানায়েয, পৃঃ ১১ ও ৯৬; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ১১৯)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৪৯)ঃ মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?

- সুমন
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নয়। আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে অশালীন কবিতা পড়তে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুম'আর পূর্বে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩২)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ যেন আপনার ব্যবসায় লাভ না দেন *(তিরমিযী, ইরওয়া হা/১২৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৫০)ঃ মসজিদের ছাদের উপর মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ করা যাবে কি? সংরক্ষণের জন্য সেখানে কেউ বসবাস করতে পারবে কি? এর মাধ্যমে কিছু আয় হ'লে তা মসজিদে ব্যয় করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ দুররুল হুদা
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদে বসবাস করার বিষয়টি একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী ১ম খণ্ড, ৬২, ৬৩, ৬৬ পৃঃ)*। জানা আবশ্যক যে, মসজিদ একমাত্র ইবাদতের স্থান হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনী কল্যাণার্থে বহু কাজে ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে। যেমন কোষাগার হিসাবে, মেহমান খানা হিসাবে, বিচারালয় হিসাবে, বসবাস স্থল হিসাবে, কয়েদ খানা হিসাবে। অনুরূপভাবে মসজিদের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখে তার কল্যাণার্থে মসজিদের ছাদের উপর মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ সহ বসবাস করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মসজিদের নীচে দোকানপাট ও পানির হাউজ তৈরী করা যায়। তাতে কোন ক্ষতি নেই *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৮ পৃঃ)*। মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, মসজিদের কল্যাণের জন্য নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ৩/৩৬৮ পৃঃ; দ্রষ্টব্যঃ আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা, জুন ৯৮ প্রশ্নোত্তর ১/৯১)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৫১)ঃ জামা'আত চলাকালীন তাকবীরে তাহরীমা বলে বুকে হাত বেঁধে ইমাম যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় যেতে হবে, নাকি বুকে হাত না বেঁধে শুধু মুখে তাকবীর বলে সরাসরি ইমামের সাথে যোগ দিবে?

-মুহাম্মাদ সাইফুদ্দীন
হরিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য *(ছহীহ নাসাঈ হা/৮৮২, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ মিশকাত হা/৮৫৭)*। ইমাম যে অবস্থায় থাকবে শুধু দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে ইমামের সাথে যোগ দিতে হবে বুকে হাত বাঁধার কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়তঃ 'তাকবীরাতুল ইনতিকাল' অর্থাৎ যে তাকবীর দিয়ে ইমামের সাথে যোগ দিবে সেটাই তাকবীরে তাহরীমা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২০ পৃঃ 'ইমামকে পাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। মু'আয (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতে যে অবস্থায় পেতাম সে অবস্থায়ই শরীক হ'তাম *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৪২-এর টীকা নং ১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৫২)ঃ আমরা সোনা বা রূপা কোন্‌টির দাম ধরে টাকার যাকাত বের করব? যদি বর্তমান বাজারে সাড়ে ৫২ তোলা বা ৫৯৫ গ্রাম রূপার মূল্য ধরি তাহ'লে দশ হাযার টাকা হ'লেই যাকাত দিতে হবে। আর সাড়ে সাত তোলা বা ১০৫ গ্রাম সোনার মূল্য ধরলে ৭০ হাযার টাকা হ'লে যাকাত দিতে হবে। এমতাবস্থায় আমরা কি করব? সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আহসান আলী
মহল সাতমরা, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ মূল্যের ব্যবধান হ'লেও হাদীছ অনুযায়ী সোনা বা রূপার যেকোন একটির হিসাবে টাকার যাকাত বের করতে হবে। কেউ যদি মনে করেন সাড়ে ৫২ তোলা রূপার দাম যা হবে সেই হিসাবে যাকাত দিবেন তাও দিতে পারেন। আবার কেউ যদি মনে করেন সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের দাম ধরে যাকাত দিবেন তাও দিতে পারেন *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৩, ১৫৬৪, বুলূগুল মারাম তাহক্বীক্বঃ মুবারকপুরী হা/৫৯২-৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়-এর ভাষ্য)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৫৩)ঃ মরা শংকর মাছ খাওয়া যাবে কি?

- আব্দুল্লাহ আল-মামূন
নামোরাজারামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জীবিত বা মৃত যেকোন ধরনের মাছ খাওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও উহা খাওয়া হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৯৬)*। মরা মাছ ও মরা টিড্ডি (পঙ্গপাল) খাওয়া জায়েয। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের জন্য দু'টি মরা (প্রাণী) ও দু'প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। দু'টি মৃত (প্রাণী) হ'ল, মাছ ও টিড্ডি। আর দু'প্রকার রক্তের একটি কলিজা, অপরটি প্লীহা' *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৬২৫, মিশকাত হা/৪১৩২, বুলূগুল মারাম তাহক্বীক্ব; মুবারকপুরী, হা/১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। সুতরাং শংকর মাছ মরা হৌক বা জীবিত হৌক খাওয়া জায়েয।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৫৪)ঃ অনেকেই মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে জানেন না। মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে গোসল দিতে হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ক্বাদের
পাওটানাহাট, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের সুন্নাতী পদ্ধতি নিম্নরূপঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করবে। ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবে। পূর্ণ পর্দার সাথে মাইয়েতের দেহ থেকে পরনের কাপড় খুলে নেবে। গোসলের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না বা খালি হাতে স্পর্শ করবে না। তিনবার বা তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবে। গোসল শেষে সুগন্ধি বা কর্পূর লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হ'লে চুল খুলে রাখবে। অতঃপর তিনটি ভাগে ভাগ করে পিছনে ছড়িয়ে দিবে *(আলবানী, তালখীছুল জানায়েয, ২৮-৩০ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, কুল পাতা দেওয়া পানি, সুগন্ধি বা সাবান দিয়ে সুন্দরভাবে গোসল করাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৪-৩৫ 'জানায়া' অধ্যায়)*। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ১২৬-২৭ পৃঃ।*

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫৫)ঃ সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতের শানে নুযূল বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন রকম লিখা আছে। অত্র আয়াতটি বায়'আত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার প্রশ্ন- উক্ত বায়'আতটির নাম কি ছিল? সঠিক উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

- একরামুল হক
চণ্ডিপুর, বাগরামা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতটি বায়'আতে আক্বাবায়ে কুবরায় অংশগ্রহণকারী মদীনার আনছারদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। নবুঅতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্জের মওসুমে মদীনা থেকে মক্কায় আগত হাজীদের নিকট থেকে মিনার 'আক্বাবাহ' নামক পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথে গভীর রাত্রিতে এই বায়'আত গ্রহণ করা হয়। পরপর তিন বছরের মধ্যে এটিই ছিল সর্ববৃহৎ ও মক্কার সর্বশেষ বায়'আত। সেকারণ 'বায়'আতে আক্বাবাহ' বলতে মূলতঃ এই সর্বশেষ বায়'আতকেই বুঝায়। হাজীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বর্তমানে মিনার উক্ত পর্বতাংশকে জামরায়ে আক্বাবাটুকু বাদ দিয়ে বাকীটা সমান করে দেওয়া হয়েছে। এই বায়'আতেই তাওহীদ ভিত্তিক আক্বীদা ও আমলের বিরোধীপক্ষের সাথে জিহাদ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে গেলে তাঁর নিরাপত্তা ও সহযোগিতার বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। বায়'আত গ্রহণকালে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা আনছারী বলেন, আপনি আপনার প্রভুর জন্য ও আপনার নিজের জন্য যা খুশী শর্তারোপ করুন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের জন্য এই শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হ'ল এই যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে, যেমন তোমরা নিজেদের জান ও মালের হেফাযত করে থাক। জবাবে তারা বলল, এসব করলে বিনিময়ে আমরা কি পাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'জান্নাত'। তখন তারা খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠল, ব্যবসায়িক লাভের এই চুক্তি আমরা কখনই ভঙ্গ করব না এবং ভঙ্গ করার আবেদনও করব না। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয় *(তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৪০৬; বিস্তারিত দ্রঃ ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি বই)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৫৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে এবং তার বাপ-চাচা, ভাইয়েরাও অনুরূপ ছালাত আদায় করে। কিন্তু কিছুদিন থেকে সে তার বড় ছেলের মাধ্যমে গাজা বিক্রি করে জিবীকা নির্বাহ করছে। এই হারাম খেয়ে তার ইবাদত কবুল হবে কি?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে না। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কিছুই কবুল করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যে আদেশ করেছেন, মুমিনগণকেও সেই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করুন এবং সৎ আমল করুন' *(মুমিনুন ৫২)*। মুমিনদের সম্বোধন করেও আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! আমার দেওয়া পাক-পবিত্র বস্তু হ'তে ভক্ষণ কর, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রিযিক হিসাবে দান করেছেন *(বাক্বারাহ ১৭২)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করেছে, এলোমেলো তার মাথার চুল ও শরীরে ধুলা-বালি, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করে আল্লাহ্র নিকটে কাতর কণ্ঠে দো'আ করছে, হে প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারাম খাদ্য খেয়েছে। ঐ ব্যক্তির প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে? অর্থাৎ কবুল হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*। কাজেই হারাম জিবীকা নির্বাহ করে ইবাদত করলে তা কবুল হবে না।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৫৭)ঃ ছালাতে ক্বিরা'আত পড়ার সময় ইমাম কাঁদলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-আবু হানীফ
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মাঝে কাঁদলে ছালাতের কোন ক্ষতি হয় না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তারা ক্রন্দন করতে করতে অবনত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়' *(বনী ইসরাঈল ১০৯)*। মুত্বাররিক ইবনে শিখখীর স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় তিনি ছালাত আদায় করছিলেন এবং ফুটন্ত পানির ডেগের শব্দের ন্যায় কাঁদছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, চাক্কীর শব্দের ন্যায় শব্দ করে কাঁদছিলেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১০০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৫৮)ঃ জানাযার ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী তাকবীরগুলিতে হাত উঠাতে হবে কি?

- শরাফত আলী
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী তাকবীরগুলিতে হাত উঠানো সম্পর্কে কোন মরফূ' হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে মওকূফ সূত্রে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব (রহঃ) প্রমুখগণ বলেন, 'প্রতি তাকবীরেই হাত উঠানোর ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে'। *(দ্রঃ যাদুল মা'আদ ১/৪৯২ পৃঃ)*। অতএব জানাযার ছালাতের সকল তাকবীরেই হাত উঠাতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৫৯)ঃ আমরা রামাযান মাসের নতুন চাঁদ দেখলে দো'আ পড়ি। কিন্তু অন্য মাসের নতুন চাঁদ দেখলে দো'আ পড়ি না কেন? নতুন চাঁদ দেখার দো'আটি প্রকাশের জন্য আবেদন করছি।

- মুহাম্মাদ ছায়েম
আমীন বাজার, গাবতলী, ঢাকা।

উত্তরঃ শুধু রামাযান মাসের নতুন চাঁদ দেখলে দো'আ পড়তে হয় এ ধারণা সঠিক নয়। যেকোন মাসে নতুন চাঁদ দেখলে নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়।-

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ-

অনুবাদঃ 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সঙ্গে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সঙ্গে এবং ঐ সকল কাজের তাওফীকের সঙ্গে, যে সকল কাজ আপনি ভালবাসেন ও পসন্দ করেন, (হে চন্দ্র!) আমাদের ও তোমার প্রভু আল্লাহ' *(দারেমী, সনদ হাসান, আল-আযকার পৃঃ ৮২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৪৩)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৬০)ঃ জনৈক ব্যক্তি আমার জমির মধ্যে প্রায় ১ হাত ভিতর দিয়ে আইল দিয়েছে। তার শাস্তি কি হবে?

- যোবাইর
কেশরগঞ্জ, মুজিব নগর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি জমির নিশানা বা আইল পরিবর্তন করে আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করেন *(মুসলিম শরহে নববী সহ ১৩/১৪১ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবরদখল করবে আল্লাহ তাকে যমীনের সপ্ত স্তর পর্যন্ত তা খনন করতে বাধ্য করবেন। অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তা তার গলায় বেড়ী করে রাখা হবে। যে পর্যন্ত না মানুষের মাঝে বিচার কার্য শেষ হয়' *(ছহীহুল জামে' হা/২৭১৯)*।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ' কর্তৃক ইসলামী অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক একমাত্র বাংলাদেশী প্রকাশনা-

"ইসলামিক ফাইন্যান্স"
এবং
"সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল"

পড়ুন, লিখুন ও পরামর্শ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করুন।

যোগাযোগ

সম্পাদক
'ইসলামিক ফাইন্যান্স'
'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল'

৮/সি, আজাদ সেন্টার, ৫৫ পুরানা পল্টন, জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০
ফোন # ৮৮০-২-৭১৬১৬৯৩, ফ্যাক্স # ৮৮০-২-৭১৬১৭৬১
ই-মেইলঃ mrahman_sb@yahoo.com